পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 153 Tuesday, 5 May, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৫৩ সংখ্যা ❋ ২১ বৈশাখ ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ৫ মে ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

বাংলায় গেরুয়া ঝড়

বিজেপি-২০৭ । তৃণমূল-৮০। অন্যান্য-৬

'আজ থেকে বাংলা ভয়মুক্ত, বিকাশের ভরসার সঙ্গে যুক্ত হল', বললেন মোদি

নয়াদিল্লি, ৪ মেঃ ঘিয়ে রঙের তসর সিল্কের পাঞ্জাবি, সঙ্গে ঘিয়ে রঙেরই তসর সিল্কের কোঁচা দেওয়া ধুতি। কোঁচাটা আবার গোঁজা পাঞ্জাবির পকেটে। গলায় উত্তরীয়। দেখে মনে হতে পারে কোনও বাঙালি বাবু। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় আশাতীত ফলাফলের পরে সোমবার সন্ধ্যায় ঠিক এই রূপেই নয়াদিল্লির বিজেপি সদর দপ্তরে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। কোঁচা সামলে হাঁটতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল, তবে বাংলার নির্বাচনে যে মসৃণ জয় এসেছে, সেই মসৃণতা ধরা পড়েছে তাঁর মুখের হাসিতে। মোদি যখন বাঙালি বেশে মঞ্চে, সেই সময়ে আবির মাখামাখি হয়ে দর্শকাসনে প্রথম সারিতে বসে শমীক ভট্টাচার্য-সহ বঙ্গ বিজেপি-র নেতৃত্ব। তাঁদের সামনেই বিজেপি-র কার্যকর্তাদের ভুয়সী প্রশংসা করলেন নরেন্দ্র মোদি। তিনি বললেন, ''দীর্ঘদিনের সাধনা যখন সিদ্ধ হয়, তখন যে খুশি আসে, তা আজ দেশের সকল বিজেপি সমর্থকের মুখে দেখছি। আমিও তাদের খুশিতে সামিল। আজকের দিন দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ঘোষণার দিন, ভরসার দিন। আমি বাংলা, অসম, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু ও কেরালার জনতাকে প্রণাম জানাই। বিজেপি-র কোটি-কোটি কার্যকর্তাকে হৃদয় থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা নতুন ইতিহাস রচনা করলেন।'' তিনি আরও জানালেন, বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরেই তিনি জানিয়েছিলেন, গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত পদ্ম ফুটবে। আজ তাই-ই হয়েছে। বিহার, উড়িষ্যার হয়ে আজ পশ্চিমবঙ্গেও ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথাও। তিনি বলেন, ''শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মা আজ শান্তি পেলেন। ১৯৫১ সালে জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করে দেশের যুবকদের দেশপ্রেমের বার্তা দিয়েছিলেন। তিনি যে সশক্ত ও সম্বৃদ্ধ বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা কয়েক দশক ধরে পূরণ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। আজ বাংলার জনতা আমাদের কার্যকর্তাদের সেই সুযোগ দিয়েছিলেন। আজ বাংলার ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায় যুক্ত হলো।'' ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, যোগীরাজ অরবিন্দ ঘোষকে শ্রদ্ধা জানালেন বাংলার মানুষ বলে দাবি করেন নরেন্দ্র মোদি। তিনি আরও জানান, বাংলা এবং কেরালায় বিজেপি-র কার্যকর্তাদের, বিশেষ করে মহিলাদের অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। নির্বাচনী সাফল্য সকল শহিদ কার্যকর্তাদের পরিবারবর্গকে উৎসর্গ করেন তিনি। তিনি বলেন, ''বাংলার পবিত্র ভূমিতে আজ এক নতুন সূর্যোদয় হলো। বাংলার মানুষ তোষণ এবং ভয়ের রাজনীতিকে ছুঁড়ে ফেলেছে। আজ থেকে বাংলা ভারতের উন্নয়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, পা মিলিয়ে চলবে।'' 'সকল বঙ্গবাসী'কে আশ্বাস দেন, বাংলার ভবিষ্যতের জন্য সকল বিজেপি কার্যকর্তা রাত-দিন এক করে কাজ করবে। তিনি আরও আশ্বাস দেন, মহিলাদের নিরাপত্তা, যুবকদের কাজ, বাংলা, অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রথম মন্ত্রিসভা বৈঠকেই আয়ুষ্মান বারত চালু করা হবে। অঙ্গ এবং কলিঙ্গ জয় আগেই হয়ে গিয়েছে। মাঝখানে বাকি ছিল বঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির বিপুল জয়ে অভিভূত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমাজমাধ্যমে লিখলেন 'পশ্চিমবঙ্গে পদ্ম ফুটেছে!' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মতে, অনুপ্রবেশকারীদের পৃষ্ঠপোষকদের যোগ্য জবাব দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। রাজ্যে গেরুয়া ঝড়ে দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে শুভেচ্ছা জানালেন শাহ। ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ। প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্যে বার বার উঠে এসেছে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বারংবার অনুপ্রবেশকারী সমস্যাকে ইস্যু করেছেন। সোমবার ভোটের ফলাফল পরিষ্কার হতেই মোদি লিখলেন, '২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। জনগণের শক্তির জয় হয়েছে এবং বিজেপির সুশাসনের রাজনীতি জয়ী হয়েছে। আমি পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রণাম জানাই।' সমাজমাধ্যমে মোদি আরও লেখেন, 'জনগণ বিজেপির পক্ষে অভূতপূর্ব রায় দিয়েছেন এবং আমি তাঁদের আশ্বাস দিচ্ছি যে, আমাদের দল পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সম্ভাব্য সমস্ত কিছু করবে। আমরা এমন একটি সরকার দেব যা, সমাজের সকল স্তরের মানুষের সুযোগ এবং মর্যাদা নিশ্চিত করবে।' অন্য দিকে, শাহ পশ্চিমবঙ্গবাসীকে 'কোটি কোটি প্রণাম' জানিয়ে লিখেছেন, 'এই বিপুল জনাদেশ ভয়, তোষণ এবং অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষকদের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের জোরালো জবাব।' শাহের দাবি, বিজেপির এই জয় তৃণমূলের ভয়ের ঊর্ধ্বে প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রতি ভরসার জয়। তিনি লিখেছেন, 'আমার মতো প্রতিটি বিজেপি কর্মীর জন্য এটি গর্বের মুহূর্ত। যে গঙ্গোত্রীতে মা গঙ্গার উৎস সেখান থেকে শুরু করে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত আজ সর্বত্র বিজেপির গেরুয়া পতাকা গর্বের সঙ্গে উড়ছে।' তিনি আরও লেখেন, 'বাংলায় বিজেপির এই ঐতিহাসিক জয় আমাদের অসংখ্য কর্মীর ত্যাগ, সংগ্রাম এবং আত্মবলিদানের ফল। সেই সমস্ত পরিবারের ধৈর্যের জয়, যারা হিংসা সহ্য করেও গেরুয়া পতাকা ছাড়েনি। শূন্য থেকে আজ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পৌঁছোনোর এই কঠিন যাত্রায় যে কর্মীরা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, হিংসার শিকার হয়েছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন, তবুও আদর্শের পথ থেকে একচুলও সরেননি, সেই সকল কর্মী ও তাঁদের পরিবারকে প্রণাম জানাই। বাংলার মানুষ এই বিপুল জনসমর্থনের মাধ্যমে বিজেপির সেই সকল শহিদ কর্মীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।'

'১০০-র বেশি আসন লুট করেছে'! মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ মেঃ ১০০টিরও বেশি আসন লুট করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুললেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের গণনাকেন্দ্র থেকে বেরোনোর সময়ে এ কথা বলেন তিনি। তার পরে গাড়িতে উঠে কালীঘাটের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। গণনাকেন্দ্র থেকে বেরোনোর সময়েও 'চোর-চোর' স্লোগান শুনলেন মমতা। সোমবার দুপুরে গণনাকেন্দ্র প্রবেশের সময়েও বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা তাঁর উদ্দেশে স্লোগান দিয়েছিলেন। তখনও তাঁর গাড়ির সামনে 'চোর-চোর' স্লোগান তোলা হয়েছিল। এ

বার গণনাকেন্দ্র থেকে বেরোনোর সময়েও সেই স্লোগানের মুখে পড়তে হল তাঁকে। সোমবার দুপুর সাড়ে ৩টের কিছু পরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের গণনাকেন্দ্রে পৌঁছোন মমতা। সেখানে আগে থেকেই বিজেপি কর্মীদের জটলা ছিল। মমতা পৌঁছোনোর আগেই একপ্রস্ত উত্তেজনা ছড়িয়েছিল সেখানে। মমতার গাড়ি সাখাওয়াত মেমোরিয়ালে পৌঁছোতেই 'চোর-চোর' স্লোগান তুলতে থাকেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা। মমতা সাখাওয়াত মেমোরিয়ালে পৌঁছোনোর কিছু আগেই গণনাকেন্দ্রের অদূরে একটি পেট্রল পাম্পে বসেছিলেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা। তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীও সেখানে ছিলেন। পরে জানা যায়, পুলিশ তৃণমূল কর্মীদের সেখান থেকে উঠে যেতে বলে। যদিও ওই সময়ে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সেখানে ছিলেন কি না, তা স্পষ্ট নয়। এর কিছু পরেই এজেসি বোস রোড ধরে এগিয়ে আসা বিজেপি সমর্থকদের সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু হয় পুলিশের। পরে বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা তৃণমূলের জমায়েতস্থলে পৌঁছে যান। তৃণমূল কর্মীদের পেতে রাখা চেয়ার ভাঙচুরেরও অভিযোগ ওঠে তাঁদের বিরুদ্ধে। উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতেই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে গণনাকেঃন্দ্রের চত্বরে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় গণনাকেন্দ্রের কাছে। এর মধ্যেই বিজেপি সমর্থকেরা মমতার বিরুদ্ধে 'চোর-চোর' স্লোগান তুলতে থাকেন। ওঠে 'গো ব্যাক' স্লোগানও। গণনাকেন্দ্রের কাছে মোতায়েন পুলিশকর্মী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা ওই বিজেপি সমর্থকদের সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁরা বিজেপির সমর্থকদের সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলচত্বর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যান।

ভবানীপুরে এসে 'ঘরের মেয়ে' মমতাকে ১৫ হাজার ভোটে হারালেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ মেঃ দীর্ঘদিন ভবানীপুরে লড়াই করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ সেখানেই পরাজিত তিনি। কুড়ি রাউন্ড গণনার শেষে ১৫ হাজার ১১৪ ভোটে মমতাকে পরাজিত করলেন শুভেন্দু। অর্থাৎ নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রেই জয়ী হলেন শুভেন্দু অধিকারী। ভবানীপুরে গণনা নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছে গিয়েছিলেন সেখানে। অভিযোগ করেছেন ভোট গণনা নিয়ে কারচুপি করা হচ্ছে। তবে, গণনা চলছিলই। আর রাত্রি সাড়ে ৯টা নাগাদ খবর এল, প্রায় পনেরো হাজার ভোটে পরাজিত হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখা যাচ্ছে, ২০ রাউন্ড গণনার পর শুভেন্দু অধিকারী পেয়েছেন, ৭৩ হাজার ৪৬৩ ভোট। অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছেন ৫৮ হাজার ৩৪৯। এর আগে শুভেন্দু বলেই দিয়েছিলেন তিনি জিতে যাবেন। তিনি বলেছিলেন, ''ভবানীপুরের ডিডেল বলে দিচ্ছি। প্রথম-রাউন্ড দ্বিতীয় রাউন্ডে আমার লিড থাকবে। থার্ড-ফোর্থ-ফিপথ রাউন্ডে মুসলমান বুথ মানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিড থাকবে। ষষ্ঠ-সপ্তম রাউন্ড থেকে আমি মেকআপ করতে শুরু করব। কুড়ি রাউন্ডে আমি জিতব।'' দেখা গেল বাস্তবেও সেইটাই হল। জয় পেলেন তিনি। জয়ী হওয়ার পর বিজেপি প্রার্থী নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। এ দিকে, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করে বলেছেন, ''বিজেপি ভোট লুঠ করেছে। আমায় মারা হয়েছে। জোর করে হারানো হয়েছে। আমি আবার ফিরে আসব।'' তবে শুধু ভবানীপুর নয়, নন্দীগ্রামেও জিতেছেন শুভেন্দু। পূর্ব মেদিনীপুরে কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে তৃণমূল। ভবানীপুর আসনে নির্বাচনের উত্তাপ টের পাওয়া গিয়েছিল ভোটগণনার দিনেও। পরিচিত ছক ভেঙে ভোটের দিন সকাল সকাল এলাকা পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী। ওই দিন বুথে বুথে ঘোরেন মমতা। ভোটের দিনগুলিতে সাধারণত এ ভাবে দেখা যায় না তাঁকে। ভোটের দিন বিকাল পর্যন্ত বাড়িতেই থাকবেন এবং সারাদিন ভোটের তদারকি করবেন- এটাই ছিল তাঁর চেনা রুটিন। কিন্তু এ বারের ভোটপর্বে সেই রুটিন ভেঙে রাস্তায় নেমেছিলেন তৃণমূলনেত্রী। গণনার দিনের জন্য তখন থেকে ধীরে ধীরে তপ্ত হতে শুরু করেছিল ভবানীপুরের রাজনীতির বাতাবরণ।

মেরুকরণ, পরিবর্তনের হাওয়া নাকি এসআইআর
কোন ম্যাজিকে বাংলায় ফুটল পদ্ম?

বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলায় ১৫ বছরের তৃণমূল শাসনের অবসান। পরিবর্তনের ঢেউয়ে প্রথমবার রাজ্যে ফুটল পদ্ম। বাংলার রাজনীতির অতীত ট্রেন্ড বলে, পরিবর্তনের নির্বাচনে শাসক শিবির ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যায়। এবারেও বিশেষ ব্যতিক্রম হল না। খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবে প্রায় দু'শোর কাছাকাছি আসন নিয়ে বাংলার মসনদে বসতে চলেছে গেরুয়া শিবির। কিন্তু কোন ম্যাজিকে? বাংলায় এই গেরুয়া ঝড়ের কারণ কী?

ধর্মীয় মেরুকরণ। বঙ্গে বিজেপির বিরাট জয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ধর্মীয় মেরুকরণ। শুভেন্দু অধিকারীর লাগাতার হিন্দুত্বের প্রচার, অমিত শাহর অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রতিশ্রুতি, সর্বোপরি বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মধ্যে 'অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গা'দের ভয় ধরানো। বিজেপির এই প্রচার কৌশল বাংলায় একপ্রকার অকল্পনীয় কাজটি করে দেখিয়েছে। বাংলা হিন্দু ভোট এবং মুসলমান ভোটে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। ভোটের ফল বলছে, অনেক কেন্দ্রে মুসলিম ভোট কিছুটা বিভক্ত হয়েছে, কিন্তু সে তুলনায় হিন্দু ভোটাররা অনেক বেশি একজোট হয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। অন্তত প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে তেমনটাই মনে হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা। বিজেপির জয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে অবশ্যই বলতে হয় প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার কথা। রাজ্যে ১৫ বছর ধরে সরকার চালানোর দরুণ তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভের জায়গা তৈরি হয়েছিল। রাজ্যে কর্মসংস্থানের সমস্যা। বড় শিল্পের অভাব, নিয়োগ দুর্নীতি, রাস্তাঘাটের অবনতি এসব শাসক শিবিরের বিরুদ্ধে গিয়েছে। তাছাড়া দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার দরুণ স্থানীয় স্তরের তৃণমূল নেতাদের মধ্যে দাদাগিরির মনোভাব তৈরি হয়েছিল। বাড়ছিল তোলাবাজি, কাটমানি, সিন্ডিকেট রাজের অভিযোগ। সেসব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ জমা হচ্ছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপি সেই ক্ষোভকে কাজে লাগাতে নিজেদের উপযুক্ত বিকল্প হিসাবে তুলে ধরেছে।

আগের ভুল থেকে শিক্ষা। ২০২১ সালের প্রচারে যে ভুলগুলি বিজেপি করেছিল, সেগুলির একটিও এবার করেনি। আগের বার প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ, 'দিদি ও দিদি' স্লোগান, ভিনরাজ্যের নেতাদের দাপাদাপি, এসব বাঙালি ভালোভাবে নেয়নি। বস্তুত ২০২১ পর্যন্ত বিজেপির সভা সমিতিতে মূলত ভিনরাজ্যের নেতাদেরই দাপাদাপি দেখা যেত। কৈলাস বিজয়বর্গীয়র মতো ভিনরাজ্যের নেতারা প্রায় নিত্যদিন সংবাদমাধ্যমে মুখ দেখিয়ে বেড়াতেন। তাছাড়া দলের অন্দরে গোষ্ঠীকোন্দল, কামিনিকাঞ্চনের অভিযোগ রীতিমতো জর্জরিত করে রেখেছিল গেরুয়া শিবিরকে। এবার ভোটের অনেক আগে থেকে খোদ অমিত শাহ সেসব নিয়ন্ত্রণ করেছেন। প্রচারে কেন্দ্রীয়ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ না করে তৃণমূলের প্রশাসনিক ব্যর্থতা তুলে আনা বা স্থানীয় স্তরের ইস্যুকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার মতো কৌশল বিজেপির কাজে লেগেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেভাবে চিরাচারিত 'বিরোধিতা'র রাজনীতি করার সুযোগই পাননি। ফলে তিনি বাধ্য হয়ে শত্রু হিসাবে বেছেছেন নির্বাচন কমিশনকে। কিন্তু সেই কৌশল কাজে দেয়নি।

বিজেপির বাঙালিয়ানা। ২০২১ থেকে ২০২৬- এই পাঁচবছর ধরে গেরুয়া শিবির ধীরে ধীরে বহিরাগত তকমা ঝেড়ে ফেলার মরিয়া চেষ্টা করে গিয়েছে। সেই উদ্দেশ্যেই শমীক ভট্টাচার্যের মতো বাঙালি 'ভদ্রলোক'কে রাজ্য সভাপতি করা। জয় শ্রীরামের আগে জয় মা কালী স্লোগান তুলে আনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে ঝালমুড়ি খেয়েছেন, গঙ্গায় হাওয়া খেয়েছেন। বিজেপি প্রার্থীরা মাছ হাতে প্রচারে বেরিয়েছেন। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারাও রাজ্যে এসে মাঝভাত খেয়েছেন। উদ্দেশ্য একটাই, বহিরাগত তকমা ঝেড়ে বাঙালি ভদ্রলোকদের মধ্যে নিজেদের বিকল্প হিসাবে তুলে ধরা। সেটা তারা সফলভাবে করতে পেরেছে। গেরুয়া শিবির এতদিন তৃণমূলের ভাতার রাজনীতি নিয়ে কটাক্ষ করত। কিন্তু এবারে ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে অন্তত বিজেপি তৃণমূলকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। সেটারও প্রভাব পড়েছে ভোটব্যাঙ্কে।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা। বিজেপি স্বীকার করুক না করুক, গেরুয়া শিবিরের এই জয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। এসআইআর-এর জেরে যে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার বাতিল হল, যেভাবে ভোটের ঠিক আগে আগে তৃণমূলের ভোট মেশিনারি কার্যত বিধ্বস্ত করে দেওয়া হল, সেগুলি আখেরে সুবিধা দিয়েছে বিজেপিকে। অন্তত তৃণমূলের তেমনই অভিযোগ। রাজ্যের শাসকদল বলছে, সেই দু'দফা নির্বাচন থেকে শুরু করে ভোটগণনা পর্যন্ত, সর্বস্তরে বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বিজেপি অবশ্য কমিশনের নিরপেক্ষতাকে ধন্য ধন্য করছে। তাছাড়া এসবের বাইরে যে ফ্যাক্টরকে উপেক্ষা করা যায় না, সেটা হল পরিবর্তনের হাওয়া। গোটা রাজ্যে পরিবর্তনের চোরাস্রোত তৈরি হয়েছিল। তথাকথিত ফ্লোটিং ভোটার, তৃণমূলের দাপটে অতিষ্ঠ নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা সেই চোরাস্রতে গা ভাসিয়েছেন। যার অবধারিত ফল বঙ্গে গেরুয়া শিবিরের এই জয়।

কমিশনের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মহুয়া মৈত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ৪ মে ঃ কৃষ্ণনগরে গণনা কেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়ে সোমবার নির্বাচন কমিশনের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তাঁর অভিযোগ, কমিশন ইচ্ছাকৃত ভাবে বহু আসনের ধারা জানাচ্ছে না। কমিশন দেখাতে চাইছে, বিজেপি জিতছে। আসলে বিজেপি কোনও দিনই বাংলায় জিতবে না। সেই সূত্রেই দলের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, কেউ গণনা কেন্দ্র ছাড়বেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই সরকার গড়বে। উল্লেখ্য, এর আগে এদিন ভিডিও বার্তায় মমতাও বলেন, দয়া করে কাউন্টিং এজেন্ট, প্রার্থীরা এলাকা ছেড়ে আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। আমি আগেই বলেছিলাম প্রথম দু তিন রাউন্ডে ওদের গুলো আগে দেখাবে। অনেক জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখেছে। কল্যাণীতে ৭টা মেশিন পাওয়া গেছে , যেখানে কোনও মিল নেই। এসআইআরে ভোট লুঠ করেছে। ৭০-১০০ টা সিটে আমরা এগিয়ে, সেগুলো প্রকাশ করছে না। মিডিয়ায় মিথ্যে খবর খাওয়াচ্ছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে আমাদের পুলিশ। ভয় পাবেন না, মনখারাপের কারন নেই, সূর্যাস্তের পর তৃণমূলই জিতবে। ১৪-১৮ রাউন্ডের পরই আপনারা জিতবেন, আমি পাশে আছি, বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করুন।

রাজীব ভবনকে রঙিন আলো দিয়ে সাজানোর স্বপ্ন অপূর্ণ কংগ্রেসের

গুয়াহাটি, ৪ মে ঃ ভোট গণনার এ পর্যন্ত ফলাফলে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করতে না পারায় গুয়াহাটিতে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর রাজীব ভবন-কে রঙিন আলো দিয়ে সাজানোর স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে গেল কংগ্রেসের।নির্বাচনের ফল অনুকূলে থাকবে, এই আশায় আগে থেকেই রাজীব ভবন সাজানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রবণতা ও ফলাফলে কংগ্রেসের পারফরম্যান্স হতাশাজনক দেখা যাওয়ায় সমস্ত উদযাপনের প্রস্তুতি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।রাজীব ভবন সাজানোর জন্য রঙিন আলো নিয়ে এসেছিলেন লোকজন। কিন্তু কোনও আলো না লাগিয়েই তাঁদের ফিরে যেতে হয়েছে। এতে কংগ্রেস শিবিরে নেমে আসা হতাশার স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে। ভোট গণনার সময় দলীয় নেতা ও কর্মীরাও কোনও উৎসব পালন করেননি এবং পুরো পরিবেশ শান্ত।

উত্তর প্রদেশে ২৪ ঘণ্টায় একাধিক সড়ক দুর্ঘটনা, ১৮ মৃত, আহত ২৭

লখনউ, ৪ মে ঃ গত রবিবার গভীর রাত থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তর প্রদেশের একাধিক জেলায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন ২৭ জন। ঘটনায় রাজ্যজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মৃতদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে আহতদের দ্রুত চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন।রবিবার গভীর রাতে অম্বেডকরনগর জেলার জলালপুর এলাকায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় দুই ভাই-সহ ৮ জনের মৃত্যু হয়।রবিবার গভীর রাতে রায়বেরেলির গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে একটি লোডার ট্র্যাক্টরকে ধাক্কা মারলে ট্র্যাক্টর চালকের মৃত্যু হয় এবং কয়েকজন আহত হন গত।রবিবার

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

কেরলে ইউডিএফের জয়ের ইঙ্গিত, জাদু সংখ্যা ছুঁয়ে আত্মবিশ্বাসী শিবির পরিবর্তনের বার্তা দিলেন শশী থারুর

তিরুঅনন্তপুরম, ৪ মেঃকেরল বিধানসভা নির্বাচনের গণনাপর্বে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে রাজনৈতিক সমীকরণের রূপরেখা। নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ প্রবণতা অনুযায়ী কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ) জাদু সংখ্যার সীমা অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে বলে রাজনৈতিক মহলে তৈরি হয়েছে তীব্র আলো।ন। দীর্ঘদিনের ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টকে টেক্কা দিয়ে ইউডিএফের এই অগ্রগতি রাজ্যের রাজনীতিতে এক নতুন মো। এনে দিয়েছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস শিবিরে দেখা দিয়েছে স্পষ্ট আত্মবিশ্বাস ও উচ্ছ্বাস। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে প্রার্থীরা পর্যন্ত ফলাফল নিয়ে আশাবাদী মনোভাব প্রকাশ করছেন। ইউডিএফের এই অগ্রগতিকে পরিবর্তনের ইঙ্গিত হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতা ও সাংসদ শশী থারুর। তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে কেবল নির্বাচনী জয় নয়, বরং রাজনীতির ধারা বদলের ইঙ্গিতও।শশী থারুর বলেন, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে এবং এই জনসমর্থনই তাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর মতে, দীর্ঘ এক দশক ধরে রাজ্যে যে ধরনের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি গ।ে উঠেছে, তার পরিবর্তন এখন সময়ের দাবি। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, আমরা পরিবর্তনের দল। গত দশ বছরে রাজনীতি যেভাবে পরিচালিত হয়েছে, তা নিয়ে মানুষের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। আমরা সেই ধারাকে বদলাতে চাই। রাজনীতির নতুন ভাষা ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন, এবং সেটাই আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই।নির্বাচনের ফলাফল চূড়ান্ত হওয়ার আগেই ইউডিএফের সম্ভাব্য জয়ের ইঙ্গিত রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা তৈরি করেছে। বিশেষ করে বামফ্রন্টের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত কেরলে এই ধরনের পরিবর্তনকে অনেকেই ঐতিহাসিক মোড় হিসেবে দেখছেন। ভোট গণনার প্রাথমিক ধারা বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জনমত এইবার কিছুটা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়েছে, যার কেন্দ্রে রয়েছে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা, উন্নয়ন ইস্যু এবং শাসনব্যবস্থার প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়া।তবে এই জয়ের সম্ভাবনা নিয়েও এখনও সতর্ক অবস্থান নিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। শশী থারুর এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ কে হবেন, তা নিয়ে এখনই কোনও আলোচনা করতে চায় না দল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রথমে সম্পূর্ণ ফলাফল সামনে আসুক, তারপরই সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।তিনি বলেন, আমরা এখনই মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে কোনও আলোচনা করছি না। ফলাফল আসার পর দলীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রয়োজনীয় বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলার জন্য প্রতিনিধি পাঠাবেন। তাঁদের মতামত শোনা হবে। এরপরই হাইকমান্ড চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। এই বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট যে, ইউডিএফ শিবির এখনই ক্ষমতার ভাগাভাগি বা নেতৃত্ব নির্ধারণ নিয়ে কোনও তাড়াহুড়ো করতে চাইছে না।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কংগ্রেস এই মুহূর্তে কৌশলগতভাবে খুবই সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। একদিকে তারা সম্ভাব্য জয়ের আনন্দ উপভোগ করছে, অন্যদিকে সরকার গঠনের আগে অভ্যন্তরীণ ঐক্য বজায় রাখার ওপর জোর দিচ্ছে। বিশেষ করে কেরলের মতো রাজনৈতিকভাবে সচেতন রাজ্যে নেতৃত্ব নির্বাচন একটি সংবেদনশীল বিষয়, যেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও মতাদর্শের ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।শশী থারুরের বক্তব্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে, যা হলো রাজনৈতিক পরিবর্তনের দর্শন। তিনি শুধু নির্বাচনী জয় নয়, বরং একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, রাজনীতিকে আরও স্বচ্ছ, জনগণমুখী এবং উন্নয়নকেন্দ্রিক করে তোলার সময় এসেছে। এই পরিবর্তন কেবল সরকার পরিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রশাসনিক মানসিকতারও রূপান্তর প্রয়োজন।কেরলের রাজনৈতিক ইতিহাসে ইউডিএফ এবং বামফ্রন্টের মধ্যে ক্ষমতার পালাবদল বহুবার ঘটেছে। তবে এইবারের পরিস্থিতি কিছুটা আলাদা বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। কারণ, বর্তমান ভোটের প্রবণতা শুধু রাজনৈতিক সমীকরণের বদল নয়, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রত্যাশার প্রতিফলন হিসেবেও দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে তরুণ ভোটারদের ভূমিকা এবং শহরাঞ্চলের ভোটিং প্যাটার্ন এই নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।ইউডিএফ শিবিরে এখন একদিকে যেমন উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে তেমনই দায়িত্ববোধও দেখা যাচ্ছে। নেতারা মনে করছেন, সম্ভাব্য এই জয়কে বাস্তব সরকারে রূপান্তরিত করা হলে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করাই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নই পরবর্তী রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তি গ।ড়ে দেয়।শশী থারুরের বক্তব্যে যে নতুন রাজনীতির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তা কেবল কেরল নয়, জাতীয় স্তরেও কংগ্রেসের অবস্থান পুনর্গঠনের একটি প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ধরনের বক্তব্য ভবিষ্যতে দলের নীতি ও কৌশলে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে পারে।এদিকে ফলাফল ঘোষণার দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা রাজ্য। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক কর্মী-সবার মধ্যেই চূ।ান্ত ফলাফলের অপেক্ষা। ভোট গণনার প্রতিটি ধাপই এখন কেরলের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।সব মিলিয়ে কেরলের এই নির্বাচনী পরিস্থিতি একদিকে যেমন ইউডিএফের জন্য আশাব্যঞ্জক, অন্যদিকে তেমনই রাজ্যের রাজনৈতিক ভবিষ্য নিয়ে নতুন আলোচনা ও বিশ্লেষণের দরজা খুলে দিয়েছে। শশী থারুরের বক্তব্যে যেমন পরিবর্তনের বার্তা রয়েছে, তেমনই রয়েছে একটি নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনার ইঙ্গিত, যার পরিণতি নির্ভর করবে চূড়ান্ত ফলাফল এবং পরবর্তী সরকার গঠনের ওপর।

সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, দাবি আগরতলার মেয়রের

আগরতলা, ৪ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলকে সামনে রেখে ওই রাজ্যের ভোটারদের অভিনন্দন জানিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। তিনি বলেন, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছেন।প্রতিক্রিয়ায় মেয়র অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গ স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির সমস্যায় জর্জরিত ছিল। এই প্রেক্ষাপটে তিনি মনে করেন, নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ স্বস্তি ও উন্নয়নের নতুন দিশা দেখতে পাবেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুফল এবার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সরাসরি উপলব্ধি করতে পারবেন।মেয়র আরও জানান, বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং পুদুচেরিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এই ফলাফল দেশের মানুষের মধ্যে বিজেপি-র প্রতি আস্থা বৃদ্ধিরই প্রতিফলন বলে তিনি মন্তব্য করেন।অন্যদিকে, কেরলের ফলাফল প্রসঙ্গে দীপক মজুমদার বলেন, দেশে কমিউনিস্টদের শেষ শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত কেরলেও এবারের নির্বাচনে বাম শিবির বড় ধাক্কা খেয়েছে। তাঁর দাবি, এই ফলাফল দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে একটি বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে।সমগ্র পরিস্থিতি বিচার করে তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভোটের ফলাফল একটাই বার্তা দিচ্ছে-মানুষ উন্নয়ন ও স্বচ্ছ প্রশাসনের পক্ষে রায় দিচ্ছেন।

আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃআজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেন্টকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয়

পশ্চিমবঙ্গে জয় নিয়ে খুশি শিবরাজ সিং চৌহান, দুষলেন তৃণমূলকে

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৪ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গে জয় নিয়ে খুশি প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি দুষলেন তৃণমূলকে। সোমবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, আমি ছোটবেলা থেকেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জন সংঘের সঙ্গে যুক্ত। সবসময় একটাই প্রশ্ন ছিল, বাংলায় কবে সরকার গঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে সেই দীর্ঘদিনের আশা পূরণ হয়েছে। এটা শুধু বাংলার বিজয় নয়। এটা ভারতের বিজয়। বাংলায় যা ঘটছিল তা ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির কারণে। অবৈধ অনুপ্রবেশ বাংলাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। সেখানে নৈরাজ্য ছিল, এবং বাংলার সরকার তৃণমূল তার জন্য দায়ী ছিল।

কেরলম ভোট গণনা ২০২৬ঃওয়ানাড়ে ইউডিএফের দাপট বজায়, তিন আসনেই বড় লিড

ওয়ানাড়, ৪ মে ঃ কেরলম ভোট গণনায় দুপুর ১২টা পর্যন্ত ওয়ানাড় জেলার তিনটি বিধানসভা আসনেই আধিপত্য বজায় রেখেছে কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ।মানন্তবাড়ি আসনে ইউডিএফ প্রার্থী ঊষা বিজয়ন ২ হাজার ৫৩১ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। সুলতান বাথেরিতে আই.সি. বালকৃষ্ণন ৮ হাজার ৪৫৩ ভোটের বড় লিডে রয়েছেন।কালপেট্টায় ইউডিএফ প্রার্থী টি. সিদ্দিক ২৫ হাজার ৪৭১ ভোটের বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন।ওয়ানাড় জেলায় এই একচ্ছত্র লিড ইউডিএফ শিবিরে স্বস্তি বাড়িয়েছে।তবে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, গণনা এখনও চলছে এবং চূড়ান্ত ফলাফলে পরিবর্তন হতে পারে।

দিদি এবার বিশ্রাম নিন, মন্তব্য শমীক ভট্টাচার্যর

কলকাতা, ৪ মে ঃ দিদি এবার বিশ্রাম নিন, ভোটগণনার সকালে বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, সবাই সতর্ক আছে। সব জায়গায় কর্মীরা সতর্ক আছে। আমরা চাই দিদি একটু বিশ্রাম নিন। নির্বাচন এখন শেষ। ফলাফল আসতে চলেছে। উত্থান-পতন থাকবেই। প্রাথমিক প্রবণতাগুলো চলে এসেছে। কারও বিরুদ্ধে কথা বলা বা না বলা, আমাদের সংস্কৃতির বাইরে। আমরা তা করতে পারি না।তিনি আরও বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সংস্কৃতি, তাদের স্বার্থ, তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে রাজনীতি বোঝে, তারা সেই ভাষাতেই কথা বলে। কিন্তু আমরা, আমার দল, যদি কোনও ভুল করে থাকি, কোনও ব্যক্তিগত আক্রমণ করে থাকি, বা সীমা লঙ্ঘন করে থাকি, তার জন্য আমি নির্বাচন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষমা চেয়েছি। আমি আজও ক্ষমা চাই।

হিমাচল ও পঞ্জাবে বৃষ্টি অব্যাহত, দিল্লিতে মনোরম আবহাওয়া

নয়াদিল্লি, ৪ মে ঃ হিমাচল প্রদেশে ফের শুরু হয়েছে বৃষ্টি। বিগত ২৪ ঘণ্টায় এতটাই বৃষ্টি হয়েছে যে, ঠান্ডা আরও বেড়ে গিয়েছে। শিমলা, কাংড়া, মান্ডি প্রভৃতি জেলায় বৃষ্টি হয়। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৭ মে পর্যন্ত বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে হিমাচলে। আগামী ২৪ ঘণ্টার জন্য শিমলা, কুল্লু, কাংড়া, সোলান, মান্ডি এবং সিরমৌর জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।অন্যদিকে, আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পঞ্জাবে আগামী ৮ মে পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ৪-৫ মে পঞ্জাবে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এছাড়াও ৬, ৭ ও ৮ মে পঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে হালকা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন অংশেও থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে, যার ফলে তাপমাত্রা কমছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দিনগুলিতেও এমন পরিস্থিতি বজায় থাকবে। রাজধানী দিল্লিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সৌজন্যে মনোরম হয়ে উঠেছে দিল্লির আবহাওয়া।

এক্সাইড মোড়ের কাছে পেট্রল পাম্পে ভাঙচুরের অভিযোগ

কলকাতা, ৪ মে ঃ এক্সাইড মোড়ের কাছে পেট্রল পাম্পে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। সেখানেই সুব্রত বক্সির সঙ্গে বসেছিলেন বেশ কিছু তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। তবে আচার্য জগদীশচন্দ্র কলেজের বাইরে তৃণমূল-বিজেপির সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে এনেছে পুলিশ।এদিকে, শিলিগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যাম্পের বাইরে মুখোমুখি বিজেপি এবং তৃণমূল। বাইক নিয়ে মিছিল করে যাওয়ার সময় বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা তৃণমূলের ক্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে থাকে। এতে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।অন্যদিকে, বরাহনগরে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা মৌলিকের পার্টি অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। তবে এমন ঘটনাকে তিনি কোনও ভাবে সমর্থন করেন না বলে জানালেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। তিনি বলেন, এটা মমতা বনাম জনতা লড়াই হয়েছে। তাই কোনও ভাবেই জনতা যেন খারাপ না ভাবেন, সেটা দেখতে হবে। আমাদের কর্মীরা যদি কোথাও এমন ভাঙচুর করেন, সেটা অন্যায়। আমি প্রয়োজনে নিজে সেখানে যাব। কারণ প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে তাদের দলীয় কার্যালয় ধর্মীয় স্থানের মতো।

চুরুলিয়ায় তৃণমূল কার্যালয়ে আগুন লাগানোর অভিযোগ

পশ্চিম বর্ধমান, ৪ মে ঃ পশ্চিম বর্ধমানে আসানসোলের চুরুলিয়ায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তৃণমূল চুরুলিয়া অঞ্চল সভাপতি ব্রজনারায়ণ রায় জানান, তাঁদের দলীয় কার্যালয়ে আগুন লাগানো হয়েছে। অভিযোগের আঙুল বিজেপির দিকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।এদিকে, ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের গণনা কেন্দ্রের ভিতরেই বিজেপির এগিয়ে থাকা নিয়ে বীজপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুবোধ অধিকারীর এজেন্টকে আক্রমণ করার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির এজেন্টদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, তাঁকে ছাড়াতে গেলে গণনাকেন্দ্র চত্বরেই বেধড়ক মার খান তৃণমূল প্রার্থী।এও অভিযোগ, বিজেপি এজেন্টদের হাতে হেনস্থা হতে হয় নোয়াপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য ও নৈহাটির সন দে-কে। তৃণাঙ্কুর সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে এলে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপির এজেন্টদের বিরুদ্ধে। তিনি এসে আশ্রয় নেন মিডিয়া সেন্টারে। তৃণাঙ্কুর বলেন, আমাদের বেছে বেছে মারছে। এজেন্টদের মেরে তাড়াচ্ছে বিজেপি। আমরা পুনর্গণনা চাইছি। এর পরে বাইরে বেরবো কী করে সেটাও ভয় পাচ্ছি।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটা মেষের জন্য চ্যালেঞ্জিং হবে। আপনার চারপাশের এনার্জি একটু নেগেটিভ মনে হতে পারে, যার জন্য মানসিক চাপ বাড়তে পারে। এই সময়ে সেই স্ট্রেস স্বীকার করে, নিজের চিন্তাধারাকে পজিটিভ দিকে ঘুরিয়ে নেওয়া দরকার। আপনি ইনসিকিউরিটি আর অস্থিরতা অনুভব করতে পারেন, যা আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতায় প্রভাব ফেলতে পারে। তবে, এটা আবার ' ফেস করার একটা সুযোগও। শুভদিন।
বৃষঃআজকের দিনটা খুবই পজিটিভ আর এনার্জেটিক যাবে। অনেক নতুন আইডিয়া আর প্ল্যান আপনার মাথায় আসবে, যেগুলো আপনি আপনার জীবনে কাজে লাগাতে পারবেন। সন্তান হতে পারে আজ।
মিথুনঃ কিছু পরিবারের কিছু সদস্য তাঁদের ঈর্ষণীয় ব্যবহারের দ্বারা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। কিন্তু আপনার মেজাজ হারানোর প্রয়োজন নেই অন্যথায় পরিস্থিত হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। মনে রাখবেন যা সারানো যায় না তা অবশ্যই সহ্য করে নিতে হয়।
কর্কট রাশি ঃআপনার সন্ধ্যা মিশ্র আবেগ মিশ্রিত হবে যা আপনাকে উত্তেজিত রাখবে। সন্তান হতে পারে
সিংহঃ আজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। আপনার যে কোনও দীর্ঘস্থায়ী রোগ আজ আপনাকে বিরক্ত করতে পারে যার কারণে আপনাকে হাসপাতালে গিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। গৃহ প্রবেশের পক্ষে শুভ দিন। শুভদিন
কন্যাঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য কিছুটা কঠিন আর চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। মঙ্গল আর শনির অবস্থান আপনার জীবনে নানা বাধা তৈরি করতে পারে। আর্থিক উন্নতি
তুলাঃআজ আপনার জন্য খুবই আনন্দের দিন, আজ আপনি নতুন আইডিয়া আর সম্ভাবনার খোঁজে থাকবেন। এটা আপনার জন্য সময়, যখন আপনি আপনার ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন।
বৃশ্চিকঃ আপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে বলেই আজ আপনাকে নিজের অর্থ ব্যয় করতে হবে না। শুভদিন
ধনুঃ আপনার নিজের যত্ন নেওয়ার আকাঙ্খায় অন্যদের প্রয়োজন হস্তক্ষেপ করবে- আপনার অনুভূতিগুলিকে আটকে রাখবেন না এবং আরাম করার জন্য আপনি যা করতে চান সেই সবকিছুই করুন।
মকরঃ আপনি পরিস্থিতি সামলানোর ফলে আপনার উদ্বেগের সৃষ্টি হবে। বিবাহের যোগ হবে।
কুম্ভঃঅফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে
মীনঃকিছু মানুষের মনে হতে পারে যে আপনি নতুন কিছু শেখার পক্ষে বেশিই বয়স্ক- কিন্তু একদমই সত্যি নয়-আপনার প্রখর এবং সক্রিয় মনের কারণে আপনি সহজেই নতুন জিনিস শিখতে পারবেন। শুভদিন

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এখনও ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে ৫০-৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে ঝড় হতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে।সোমবার সকাল থেকেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় রোদের তেজ তেমন নেই। কোথাও কোথাও আকাশ মেঘলা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পুরুলিয়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদে ঝড়ের গতি বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস। জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা।পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলির কিছু জায়গায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বাকি জেলাগুলিতেও কমবেশি ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং উত্তর ২৪ পরগনায় বুধবার পর্যন্ত মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। তার পর থেকে ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ কমতে পারে।।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৮শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫৮ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে না হতে আবহাওয়া সূত্র জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৪০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৫০মিনিট এবং রাত ১২টা ৫৪ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ১০মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে।

শিল্পায়ন না থাকার কারণে কর্মসংস্থানের অভাব চাকরি ক্ষেত্রে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ তৃণমূলের জনভিত্তি টলিয়ে দিয়েছিল

শুভঙ্কর দাস ঃ অবশেষে বঙ্গবিজ? সম্পূর্ণ করল বিজেপি। মূলত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঐকান্তিক চেষ্টায় পূর্ব ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে উদিত হল পদ্মফুল। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েই ক্ষমতা দখল করলো বিজেপি। অন্যদিকে জাতীয় স্তরে বঙ্গ রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রতীক হয়েও ক্ষমতারচ্যুত হতে হলো তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যাযকে। লক্ষ্মী ভাণ্ডার, যুবসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, নির্মল বাংলা সহ একাধিক জনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেও মূলত শিল্পায়ন না থাকার কারণে কর্মসংস্থানের অভাব ও রাজ্য সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির বারংবার অভিযোগ তৃণমূলের জনভিত্তি টলিয়ে দিয়েছিল। প্রশাসনিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি, কয়লা চুরি, বালি চুরি, গরু চুরি সহ দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের আড়াল করার অভিযোগ তৃণমূলের ভাবমূর্তিকে ক্রমাগত ব্যাহত করে গিয়েছে। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের প্রতি দলীয় নেতাদের ঔদ্ধত্য ইভিএমে তৃণমূলকে পেছনের সারিতে করে ছেড়ে দিয়েছে। এই ঔদ্ধত্যের জন্য ক্ষমতারচ্যুত হতে হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারকে। সেখান থেকে কোনো প্রকারের শিক্ষাই নেয়নি তৃণমূল কংগ্রেস। উল্টে সেই ঔদ্ধত্যের স্পর্ধা আরো বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভাষণ দিতে গিয়ে বিরোধীদলকে কার্যত হুমকি দেওয়া মেনে নেয়নি সাধারণ মানুষ। আরজি কর ধর্ষণ কাণ্ডের পরবর্তী সময় যে বিপুল আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তার থেকে তৃণমূল বিরোধী হওয়া বইতে শুরু করে বাংলা জুড়ে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গ এবং রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা গুলোতে দলের সাংগঠনিক ভিত্তি জোরদার করার জন্য কোন

প্রকারের উদ্যোগ নেয়নি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেগুলিকে বিজেপি নিজের রাজনৈতিক গড়ে পরিণত করেছিল। তৃণমূল সুপ্রিমো বিশ্বাস করেছিলেন দুই চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, কলকাতা, হাওড়া এবং হুগলির একাংশ দিয়েই নবান্নের পথে এগিয়ে যাবেন। কিন্তু উক্ত জেলাগুলিতে পদ্মফুল ফুটে গিয়েছে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সমস্ত রকমের রাজনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলা জয় করার জন্য উদ্যত ছিল। কার্যত বাংলায .পড়ে থেকে ভোট প্রক্রিয়া তদারক করে গিয়েছেন অমিত শাহ। বাংলার জনমানসের মধ্যে বিজেপির ভিত গড়ে দেওয়ার জন্য একের পর এক নিরলস জনসভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর পাশাপাশি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রয়য .মন্ত্রিসভার সদস্যদের বঙ্গে আগমন ও প্রচার বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে। অন্যদিকে সংবাদ পরিবেশনকারী বাংলা ইউটিউব চ্যানেলগুলিও তৃণমূল বিরোধী মনোভাব তৈরি করতে বিজেপিকে সাহায্য করেছে। এর পাশাপাশি শমিক ভট্টাচার্যের কৌশলগত পদক্ষেপ বঙ্গ বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্বকে ভুলিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র বারোটি আসন পেয়েছিল বিজেপি। সেখানে তৃণমূল পেয়েছিল ২৯ টি। বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে একটা জিনিস লক্ষ্য করা গিয়েছে তা হল বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে হওয়া লোকসভা নির্বাচনে যে দল এগিয়ে থাকবে সেই ক্ষমতা দখল করবে। ২০০৯ এর লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের থেকে এগিয়েছিল তৃণমূল। তাই তারা ২০১১ তে রাজ্যে ক্ষমতা দখল করতে পেরেছিল। কিন্তু এবার সেই ধারার পরিবর্তন করে দেখিয়েছে বিজেপি। আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগে অর্থাৎ ২০১৬ র বিধানসভা নির্বাচনে যে দল মাত্র তিনটি আসন পেয়েছিল আজ ২০২৬-এ দাঁড়িয়ে সেই দলটি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নবান্ন দখল করল। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিজেপির বঙ্গ জয়ের গাঁথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। যে স্বপ্ন কোন একদিন তপন শিকদার, তথাগত রায়রা দেখেছিলেন তাকেই বাস্তবায়িত হতে দেখে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে।

রেললাইনের আবর্জনা থেকে পরিবেশবান্ধব সফর, পূর্ব রেলের ১০০ বায়ো-টয়লেট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

কলকাতা, ০৪ মেঃ কল্পনা করুন একটি মনোরম সকাল। আপনি আপনার ঘর থেকে সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হয়ে অফিসের জন্য বেরিয়েছেন, মন সতেজ এবং আপনি দিনটি জয়ের জন্য প্রস্তুত। আপনি প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হাঁটছেন, চায়ে চুমুক দিচ্ছেন এবং সকালের হাওয়া উপভোগ করছেন। হঠা, একটি উকট ও দুর্গন্ধ আপনার নাকে এল। আপনার চোখ জ্বালা করে উঠল, আপনি সহজাতভাবেই নাক ঢেকে ফেললেন এবং মুহূর্তের মধ্যে আপনার মেজাজ বিগড়ে গেল। বহু বছর ধরে ভারতীয় রেল ভ্রমণের এটাই ছিল রূঢ় বাস্তবতা-ট্র্যাকের ওপর সরাসরি বর্জ্য ত্যাগের দৃশ্য এবং গন্ধ স্টেশনগুলিকে অস্বাস্থ্যকর এবং পরিবেশকে দূষিত করে তুলত। কিন্তু সেই দিনগুলি এখন অতীত। পূর্ব রেল অত্যন্ত গর্বের সাথে ঘোষণা করছে যে, ২০২০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই তারা তাদের সমস্ত এক্সপ্রেস ট্রেনের প্রতিটি কোচে ১০০ বায়ো-টয়লেট স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করেছে। বায়ো-টয়লেট প্রবর্তনের আগে, ট্রেনের বর্জ্য সরাসরি রেললাইনের ওপর পড়ত। এটি কেবল স্টেশনের স্বাস্থ্যবিধি নষ্ট করত না, বরং ইস্পাতের রেলের ক্ষয় ঘটিয়ে সেগুলির আয়ু কমিয়ে দিত, যার ফলে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য করদাতার ওপর বাড়তি খরচের বোঝা চাপত। এই পরিবর্তনের নেপথ্যে রয়েছে বায়ো-টয়লেটের অভিনব কার্যপদ্ধতি। গতানুগতিক টয়লেটের বদলে এই ইউনিটগুলিতে একটি বহু-স্তরীয় ট্যাঙ্ক থাকে যাতে বিশেষ এক ধরণের অ্যানারোবিক (অবায়ুজীবী) ব্যাকটেরিয়া থাকে। যখন বর্জ্য ট্যাঙ্কে প্রবেশ করে, এই ব্যাকটেরিয়াগুলি প্রাকৃতিক গাঁজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জৈব পদার্থকে ভেঙে ফেলে। এই জৈবিক বিক্রিয়া মানব বর্জ্যকে জল এবং মিথেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো ক্ষতিকারকহীন গ্যাসে রূপান্তরিত করে। অবশিষ্ট

জলকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য ক্লোরিন মেশানো হয় এবং তারপর তা নির্গত করা হয়, যার ফলে রেললাইন থাকে পরিষ্কার, শুকনো এবং দুর্গন্ধমুক্ত। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেউস্কর-এর দূরদর্শী নেতৃত্বে এই জোন একটি সম্পূর্ণ সবুজ রূপান্তর-এর মধ্য দিয়ে গিয়েছে। বাযো.-টয়লেটে পরিবর্তনের অর্থ হল বর্জ্য ট্র্যাকে না পড়ে এই জৈবিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কার্যকরভাবে শোধিত হয়। শ্রী মিলিন্দ দেউস্কর জানিয়েছেন যে, স্বচ্ছ ভারত মিশনের প্রতি তাঁদের প্রতিশ্রুতি অটল। তিনি উল্লেখ করেন যে, ১০০ বায়ো-টয়লেটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে তাঁরা কেবল যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যই বৃদ্ধি করেননি, বরং যাত্রীদের স্বাস্থ্যবিধির উপহার হিসেবে স্টেশনগুলিকে পরিষ্কার এবং রেললাইনগুলিকে সুরক্ষিত রাখা নিশ্চিত করেছেন। হাজার হাজার কোচে এই বিশাল পরিবর্তনের কাজ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়েছে প্রিন্সিপাল চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রী পরমানন্দ শর্মা-র তত্ত্বাবধানে। এই প্রযুক্তিগত রূপান্তর যাতে নির্বিঘ্নে হয় তা নিশ্চিত করতে তাঁর অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই মিশন কেবল যাত্রীবাহী কোচে সীমাবদ্ধ থাকেনি পূর্ব রেল গার্ড ক্যাবগুলিতেও ১০০ বায়ো-টয়লেট স্থাপন সম্পন্ন করেছে, যাতে রেলকর্মীরাও যাত্রীদের মতো সমান মর্যাদা এবং স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে ভ্রমণ করতে পারেন। পুরানো সরাসরি বর্জ্য নির্গমন ব্যবস্থার সবচেযে .বড় অভিযোগ ছিল যে, ট্রেন যখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকত তখন টয়লেট ব্যবহার করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। আজ সেই বাধ্যবাধকতা আর নেই। যেহেতু এই ব্যবস্থাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পরিবেশবান্ধব, তাই যাত্রীরা ট্রেন স্টেশনে দাঁ।য়িে থাকা অবস্থাতেও যে কোনও সময় বায়ো-টয়লেট ব্যবহার করতে পারেন। এটি লক্ষ লক্ষ মানুষের রেল ভ্রমণের সুবিধাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলেছে। এই পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাকে সচল রাখতে পূর্ব রেল যাত্রীদের কাছে কিছু সহজ পদক্ষেপ অনুসরণের অনুরোধ জানিয়েছে। ব্যাকটেরিয়াগুলিকে সক্রিয় রাখতে প্রতিবার ব্যবহারের পর ফ্লাশ করা এবং যে কোনও শুকনো বর্জ্যের জন্য টয়লেটে রাখা ডাস্টবিন ব্যবহার করা অপরিহার্য। অন্যদিকে, যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন প্লাস্টিকের বোতল, চায়ের কাপ, ন্যাপকিন, সিগারেটের টুকরো বা গুটখার প্যাকেট টয়লেটের প্যানে না ফেলেন, কারণ এই জিনিসগুলি ব্যবস্থাটিকে অবরুদ্ধ করতে পারে এবং উপকারী ব্যাকটেরিয়াগুলিকে মেরে ফেলতে পারে। টেকসই পরিবহনের ক্ষেত্রে পূর্ব রেল অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে, যা প্রমাণ করে যে গন্তব্যের মতো যাত্রাপথও সমানভাবে পরিচ্ছন্ন হতে পারে। পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার শ্রী শিবরাম মাঝি যোগ করেছেন যে, তাঁরা চান যাত্রীরা প্ল্যাটফর্মে পা রাখা মাত্রই এই পরিবর্তন অনুভব করুন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ট্র্যাকের ধারের বর্জ্য নির্মূল করা রেল এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত জয়। তিনি একটি সবুজ আগামীর জন্য এই পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বারাকপুরে ভোটগণনার উত্তেজনা, কাদা,চটি ও ‘চোর স্লোগানের মুখে রাজ চক্রবর্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা,রারাকপুর, ৪ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহে চূ।ান্ত উত্তেজনার মধ্যে বারাকপুরে ভোটগণনা ঘিরে তৈরি হল নাটকীয় পরিস্থিতি। গণনার প্রবণতা স্পষ্ট হওয়ার পর গণনাকেন্দ্র ছাড়তে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রাজ চক্রবর্তী। তাঁর উদ্দেশে ওঠে ‘চোর চোর’ স্লোগান, এমনকি অভিযোগ-তাঁকে লক্ষ্য করে কাদা ও চটি ছোড়া হয়। যদিও পুরো পরিস্থিতিতে নিজেকে সংযত রেখে হাসিমুখেই কেন্দ্র ত্যাগ করতে দেখা যায় তাঁকে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন সকাল থেকেই বারাকপুর কেন্দ্রে টানটান উত্তেজনা ছিল। শুরু থেকেই গণনার ট্রেন্ডে পিছিয়ে ছিলেন রাজ। একের পর এক রাউন্ডের শেষে ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে থাকে। সপ্তম রাউন্ডের পর দেখা যায়, বিজেপি প্রার্থী কৌস্তভ বাগচী-র থেকে প্রায় ৯,৫৮২ ভোটে পিছিয়ে রয়েছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে ফলাফল অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তারপরই গণনাকেন্দ্র ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন রাজ। গণনাকেন্দ্র থেকে বেরোনোর সময় পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, রাজকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া হয়। অভিযোগ উঠেছে, সেই সময় ভি।রে মধ্য থেকে তাঁর দিকে কাদা ছোড়া হয়, এমনকি চটি নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটে। যদিও নিরাপত্তারক্ষী, পুলিশ এবং তৃণমূলের কর্মীরা তাঁকে ঘিরে দ্রুত নিরাপদে বাইরে নিয়ে যান। এই পুরো ঘটনাপ্রবাহের একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে দিয়ে রাজকে বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং চারপাশে উত্তেজিত জনতার চিকার শোনা যাচ্ছে। তবুও মুখে কোনও বিরক্তি বা প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে শান্তভাবেই পরিস্থিতি সামাল দেন তিনি। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলেও এ বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করতে চাননি রাজ, যা তাঁর সংযমী মনোভাবেরই ইঙ্গিত দেয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, রাজ চক্রবর্তী শুধু একজন রাজনীতিক নন, তিনি টলিউডের একজন

জনপ্রিয় পরিচালক হিসেবেও পরিচিত। ২০২১ সালে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস-এ যোগ দেন এবং একই বছর বারাকপুর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করেন। সেই ধারাবাহিকতায় ২০২৬ সালেও দল তাঁর ওপর আস্থা রাখে। তবে এবারের নির্বাচনে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছে। রাজ্যের সামগ্রিক রাজনৈতিক চিত্রও এই ঘটনার প্রেক্ষাপটকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী, ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল আসনে এগিয়ে রয়েছে এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পথে। প্রায় ২০০টি আসনে এগিয়ে থাকার প্রবণতা রাজ্যের ক্ষমতার পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ফলে দীর্ঘ ১৫ বছরের শাসনের পর তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষমতা হারানোর সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। এই রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। একাধিক জায়গা থেকে দলীয় কার্যালয় দখল, ভাঙচুর বা অগ্নিসংযোগের মতো অভিযোগ উঠছে। রাজনৈতিক সংঘর্ষের এই পরিবেশে নেতাদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। শুধু বারাকপুর নয়, অন্যত্রও একই ধরনের উত্তেজনার ছবি সামনে এসেছে। কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া-র গাড়ি লক্ষ্য করে জুতো ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে। আবার কলকাতার হেস্টিংস এলাকায় গণনাকেনেন্দ্র পৌঁছালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-কেও বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। সেখানেও ‘চোর চোর’ স্লোগান শোনা যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, নির্বাচনের ফলাফল ঘিরে এই ধরনের উত্তেজনা নতুন কিছু নয়, তবে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু তা যেন সহিংসতায় রূপ না নেয়, সে বিষয়ে প্রশাসনের কঠোর নজরদারি প্রয়োজন। বারাকপুরের ঘটনাটি তাই শুধুমাত্র একটি নির্বাচনী পরাজয়ের গল্প নয়, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি। যেখানে একদিকে ক্ষমতার পালাবদলের ইঙ্গিত, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের আবেগ, ক্ষোভ ও প্রত্যাশার বহিঃপ্রকাশ। সব মিলিয়ে, রাজ চক্রবর্তী-র সংযত আচরণ এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে একটি আলাদা বার্তা দেয়। রাজনৈতিক চাপ ও জনরোষের মাঝেও ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার এই মনোভাব অনেকের কাছেই প্রশংসনীয় হয়ে উঠেছে। এখন দেখার বিষয়, চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার পর রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় .নেয় এবং এই উত্তেজনা কত দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আপাতত বারাকপুরের এই ঘটনা ২০২৬-এর নির্বাচনী নাটকের অন্যতম আলোচিত অধ্যায় হয়ে থাকল।

হাওড়ায় বিজেপি কর্মীদের মোটরবাইক মিছিল

হাওড়া, ৪ মে (হি.স.)ঃ হাওড়ার একাধিক আসনে পদ্মফোটার সম্ভাবনা তৈরি হওয়ার পরেই গেরুয়া আবির আর ঢাক ঢোল, নাচে গানে মেতে ওঠে হাও।ার পথঘাট। বেরোলো বিজেপি কর্মীদের মোটরবাইক মিছিল। হাও।ার যে তিনটি কেন্দ্রে গণনা চলছে, সেগুলির সামনে সোমবার দুপুরে বিজেপি কর্মীদের উল্লাসে ফেটে প।তে দেখা যায়। এখনও পর্যন্ত হাওড়া সদরের বালি বিধানসভা, উত্তর হাওড়া আর শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন। এদিকে, কলকাতার রাস্তায় দফায় দফায় বিজেপি সমর্থকদের মোটরবাইক বাহিনীর টহল চোখে পড়েছে। রবীন্দ্র সরণিতে আবার জোর করে গেরুয়া রং মাখানোর অভিযোগ করেন এক বৃদ্ধ। মুরলীধর সেন লেনে রাজ্য বিজেপি অফিসের সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনী দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রতিহিংসামূলক আচরণ করা যাবে না ঃ অর্জুন সিং

কলকাতা, ৪ মে (হি.স.)ঃ প্রতিহিংসামূলক আচরণ করা যাবে না বলে সোমবার বার্তা দিলেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তিনি এদিন সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সমস্ত বিজেপি কর্মী ও সমর্থকবৃন্দের কাছে অনুরোধ, তৃণমূলের কোনো নেতা, কর্মী, সমর্থকদের বা সাধারণ নাগরিকদের প্রতি কোনো প্রতিহিংসা মূলক আচরণ করা যাবে না। বিরোধী সমর্থকদের বাড়ি, দোকানে হামলা বা শারীরিক ভাবে হেনস্থা বিজেপির পার্টি লাইনের পরিপন্থী। নিজেদের সংযত রাখুন এবং আইনের শাসনের প্রতি বিশ্বাস রাখুন। রাজ্যের জনগণ আমাদেরকে বিপুল সমর্থন দিযে. সরকারে এনেছে। আমাদের প্রত্যেকের দাযিত্ব যে মানুষের এই সমর্থন, এই ভালোবাসাকে পাথেয. করে আমাদের রাজ্যকে রাজনৈতিক হিংসা থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং রাজ্যের উন্নয়নের জন্য সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আরো একবার আপনাদেরকে প্রত্যেকজনকে অনুরোধ করছি যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন খারাপ ব্যবহার করবেন না।

ভোট-পরবর্তী হিংসা নয়, বার্তা সিপিএমের

কলকাতা, ৪ মে (হি.স.) ঃভোট-পরবর্তী হিংসা যাতে না হয়, সেই বার্তা দিল সিপিএম। সেই সঙ্গে তারা মনে করিয়ে দিয়েছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় নাম বাদ যাওয়ার প্রসঙ্গও। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, এসআইআরের ফলে বহু মানুষ ভোট দিতে পারেননি। যাঁরা ভোট দিতে পেরেছেন, তাঁরা রায় দিয়েছেন। সেটা কারও পছন্দ বা অপছন্দ হতে পারে। কিন্তু এই রায় মেনে নেওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। এর পরেই গত নানা ভোটের পরে হিংসার প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দিয়ে সুজনের সংযোজন, ২০১১ সালে বিরোধীদের উপরে আক্রমণ চালানো হয়েছিল। তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গী শুভেন্দু অধিকারী। একই ভাবে ২০২১-এর পরেও আক্রমণ হয়েছিল। বন্ধ হোক নোংরা রাজনীতি। আর এই দায়িত্ব শাসক, বিরোধী-সহ সবাইকে নিতে হবে।

কলকাতা মেট্রোয় বিপ্লবের পথে বড় পদক্ষেপ, ব্লু লাইনে আড়াই মিনিট অন্তর ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা

৪ মে ঃকলকাতার নিত্যযাত্রীদের জন্য ব। সুখবর। শহরের ব্যস্ততম গণপরিবহন ব্যবস্থাগুলির অন্যতম কলকাতা মেট্রো-র ব্লু লাইনে (উত্তর-দক্ষিণ করিডর) শিগগিরই ট্রেনের ব্যবধান উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে চলেছে। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রক পরিকল্পনা নিয়েছে, পিক আওয়ারে দুই মেট্রোর মধ্যে ব্যবধান নামিয়ে আনা হবে মাত্র আড়াই মিনিটে। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যেই ব্যাপক পরিকাঠামোগত উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে কলকাতা মেট্রো-র ব্লু লাইনে ব্যস্ত সময়ে দুই ট্রেনের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ৫ মিনিট। অফ-পিক সময়ে তা ৭ মিনিট থেকে ১০ মিনিট পর্যন্ত গড়ায়। ফলে যাত্রীদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়, বিশেষ করে অফিস টাইমে ভিড় চরমে ওঠে। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে এবং ক্রমবর্ধমান যাত্রী চাহিদা সামাল দিতে রেলমন্ত্রক বড়সড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ (শহিদ ক্ষুদিরাম) পর্যন্ত বিস্তৃত ব্লু লাইনের বহনক্ষমতা বাড়ানো। সেই উদ্দেশ্যে ৬৭১ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বিপুল অর্থ ব্যয় করা হবে মূলত বিদ্যু সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, ট্র্যাকশন সিস্টেম উন্নয়ন এবং অতিরিক্ত সাবস্টেশন নির্মাণে। রেল সূত্রে জানা গেছে, নতুন পরিকল্পনার আওতায় সাতটি আধুনিক ট্র্যাকশন সাবস্টেশন তৈরি করা হবে। পাশাপাশি অক্সিলিয়ারি সাবস্টেশনও গড়ে তোলা হবে, যা মেট্রোর বিদ্যু সরবরাহকে আরও স্থিতিশীল ও নিরবচ্ছিন্ন করবে। এই উন্নয়নগুলি সম্পূর্ণ হলে ট্রেন চলাচলের ফ্রিকোয়েন্সি বা।ানো সম্ভব হবে এবং আড়াই মিনিট অন্তর পরিষেবা দেওয়া বাস্তবসম্মত হয়ে উঠবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এত ঘন ঘন ট্রেন চালানোর জন্য শুধু ট্রেনের সংখ্যা বা।ালেই হয় না, প্রয়োজন অত্যন্ত শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ এবং সিগন্যালিং ব্যবস্থা। তাই এই প্রকল্পে বিদ্যু অবকাঠামো উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ সরবরাহের দক্ষতা বাড়ানো হলে ট্রেন চলাচলে বিলম্ব কমবে এবং পরিষেবা আরও মসৃণ হবে। রেলমন্ত্রক জানিয়েছে, শুধু ব্লু লাইন নয়, ভবিষ্যতে কলকাতার অন্যান্য মেট্রো করিডরগুলিতেও একই ধরনের উন্নয়ন করা হবে। লক্ষ্য একটাই-পুরো শহরে দ্রুত, নির্ভরযোগ্য এবং ঘনঘন মেট্রো

পরিষেবা নিশ্চিত করা। উল্লেখযোগ্যভাবে, কলকাতার পরিবহন ব্যবস্থায় মেট্রোর গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। সড়কপথে যানজট বৃদ্ধি, দূষণ এবং সময় অপচয়ের কারণে ক্রমশ বেশি মানুষ মেট্রোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছেন। এই পরিস্থিতিতে যাত্রীসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, যা বর্তমান অবকাঠামোর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। সেই চাপ কমাতেই এই নতুন উদ্যোগ। তবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ নয়। কারণ কলকাতা মেট্রো ভারতের প্রাচীনতম মেট্রো রেল ব্যবস্থা, যার অনেক অংশই বহু বছর আগে নির্মিত। ফলে আধুনিক চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে সময় ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রয়োজন। রেলমন্ত্রক জানিয়েছে, ধাপে ধাপে এই উন্নয়ন করা হবে যাতে পরিষেবা ব্যাহত না হয়। এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক রেল অবকাঠামো উন্নয়নের দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। রেলসেতুগুলির শক্তি ও স্থায়িত্ব বাড়াতে নেওয়া হয়েছে একাধিক প্রকল্প। এই খাতে মোট ৮৯৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের South Eastern Railway-এর আদ্রা ডিভিশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরনো সেতু পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মধুকুণ্ড-দামোদর সেকশনের ৫২০ নম্বর সেতু, যা সাধারণভাবে দামোদর সেতু নামে পরিচিত, সেটি পুনর্গঠনের জন্য ২২৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় শুধু সেতু নির্মাণই নয়, সংশ্লিষ্ট রেল ইয়ার্ড পুনর্গঠন, সংযোগকারী স।ক নির্মাণ এবং অন্যান্য সহায়ক পরিকাঠামো উন্নয়নও করা হবে। ফলে এই অঞ্চলে রেল চলাচল আরও নিরাপদ ও দ্রুত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের রেল পরিকাঠামো উন্নয়নের এই উদ্যোগকে একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের উন্নয়ন শহরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল করবে এবং যাত্রীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে। নিত্যযাত্রীদের কাছে সবচেয়ে বড় স্বস্তির খবর হলো-যদি পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে আর দীর্ঘক্ষণ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। আড়াই মিনিট অন্তর মেট্রো পাওয়া গেলে যাতায়াত অনেক বেশি সহজ, দ্রুত এবং আরামদায়ক হয়ে উঠবে। এখন দেখার বিষয়, কবে নাগাদ এই প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয় এবং কলকাতাবাসী বাস্তবে এই সুবিধা উপভোগ করতে পারেন। তবে ইতিমধ্যেই এই ঘোষণায় শহরজুড়ে আশার সঞ্চার হয়েছে।

বিকেল পর্যন্ত গণনা চলছে, হাওড়াতেও ভালো ফল বিজেপির, শহর জুড়ে কর্মীদের উচ্ছ্বাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া,৪ মে ঃ সারা বাংলার পাশাপাশি হাওড়াতেও বিজেপি ভালো ফলের অপেক্ষায়। বালি, উত্তর হাওড়া, শিবপুর, জগবল্লভপুর, উদয়নারায়ণপুর, আমতা সহ অনেক আসনেই এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। বিকেল চারটে পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী হাওড়া জেলার ১৬টি আসনের মধ্যে নয়টি আসনে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বাকি ৭টি আসনে এগিয়ে রয়েছেন বিজেপির প্রার্থীরা। সময় যত এগোচ্ছে ততই বিজেপি কর্মীদের উচ্ছ্বাসের ছবি চোখে পড়ছে। হাওড়া জেলা সদর বিজেপির সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য বলেন, বাংলায় বিজেপির এই জয়ের মাধ্যমে স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হল। এর আগে সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল বাঙালিদের উপর অত্যাচার চালিয়ে গেছে। ৪মে বাঙালিদের পুনর্জন্ম হচ্ছে। এটা ইতিহাস সাক্ষী থাকবে। বিজেপির হাত ধরেই বাংলার উন্নয়ন আসবে। যেটা অন্য রাজ্য তথা সারা ভারত চেয়ে চেয়ে দেখবে। এতদিন এখানকার মানুষ অন্য রাজ্যে পরিবার নিয়ে চলে যেত রুজি-রুটির টানে। বিজেপি এলে তারা এখানে কাজ পাবে। তৃণমূলের অত্যাচারের থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল মানুষজন। এর জন্য বার্তা দিয়েছেন তাঁরা। মানুষ আমাদের বিশ্বাস করেছেন। তৃণমূলের অত্যাচারের জবাব মানুষ দিয়েছেন। এদিনের রেজাল্ট তার প্রমাণ। নিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, ১৯ রাউন্ডের ভোট গণনায় ১৬ রাউন্ড অতিকান্ত হয়েছে। তার মধ্যে

শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষ প্রায় ১৬ হাজার ভোটে আমাকে এগিয়ে রেখেছেন। পশ্চিমবঙ্গে যে ট্রেন্ডস রয়েছে সেই মতোই হাওড়ায় মানুষ ভোট দিয়েছেন। মানুষ চেয়েছেন পরিবর্তন আনতে। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন এটা তাঁদের বাঁচা মরার লড়াই, ভবিষ্যতের লড়াই। এই ভবিষ্যতের লক্ষ্যেই বিজেপির উপর আস্থা রাখছেন। এদিনের নির্বাচনের ট্রেন্ডস থেকে তাই মনে হচ্ছে। শুধু শিবপুরের মানুষ নয় সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের উপর। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা না মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন না চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করে দেখিয়েছেন। শুধু মানুষকে নয় তৃণমূলের নেতারা কর্মীদেরকেও আঘাত করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ সচেতন। প্রমাণ করলেন তাঁরা বিকিয়ে যাওয়ার নন। সুন্দর পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলার জন্য এই সরকার মানুষের অধিকারের, ভবিষ্যতের সরকার। তাই মানুষ বিকল্প সরকার হিসেবে মানুষ বিজেপিকেই বেছে নিয়েছেন। বিজেপির সমর্থক ইন্দ্রানী চক্রবর্তী বলেন, আমরা ভালো ভোটে জিতছি এবং এখান থেকে তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করব। কিভাবে আমরা প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে খেটেছি আমাদের আশা জিতব। আমরা সকলেই মানুষের পাশে আছি থাকব। আমরা চাকরি দেব। মহিলাদের সুরক্ষা দেব। সবসময় পাশে থাকব। অভয়া-কাণ্ডের ফল পেল তৃণমূল।

ক্যানিং পূর্বে ভোটগণনায় ‘কারচুপি’ দাবি তুলে বিক্ষোভে আইএসএফ-বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৪ মে ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেঁন্দ্রে ভোটগণনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। গণনায় কারচুপি ও ইভিএম বদলের অভিযোগ তুলে রাস্তায় নেমেছেন বিরোধী প্রার্থীরা। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, গণনাকেন্দ্রের ভিতরে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে লাঠিচার্জ করতে হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় আহত হয়েছেন একাধিক কর্মী, যা গোটা এলাকায় রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও বা।ায়িে তুলেছে। আইএসএফ প্রার্থী আরাবুল ইসলাম এবং বিজেপি প্রার্থী অসীম সানপুই যৌথভাবে অভিযোগ তুলেছেন যে ভোটগণনায় ব্যাপক কারচুপি হয়েছে। তাঁদের দাবি, ইভিএমে গড়মিল এবং প্রশাসনিক স্তরে পক্ষপাতিত্বের মাধ্যমে ফলাফল প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছে। এই অভিযোগ সামনে আসতেই গণনাকেন্দ্রের বাইরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁদের সমর্থকরা।সূত্রের খবর, গণনার একাধিক রাউন্ডের পর দেখা যায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মহম্মদ বাহারুল ইসলাম প্রায় ১৬ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন আরাবুল ইসলাম এবং তৃতীয় স্থানে বিজেপির অসীম সানপুই। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, তখন পর্যন্ত প্রায় ১০ রাউন্ড গণনা সম্পন্ন হয়েছিল। এই ফলাফলের প্রবণতা প্রকাশ্যে আসার পরই বিরোধী প্রার্থীদের ক্ষোভ চরমে ওঠে। তাঁদের অভিযোগ, কিছু বুথে আইএসএফ কোনও বুথ এজেন্ট না দিলেও সেই বুথে তাঁদের দলের নামে সই করা হয়েছে, যা স্পষ্ট জালিয়াতির ইঙ্গিত দেয়। আরাবুল ইসলাম সরাসরি অভিযোগ করে বলেন, আমাদের অজান্তেই আমাদের নামে সই করা হয়েছে। এটা কীভাবে সম্ভব? এটা পরিষ্কার কারচুপি। তিনি আরও দাবি করেন, গণনাকেঁন্দ্রের ভিতরে তাঁদের এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, আমাদের মারধর করা হয়েছে, ভয় দেখানো হয়েছে। আমরা এই ফলাফল মানছি না। পুনর্নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৫৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২১ বৈশাখ, ১৪৩৩

জনদরদী বিকাশ রায়

ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক, সম্পাদকের উপর কিছুটা রেগেই অভিনেতা বিকাশ রায় প্রশ্নের সুরে নিষিদ্ধ পল্লী সম্পর্কে বলেছিলেন ,ও পাড়াটা কি অপরাধ করেছে। মা লক্ষ্মীরা থাকেন বলে। তা ওরা তো মানুষ। ওদেরও হৃদয় বলে একটা বস্তু আছে। হঠাৎ কেন তিনি নিষিদ্ধ পল্লীর কথা বললেন! ১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গের দুটি জেলায় প্রচণ্ড বন্যা হয়। শয়ে শয়ে ঘরবাড়ি ভেসে যায় । বন্যার্ত মানুষের সাহায্যের জন্য সাধারণ মানুষের সাথে চলচ্চিত্র জগতও ঝাঁপিয়ে পড়ে। কলকাতার রাজপথে মিছিল করে তারা বন্যাত্রাণের অর্থ সংগ্রহ করেছেন। সেদিন মিছিলের রুট, দেশবন্ধু পার্ক থেকে শুরু হয়ে বেশ কয়েকটি এলাকা হয়ে বিডন স্ট্রীটে শেষ। গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে এসে অভিনেতা বিকাশ রায় বললেন ও পাড়াটা কেন বাদ যায়! আসলে এলাকাটা হল সোনাগাছির নিষিদ্ধ পল্লী। কেউ সেখানে যেতে রাজি হলেন না। বিকাশ একটু অসন্তুষ্ট হয়েই ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক কে বলেছিলেন কেন,ও পাড়াটা কি অপরাধ করেছে। মা লক্ষ্মীরা থাকেন বলে। তা ওরা তো মানুষ। ওদেরও হৃদয় বলে একটা বস্তু আছে। তিনি কারও ভরসায় না থেকে প্রোডাকশান ডিপার্টমেন্টের একজনকে সঙ্গে নিয়ে সোনাগাছির নিষিদ্ধ পল্লী থেকে বন্যাত্রাণে বেশ ভাল অঙ্কের অর্থসাহায্য নিয়ে বের হয়ে এলেন। নিষিদ্ধ পল্লীর রমনীরা সেদিন বিকাশ রায়ের পায়ে টপটপ করে প্রণাম করছেন। পল্লীর রমনীরা আক্ষেপ করেছিলেন উত্তমকুমার কি একবার আসবেন না তাদের পাড়ায়। অভিনেতা বিকাশ রায়ের কথা আলোচনা হলে অবধারিত ভাবে চলে আসবে হেমেন গুপ্তের 'বেয়াল্লিশ'। ভিলেন,অত্যাচারী পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় কার্যত কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। ভিলেন চরিত্রে অভিনয় করেও বিকাশ রায়ের সুখ্যাতির প্লাবন বাংলা চলচ্চিত্রে খুব কম অভিনেতার ভাগ্যে জুটেছে। 'বেয়াল্লিশ' মুক্তির আগেই দর্শকরা তাঁর অভিনয় প্রতিভার ঝলকে দেখেছেন 'রত্নদীপ' ও ' জিঘাংসা' ছবিতে। বিশেষত অজয় করের 'জিঘাংসায়' পাগল প্রফেসর হিসেবে এক হত্যাকারীকে পর্দায় কি অসাধারণ ভাবে রূপায়ণ করেছেন। 'উত্তরফাধনী' ও 'কাঁচ কাটা হীরে' ছবিতে অভিনয়ের জন্য বিকাশ রায় বি এফ জে এ পুরস্কার পেলেও তাঁর নিজের রাতের ঘুম কেড়েছিল 'আরোগ্যনিকেতন' ছবির জীবনমশাইয়ের চরিত্র। ডায়নামিক কারেক্টর। খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন এমন বহুমুখী চরিত্রের অভিনয় করতে পেরে। একসময় নাটক করেছেন। কিন্তু প্রথম জীবনে মেধাবী বিকাশের ইচ্ছা ছিল সাহিত্যিক হবেন।ম্যাট্রিকে বাংলায় লেটার ও স্বর্ণপদক নিয়ে পাশ বিকাশ। পড়তে গেলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর এলাকায় বড় হয়েছেন। পড়তেন মিত্র ইনস্টিটিউশনে। ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ায় খুব মেধাবী। তাঁর সাহেবী কেতায় ইংরেজি উচ্চারণ যারা শুনেছেন তাদের বোঝানো মুশকিল তিনি ইংরেজি মিডিয়ামের ছাত্র নন। ইংরেজি উচ্চারণটা আয়ত্ত করেছিলেন হলিউডের ছবি দেখে। একসময় ভেবেছিলেন উকিল হবেন। বি এ পাশ করার পরে ১৯৪১ সালে ল'পাশ করলেন। আলিপুর কোর্টে যাতয়াত শুরু করে দিয়েছিলেন।তবে শেষ পর্যন্ত বিকাশ রায় সাহিত্যিক বা আইনজীবী না হয়ে হয়েছিলেন সফল অভিনেতা,চিত্র প্রযোজক, পরিচালক। কিছুদিন কাজ করেছেন অলইন্ডিয়া রেডিওর স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে।

বিপ্লবী সুধীর কুমার

অগ্নিযুগের সেই গোপন অধ্যায়; যেখানে ইতিহাস লেখা হয়েছে ছায়ার আড়ালে, নামহীন যন্ত্রণা, নিঃশব্দ ত্যাগ আর অবিচল সংকল্পে; সেই অন্ধকারেরই এক অদম্য যোদ্ধা; সুধীর কুমার সরকার। ১৮৮৯ সালে খুলনা-য় জন্ম তাঁর। খুলনা জেলা স্কুলে পড়াশোনা;কিন্তু পড়াশোনার গণ্ডি তাঁর জন্য ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার, আর পরীক্ষায় ব্যর্থতা, এই দুইয়ের টানে মাত্র ১৬ বছর বয়সেই ছেড়ে দিলেন স্কুল। পিতা চেয়েছিলেন; তিনি পড়াশোনা করে বড় হোন, চাকরি করুন। কিন্তু সুধীরের স্বপ্ন আলাদা; দেশের জন্য কিছু করা। কলকাতায় এসে যোগসূত্র গড়ে ওঠে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ-এর সঙ্গে। যুগান্তর অফিস;৪১ চাপাতলা লেন; সেখানেই শুরু তাঁর বিপ্লবী জীবন। যোগ দেন যুগান্তর-এ। পত্রিকা প্রকাশ, গোপন কাজ; সবকিছুতেই নিজেকে উজাড় করে দেন। তিনি ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ-এর দেহরক্ষী। শুধু রক্ষী নন; ছিলেন একজন বিশ্বস্ত সহচর। অরবিন্দের কাছেই শেখেন ইংরেজি, পরে শেখেন ফরাসি ভাষাও, দু'জনের পরিবারের মধ্যেও ছিল গভীর সম্পর্ক; তাঁদের পিতারাও ছিলেন সহপাঠী। ১৯০৮; ভারতীয় বিপ্লবের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়; আলিপুর বোমা মামলা। মাত্র ১৮ বছর বয়সে ম্যাজিস্ট্রেট এল. বার্লির সামনে সুধীর নিজের বক্তব্য পেশ করেন। এই মামলায় তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০৮ সালের ১০ মে; খুলনা থেকে গ্রেফতার। ১৯০৯ সালে আন্দামানে নির্বাসন, কুখ্যাত, সেলুলার জেল-এ বন্দিত্ব সেখানে; অমানবিক নির্যাতন, শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারখ এমন এক নরক, যেখানে মানুষের মন ভেঙে দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু; তিনি ভাঙেননি, মাথা নত করেননি, আত্মাকে বিকিয়ে দেননি, অটুট থেকেছেন শেষ পর্যন্ত। ১৯১৮ সালের ২২ মে; দীর্ঘ কারাবাসের পর মুক্তি। ১৯২০ সালে বিবাহ; সুনীতি দেবী। জীবনের নতুন অধ্যায়; ব্যবসায় যুক্ত হন। ১৯৪০ সালের পর থেকে নিয়মিত যেতে থাকেন অরবিন্দের আশ্রম-এ। আবারও অরবিন্দের সান্নিধ্য; আধ্যাত্মিকতার পথে নতুন যাত্রা। ১৯৭৪ সালের ২৭ এপ্রিল, কলকাতা-য় নিভে গেল এক সংগ্রামী জীবনের আলো। সুধীর কুমার সরকার; তিনি বন্দুকের গর্জনে নয়, সহ্যশক্তি, বিশ্বাস আর আত্মসংযমে, লড়েছিলেন এক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। কারাগারের অন্ধকারেও যার মন আলো ছড়ায়; তিনিই প্রকৃত বিপ্লবী। ইতিহাস বলে; যারা সামনে থেকে লড়ে, তারা বীর। কিন্তু যারা নীরবে সব সহ্য করে তবুও ভাঙে না; তাঁরাই আসল শক্তি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

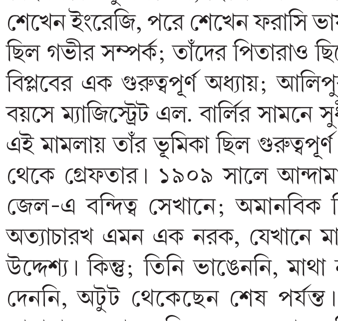

মা তাঁর নিজের ইচছাতে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করে থাকেন। জীবনকে শক্তিশালী করতে মহামন্ত্র উচ্চারিত হওয়ার খুবই প্রয়োজন। নাহলে কিন্তু তা কোনও সময়ে মানব সমাজের কাজে লাগবে না। মানব সমাজ রক্ষায় সেবা অপরিহার্য। এই ভারতবর্ষ থেকে জীবনের প্রথম স্তোত্র পাঠ করা হয়েছিল। 'জবা কুসুমাসং কাশ্যপেয়িং মহাদ্যুতিম'। মহা মন্ত্র এই ভারত থেকে উচ্চারিত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। মায়ের প্রতি ভরসা রাখতে হবে। তিনি ঠিক সময় হলে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করবেন। সন্তানদের বলতে হবে না।

সাধক রামপ্রসাদ

যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ সব সময়ে মাকে ডাকতেন। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মায়ের পুজো করতেন সাধক রামপ্রসাদ। তিনি ভক্তি দিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন। তিনি বলেছেন, পুজো করেও মায়ের নাম করা যেমন যায় ঠিক তেমনি গান গেয়ে গান রচনা করে মা শ্যামার ভক্তি প্রকাশ করা সম্ভব। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। মা শ্যামা ওপরে ভরসা করতে হবে। তাকে ভক্তি দিতে হবে। তার প্রতি ভালোবাসা দেখতে হবে। মা মা বলে ডাকতে হবে। মা বলে ডেকে ডেকে পাগল হয়ে যেতে হবে। তবেই মা শ্যামা তাকে দেখা দেবেন। সাধক রামপ্রসাদ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মতো আর দ্বিতীয় আনন্দ নেই। মাতৃভক্তি ছাড়া জগতে আর কিছুই বড় নয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গোড়ার কথা

রবীন্দ্রকুমার শীল

(ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল কলকাতা থেকে। যদিও মহারাষ্ট্র এর সঙ্গে জড়িত ছিল। কিন্তু সেখানে গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠেনি। স্বাধীনতা সংগ্রামী বালগঙ্গা ধর তিলক বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করেন। তিনি বাংলার অরবিন্দের সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন করতে শুরু করেছিলেন। তার ফলে তাঁর ওপরে ইংরজ সরকারের একটি প্রচ্ছন্ন রাগ ছিল। এরপরে আসি বিপিন চন্দ্র পালের কথায়। তিনি করতে কংগ্রেসের মঞ্চকে ব্যবহার করেন। এক সময়ে দেখতে পাওয়া গেল যে কংগ্রেস তখন একমাত্র মহাত্মা গান্ধির নির্দেশে পরিচালিত হতে থাকে। কংগ্রেসে মধ্যে থাকা কট্টরপন্থীদের ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করেন মহাত্মা গান্ধি। ফলে কট্টরপন্থী সুভাষ চন্দ্র বোসকে কংগ্রেস ত্যাগ করে চলে আসতে হয়। কংগ্রেসের মধ্যে অহিংসাপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে শুরু করে। ফলে কট্টরপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করে বিপ্লবী পথকে অনুসরণ করে।)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথাকে আরও ব্যাপক প্রচার করা উদ্দেশ্য নিয়ে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনিই ছিলেন প্রথম এই পত্রিকার সম্পাদক। পরে অরবিন্দ এই পত্রিকার সম্পাদক হন। অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদক হয়ে সরাসরি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কলাম লিখতে শুরু করেন। তার ফলে ইংরেজ সরকার এই পত্রিকাকে বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। তারপর থেকে বিপ্লবী অরবিন্দ ইংরেজ শাসকদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেন। তিনি পরিস্কার করে বুঝতে পারেন যে ভারত বিরোধী ইংরেজ কর্তাদের জীবিত রাখা যাবে না। সেই কারণে হিংসাত্মাক মূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করেন। বাংলার লর্ড ফ্রেজার, ফুলার, ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড এবং চন্দননগরের মেয়র তার্দিভেলকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনার সবুজ সঙ্কেত দিয়েছিলেন তিনি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামটা শুরু হয়েছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। তারপরে ১৯১২ সালে মহাত্মা গান্ধি ভারতে এসে উপস্থিত হলে স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিপথকে একেবারে তিনি পাল্টে দেন। সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এবং তিনি তাঁর আন্দোলনকে শক্তিশালী

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা চিরকালই সশস্ত্র বিপ্লবকে সমর্থন করে এসেছে। এই বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তিনি গা ঢাকা দিয়েই বাংলার গুপ্ত সমিতিগুলো পরিচালনা করতেন বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে সামনে রেখে। ১৯০৩ সালে বাংলায় দিকে রওনা দিলেন বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার বরোদা থেকে অরবিন্দের নির্দেশে। বারীন্দ্র কুমার হাওড়া স্টেশনে এসে কোনও আত্মীয় বাড়িতে উঠলেন না। একখানা ছ্যাকড়া গাড়ি করে তিনি সোজা উঠলন ১০৮ নম্বর সার্কুলার রোডে। এই বাড়িতে যতীন্দ্রনাথ অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন পি মিত্রের নেতৃত্বে। এই বাড়িতে বাস করতেন পি মিত্র, তাঁর স্ত্রী এবং বোন। এই বিপ্লবী কেন্দ্রের গা ঘেসে ছিল সুকিয়া স্ট্রিট থানা। তার মধ্যে ছিল একটি বিশাল পুকুর।

বিপ্লবীদের প্রথম দিকে টাকার কোনও অভাব হয়নি। কারণ প্রমথনাথের উদ্যোগ কলকাতার ব্যারিস্টারদের কাছ থেকে পাওয়া যেত মাসে আড়াইশো টাকা। প্রমথনাথ নিজে দিতেন ত্রিশ টাকা। আর চিত্তরঞ্জন দাস দিতেন দশ টাকা। এই টাকায় কর্মীদের খাওয়া দাওয়া এবং আখড়ার ব্যয় নির্বাহ করা হতো। সেখানে একটি সাইকেল কিনে দেওয়া হয়েছিল যাতে করে দ্রুত কোনও সংবাদ দেওয়া সম্ভব হয়। তারপরে সেখানে একটি ঘোড়াও ছিল বিপ্লবীদের অশ্বারোহন শেখানোর জন্য। এটা সম্ভবত মানিকতলার কোনও সহৃদয় ব্যক্তি দান করে থাকবেন। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বারীন কুমারকে সাদরে গ্রহণ করলেন। বারীন্দ্র কুমারের প্রতি নির্দশ হল- বই পড়ে শরীর চর্চা করে ভাবী বিপ্লবীদের জন্য তৈরি হতে হবে। তারপরে লেগে যেতে হবে কর্মী সংগ্রহের কাজে। আপাতত বই পড়া কাজ শুরু হল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' থেকে শুরু করে ফরাসি বিপ্লবের কথা এবং আমেরিকার স্বাধীনতা বই নিয়ে পড়া শুরু হল। ঠিক সেই সময়ে বারীন্দ্র কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন অবিনাশ ভট্টাচার্য। পায়ে তালতলার চটি এবং মুখ ভরা হাসি নিয়ে উপস্থিত হলেন বারীন্দ্র কুমারের কাছে। ইনিই ছিলেন ভাবী যুগান্তর পার্টির কর্মাধ্যক্ষ। বরোদা থেকে বারীন্দ্র কুমার চলে আসার আগে যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবের গোপন প্রচারের জন্য সেখানে যাওয়া আসা করতে শুরু করেন। এমন এক অভিযানে তিনি আড় বালিয়া যান। সেখানে অবিনাশ চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। অবিনাশচন্দ্র তখন মেট্রোপলিটান কলেজর ছাত্র ছিলেন। সেই সূত্র ধরে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় হল অবিনাশচন্দ্রের।

বাড়ির সামনে ছোট মাঠে ছিল ব্যায়াম করার স্থান। সাইকেল চড়ার কাজও সেখানে চলতো। থানার পুকুরে শেখানো হত সাঁতার। কলকাতার রাস্তায় তখন বাস বা ট্যাক্সির আগমন ঘটেনি। তাই ঘোড়ায় চড়ার কোনও ব্যাঘাত হল না রাস্তায়। একতলা উঁচু 'ওয়েলার' ঘোড়ায় সব কর্মীরা ঘোড়া চড়ানো শিখতো। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাক্তন সৈনিক। পাকা অশ্বারোহী। অশ্বারোহন তিনি নিজেই শেখাতেন সবাইকে। প্রতিদিন সকাল বেলায় সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চলে যতীন্দ্র নাথ যেতেন উকিল ব্যারিস্টারদের বাড়িতে চাঁদা আদায়ের জন্য। তাঁর যাওয়া আসার পথ ছিল গড়ের মাঠ দিয়ে। তিনি ছিলেন জন্মগত গুণসম্পন্ন। আগুন নিয়ে খেলা করার জন্যই তিনি যেন জন্ম গ্রহণ করেন। বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাঁর নেতৃত্বে অল্প সময়ের জন্য। তবুও বলতে হয় তিনি ছিলেন বলেই বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি বিপ্লবীদের প্রথম প্রশিক্ষণ দেওয়ার শুরু করে দিয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে বৃহৎ আকার ধারন করে। প্রমথনাথের স্বপ্ন তাঁর মধ্যে দিয়ে সফল হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে চলে যান। তখন তিনি হয়েছিলেন সহস্র সহস্র সাঁওতালদের স্বাভাবিক নেতা। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে তাঁকে হারিয়ে বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এইভাবে বিপ্লবী সমিতির প্রথম উদ্যোগ চালু হয়ে গিয়েছিল। পরে বুঝতে পারা গেল যে উকিল ব্যারিকস্টার দিয়ে বিপ্লবী সমিতি বেশি দিন চলবে না। বিপ্লবী আন্দোলনকে চালু রাখতে গেলে প্রয়োজন তরুণদের। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে কলকাতার প্রতিটি পার্কে পার্কে ঘুরে তরুণ সংগ্রহ অভিযান শুরু করা হবে। তারপরে তাদেরকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত করা হবে। এই গুরুভার এসে পড়ল বারীন্দ্রকুমারের ওপরে। ইতিমধ্যে বারীন্দ্র কুমার ভগিনী নিবেদিতার দেওয়া বইগুলো পড়ে ফেললেন। এর মধ্যে ছিল আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, ডাচ প্রজাতন্ত্র, গ্যারিবল্ডি ও ম্যাটাসিনির জীবনী, সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী, টডের রাজস্থান, টমকাকার কুটির, রামায়ণ, মহাভারত, দাদাভাই নৌরজী, রমেশচন্দ্র এবং উইলিয়াম ডিগবীয় বৃটিশ অর্থনীতির বই, ভারতের ইতিহাস, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস, ক্রমওয়েলের জীবনী এবং ওকাকুরার বই। এছাড়া বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের বিবরণ সম্বলিত বই ছিল- "War made Impossible, Mr. Block " নামধেয় জনৈক ইংরেজের লেখা। স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পূর্বে ভগিনী নিবেদিতা রুশ নিহিলিষ্ট দলভুক্ত ছিলেন। আইরিশ বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। অনুশীলন সমিতিতে বইগুলো দেওয়ার আগে তিনি শর্ত আরোপ করেছিলেন বইগুলোকে অবলম্বন করে বিপ্লবী কর্মী গড়তে হবে। সেই স্কুলে বা পাঠচক্রে বিভিন্ন দেশের বিদেশের ইতিহাস, মহাপুরুষদের জীবনী, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি শিক্ষা দিতে হবে। এখান থেকে তৈরি করতে হবে স্বাধীন ভারত জাগরণ। সমগ্র ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব উদ্দেশ্যে অসংখ্য কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। এর ফলেই একদিন ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব করা সম্ভব হবে। ভারত পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাবে।

বারীন্দ্র কুমার ছিলেন কৃতী ছাত্র। ক্রমে দেবব্রত বসু, নলিনী মিত্র, জ্যোতিষ সমাজপতি, ভূপেন দত্ত এসে যোগ দিলেন অনুশীলন সমিতিতে। ইন্দ্রনাথ নন্দী এসে উপস্থিত হলেন আত্মোন্নতি সমিতি থেকে। এসে উপস্থিত হলেন সখারামবাবু। তিনি দেওঘরে হিতবাদী পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে চাকুরি করতেন। দেওঘরের অত্যাচারী মহাকুমা শাসকের বিরুদ্ধে হিতকথা পত্রিকায় একটি লেখা প্রকাশ করায় তাঁর চাকরি চলে যায়। ভারতের ভাবী সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন শুরু হয়েছে জেনে তিনি একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। যতীন্দ্রনাথ এবং পি মিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ক্রমে তাঁর ওপরে সমিতির অর্থনীতির ক্লাসের ভার এসে পড়ল। সেই সময়ে বারীন্দ্র কুমার লিখছেন-"দেশজননীর বন্ধন মোচনের জন্য নিজের (ক্রমশ)

নির্বাচনকে অবাধ করায় শিরোপা পেল কমিশন

বিশেষ প্রতিবেদক

রাত তখন দুটো ৪৮ মিনিট চারিদিকে অন্ধকার আমাদের ঘরের খোলা দরজার বাইরে একটা কালো ছায়া । দরজায় ছিটকিনি ছিল না একটা স্কুলের বেঞ্চের উপর মাত্র ১ ঘন্টার মতন চোখ দুটোকে বিশ্রাম দিয়েছিলাম কারণ আমার পরের দিনের মহা যুদ্ধের জন্য একটু এনার্জি নেওয়া। নিস্তব্ধ পরিবেশে একটু চোখ লেগে আসছিল।

চোখ খুলে দেখি আমাকে দরজার বাইরে একটা ছায়া তবে ঠিক পরিষ্কার নয় কারণ করিডরে কোন আলো ছিল না। আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এক ঝটকায় দরজার কাছে গেলাম। বললাম কে? সত্যি আমি অবাক হলাম আপনারাও অবাক হবেন মানুষ এমন হতে পারে দুইজন কেন্দ্রীয় বাহিনী দুটো দরজায় বিনা চেয়ারে দাঁড়িয়ে আছে আমি বেরোতেই আমাকে প্রশ্ন করলেন প্রিসাইডিং ম্যাডাম আপ নিশ্চিন্ত শো যাইয়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনারা ঘুমাবেন না উত্তরে বললেন, কত রাত আমরা জেগে থাকি আমাদের দায়িত্ব সেটা আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করি। সেদিন টেনশনে আর ঘুম আসছিল না। কারণ সাড়ে পাঁচটায় আমাকে মকপোল রেডি করতে হবে সব এজেন্টদের আমি টাইম দিয়েছিলাম।

আমি স্থির দৃষ্টিতে এই জোয়ান ভাইদের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। দেখলাম সত্যিই একটা কষ্ট কালির রেখা চোখ দুটোকে আবৃত করে রেখেছে। বছরের পর বছর যারা আপন মানুষ থেকে দূরে নিজের প্রাণ দিয়ে দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে দেশকে বাঁচিয়ে রাখছে তাদের একটু ভালোবাসা দিলে তারা ক্ষণিকের জন্য নিজের ভাই বোনের কাছে ফিরে আসে তাই আমিও ওই মুহূর্তগুলোকে নষ্ট করিনি একটা চকলেট একটু মৌরি ভাজা ভাগ করে খেয়েছিলাম।

সম্মানের ভালোবাসাটা তখনই বেড়ে গেল যখন আমি ভোর তিনটে দশে স্কুলের একেবারে গেটের বাইরে আমার বালতি মগ নিয়ে যখন স্নানে যাই দেখি কিছু দূর এগোতেই তিনজন ফৌজি ভাই কিছুটা দূরত্বে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। যতক্ষণ না আমি আমার রুমে ফিরে আসলাম। মনে হচ্ছিল যেন আমার ভাই আমার দাদা আমাকে জগন্নাথ আর বলরামের মতো আঁকড়ে রেখেছে। আগামী কাল হয়তো কোন বরফের পাহাড়ে অথবা কোন বর্ডারে কত কিলো মিটার দূরে চলে যাবে কিন্তু আমার ভালোবাসার কিলোমিটার যে একেবারে শূন্যে দাঁড়িয়ে গেল সেটা সাক্ষী একমাত্র আধখানা চাঁদ ছাড়া আর কেউ জানে না।

আসার সময় মনে মনে একটা ভাইফোঁটা দিয়ে এলাম আর বললাম আমার সমস্ত ফৌজি ভাইদের কপালে দিলাম ফোঁটা যমের দুয়ারে পরলো কাঁটা।

ডিসি আরসিতে যখন আমরা ইভি এম, ভিভিপ্যাড নিয়ে পৌছালাম তখন আমায় বললেন ম্যাডাম আমাদের Released দিয়ে দিন। আমি সই করে দিলাম আর আমার প্রিসাইডিং অফিসারের সিল মেরে দিলাম। ভাবলাম মুক্তি তোমায় দিলাম কিন্তু মনের ভালোবাসার কাগজে থেকে কি সত্যিই মুক্তি দিতে পারলাম? বললাম এবার একটা স্যালুট করতেই পারি কারণ এখন আমি তোমাদের আর প্রিসাইডিং অফিসার নই আমি তোমাদের মুক্তি দিয়েছি।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনকে অবাধ সুষ্ঠু করতে এবারে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে আধা সামরিক বাহিনী। নির্বাচন কমিশন এদের ওপরে ভরা করে এবরে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনকে অবাধ করার কথা ভাবেছে। কিন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে আধা সামরিক বাহিনী আসায় বহু রাজনৈতিক দল বিরক্ত। অবাধ নির্বাচন করা ব্যাপারে যে দাযিত্ব পালন করতে এবারে আধা সামরিক বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে তাতে কোথায় যেন বহু রাজনৈতিক দলের গোঁষা। তারা কিন্তু আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে নির্বাচন করতে দিতে নারাজ। এই নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে তাদের ক্ষোভকে উগড়ে দিয়েছে। কিন্তু এটা সত্য যে এবারে নির্বাচন কমিশন প্রমাণ করে দিল যে পশ্চিমবঙ্গে শান্তিপর্ণ ভোট করা সম্ভব। নির্বাচন কমিশন যে নিরপেক্ষ ভোট এর আয়োজন করতে পারে এবং সবাই যাতে অবাধে ভোট দিতে পারে তার ব্যবস্থা তৈরি করতে সক্ষম। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের ওপরে বহু রাজনৈতিক দল ক্ষোভ প্রকাশ করে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে গিয়ে সেখানে পরাস্ত হয়েছিল। জয় হয়েছে নির্বাচন কমিশনের।

চিরকালই চলচ্চিত্র জগতে অমর পরিচালক

বিশেষ প্রতিবেদক

কত যে সত্য গল্প কথা ছড়িয়ে রয়েছে বিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে তা বলার কথা নয়। সব গল্পই সত্য। সত্য প্রকাশ হচ্ছে আজও। সেই সত্যের ঢালি এখনও ফুরিয়ে যায়নি। কবে ফুরিয়ে যাবে তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে এটা ঠিক যে প্রতি বছরই সত্যজিৎ রায়কে বিভিন্ন দিক দিয়ে নতুন করে আবিস্কার করতে শুরু করে দিয়েছে নতুন যুগের বিশ্লেষকেরা। তারা নতুন করে সত্যজিৎ রায়কে আবিস্কার করছে। তাদের বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে নতুন করে ভাবতে শেখাচ্ছে। সত্যজিৎ রায় যে চিরকালের নতুন সেটা বোধ হয় তাঁক একমাত্র পরিটয়। রবীন্দ্রনাথ চিরকালই নতুন। সত্যজিৎ রায় কবিগুরুর ছাত্র। সেটা ১৯৯২ হবে । মামা বাড়িতে দাদুর ঘরের আশে পাশে আমরা ভাই বোনেরা হুটোপাটি করছিলাম । হঠাৎ আমাদের জোর করে দাদুর ঘরে নিয়ে যাওয়া হল । খুব আবছা মনে আছে দাদুর ঘরের পোর্টেবল টিভিতে দেখলাম হাসপাতালের বেডে প্রায় মিশে যাওয়া একজন রুগ্ন মানুষ, হাতে একটা সোনালি মূর্তি আঁকড়ে ধরে, খুব জড়িত ভাবে কঠিন ইংরেজি উচ্চারণে কিছু বলছেন আর একজন সুন্দরী মহিলা স্টেজ এ দাঁড়িয়ে আছেন। ঘটনাটার তাৎপর্য কিছুই বুঝিনি। আমার পরিবারের বাকিরাও যে খুব বুঝেছিল মনে হয় না । এর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন । শহর জুড়ে শোকের ছায়া । দূরদর্শনে শুরু হল রেট্রোস্পেক্টিভ। আমাদের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে তার ছবি আর্ট ফিল্ম বলে দাগানো ছিল । সেভাবে কেউই উৎসাহ নিয়ে দেখার চেষ্টা করেনি । 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি' নাকি বোরিং সিনেমা! দুজন লোক খালি দাবা খেলছে। ভাবা যায়! স্বয়ং এটেনবারো যে ছবির শুটিং এ এসে বলেছেন, মানিকদার সেটে শুধু লাইট বয় এর কাজ করতে আসতে পারতাম, হিন্দি নাচা গানার যুগে সিপাহী বিদ্রোহের সময় কার নবাবী লখনৌ এর ভাঙ্গন নিয়ে অতি নিখুঁত প্রামাণ্য ঐতিহাসিক ছবি যার মূল গল্প মুন্সি প্রেমচাঁদ এর, অমিতাভ বচ্চন স্রেফ বিনা পয়সায় ভয়েস ওভার দিয়েছেন। অসামান্য

ডিটেল,সিকোয়েন্স,অভিনয়, ডায়লগ সহ সেই এপিক নাকি বোরিং ছবি! যাই হোক এর মধ্যে শুধু ব্যতিক্রম ছিল দুটি শনি-রবি । একবার গুপী বাঘা - হীরক রাজা আর একবার সোনার কেল্লা - ফেলুনাথ । দুদিন আমাদের বাড়িতে হল ভাঙা ভিড। তখন আমাদের বাড়িতেই শুধু কালার টিভি। আর সেই প্রথম আমার পরিচয় হল সত্যজিৎ রায়ের সাথে। সেই প্রথম দিনের মুগ্ধতা আজও সমান অটুট।

তার সংলাপ, তার চিত্র গ্রহণ , ইতিহাস চেতনা,সংগীত বোধ , আন্তর্জাতিক মনন নিয়ে আমি কি আর বলব! বুড়ো বয়েসে খুঁটিয়ে যত দেখেছি অবাক বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়েছি। বাংলাতেও এরকম ছবি করা যায়! জন অরণ্য !ফ্লুরিজ এ চিকেন ওমলেট খেতে খেতে রবি ঘোষ - আপনি পয়সার জন্য খুন করতে পারবেন? আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে পারবেন? আপনার গায়ের জোর ও নেই মনের জোর ও নেই । আমার টাকাটা কিন্তু আপনাকে এবার পুরোটাই দিতে হবে কারণ যে ভুলটা আপনি করছেন সেটা নতুন রা করে নাঃ কি ডায়লগ !! উফফ! ছিটকে গেছি। সীমাবদ্ধ , প্রতিদ্বন্দ্বী । তরুণ মজুমদার সাধে ফুলেশ্বরীর টাইটেল ট্রাকে বলেন নি -ফেলিনি গোদার ত্রুফো সত্যজিৎ রায়, ইহাদের সকলের রাখিগো মাথায়। নিজেরই সমসাময়িক আরেকজন মহান পরিচালকের ছবির গানে এই কথা বসিয়ে নেওয়া সহজ কথা নয় । তাকে ঘিরে অসংখ্য গল্প শুনেছি, বিবিসির ইন্টারভিউ এ দেখেছি সুতির পাজামা পাঞ্জাবি পরে সেই নিজেস্ব ভঙ্গিতে এক পায়ের ওপর আর একটি চাপিয়ে খাঁটি ভিক্টোরিয়ান ইংলিশে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন, হঠাৎ একটা ফোন এলো , সেই বিখ্যাত ব্যারিটোন- হ্যালো ... হ্যা একটু পরে ফোন করবেন , একটু পরে ফোন করবেন, উফফ আজকের ভাষায় বলতে গেলে খাঁটি বাঙালি swag! এই ইন্টারভিউটা নিয়ে আরেকটা কথা মনে পড়ছে । কয়েক বছর আগের এক নববর্ষের দিন দেজ পাবলিশিং এ অপুদার ঘরে বসে কথা হচ্ছে চন্দ্রিলদার সঙ্গে, অদূরে বসে আছেন সঞ্জয় মুখো পাধ্যায় । আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম - ওয়ার্ল্ড সিনেমায় পছন্দের পরিচালক কে কে ? একে বার্গম্যান,দুয়ে গোদার , তিনে ত্রুফো। বাপরে! এবার বেশ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম সত্যজিৎ না ঋত্বিক ? আমি নিজে গোঁড়া সত্যজিৎ । কলকাতার চন্দ্রিলদা ঋত্বিক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি! কিন্তু পুরো চমকে দিয়ে চন্দ্রিলদা বলে উঠলেন- সত্যজিৎ । আমি বললাম - কিন্তু উনি তো তোমার গোদার সম্বন্ধে বলেছেন । চন্দ্রিল দা বললো - হ্যা , সারা পৃথিবীতে গোদারকে এটা বলার মত ধ্যাস্টামো একমাত্র সত্যজিৎই করতে পারে। লোকে ক্রিস্টোফার নোলান এর সাম্প্রতিক সত্যজিৎ স্তুতি নিয়ে এত হৈ চৈ করছে , আমি দেখেছি মার্টিন স্করসেসি গড়গড় করে অপু ট্রিলজি , গুপী গায়েন , দেবী , চারুলতা নিয়ে উচ্ছসিত হয়ে বলেই যাচ্ছেন । স্করসেসির সত্যজিৎ ভক্তি অবশ্য সর্বজনবিদিত। কতটা প্রভাবিত করতে পারলে একটা মানুষকে অস্কার পাওয়ানোর জন্য স্কোর্সেসে স্পিলবার্গের মত লোকেরা লবিং করতে পারে! সত্যিই তিনি শেষ আন্তর্জাতিক বাঙালি যার কাছে সমগ্র বিশ্ব নতজানু হয়েছিল।

আবার সেই প্রথম দর্শনের কথায় আসি । সেই অস্কারের মঞ্চ । মঞ্চে ওনার অন্যতম পছন্দের নায়িকা যার রবীন্দ্রপ্রেম পৃথিবী বিখ্যাত। ওনার মৃত্যুর পর বন্ধু ও রোমান হলিডের সহ অভিনেতা গ্রেগরি পেগকে কোনো কিছু না দেখে পাক্কা এক দেড় মিনিট ধরে আবৃত্তি করতে দেখেছিলাম । অস্কার হাতে নিয়ে সেই বক্তৃতায়, সিনেমা কিভাবে তাকে প্রভাবিত করেছিল বলতে গিয়ে তিনি বলেন,আমি ওনার এবং আমার আরেক জন অন্যতম পছন্দের পরিচালক। ১৪ পাতার লম্বা চিঠি। কোনো উত্তর পাই নি । এর দুদিনের মাথায় একটি টেলিগ্রাম আসে। প্রেরক যথাযথ ভাষা মনে নেই। তবে মোটামুটি লেখা ছিল। এরকম কিছ। তিনি কোমায়, আর জ্ঞান আসেনি। কিন্তু চিরকালের অমর রয়েছেন।

নবীন চন্দ্র দাসের রসগোল্লা

বুদ্ধদেব মিশ্র

ভারতের মিষ্টির দোকানের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কলকাতার নাম আসা স্বাভাবিক, তবে কিছু জায়গায় তথ্যটা একটু পরিষ্কার করে বলা ভালো;তাহলেই লেখাটা আরও

নির্ভুল ও শক্তিশালী হবে। প্রথমত, ১৭৮৫ সালে শোভাবাজারের পুতুলপটিতে 'M.L. Das' নামে কোনো দোকান ছিল;এমন দাবির পক্ষে খুব শক্ত নথিভিত্তিক প্রমাণ ইতিহাসে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই এগুলো লোকমুখে প্রচলিত বা আংশিক তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই এটাকে সম্ভাব্য বা মতান্তরে বলে উল্লেখ করাই নিরাপদ।

অন্যদিকে, নবীন চন্দ্র দাস-এর অবদান পুরোপুরি প্রামাণ্য এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৬৮ সালে বাগবাজারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত দোকান এবং স্পঞ্জ রসগোল্লার আবিষ্কার ভারতীয় মিষ্টান্ন শিল্পে সত্যিই এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে।

একটু ঠিকঠাক করে, আরও নির্ভুল করে সাজিয়ে দিলাম। ভারতের মিষ্টির দোকানের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে অবধারিতভাবেই কলকাতার নাম উঠে আসে। ঐতিহাসিক তথ্য ও বিভিন্ন সূত্র বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, বাংলাই আধুনিক ভারতীয় মিষ্টান্ন সংস্কৃতির অন্যতম জন্মস্থান। মতান্তরে বলা হয়, ১৮শ শতকের শেষের দিকে উত্তর কলকাতার শোভাবাজার অঞ্চলে কিছু প্রাচীন ময়রার দোকান গড়ে উঠেছিল, যেগুলোকে ভারতের প্রাচীনতম সুসংগঠিত মিষ্টির দোকানের উদাহরণ হিসেবে ধরা হয়। তবে এই তথ্যগুলোর সবটাই নির্ভর যোগ্য নথিতে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ নয়।

সে সময় পর্যন্ত ভারতীয় মিষ্টি মূলত গুড়, নারকেল, বা চিনির তৈরি নাড়ু ও মোয়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরে ছানা বা দুধজাত মিষ্টির প্রচলন শুরু হলে ভারতীয় মিষ্টির জগতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়।

এই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন নবীন চন্দ্র দাস। ১৮৬৮ সালে কলকাতার বাগবাজারে তিনি তাঁর মিষ্টির দোকান প্রতিষ্ঠা করেন এবং আবিষ্কার করেন বিখ্যাত 'স্পঞ্জ রসগোল্লা'। এই আবিষ্কার শুধু একটি নতুন মিষ্টি নয়, বরং ভারতীয় মিষ্টির ধারণাকেই বদলে দেয়। তার দোকানেই প্রথম আধুনিক মিষ্টির শো-কেস সংস্কৃতি জনপ্রিয় হয়;যেখানে সাজানো মিষ্টি দেখে গ্রাহক বেছে নিতে পারেন। এই ধারণাই পরবর্তীতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কোচবিহারের রাজপথ গেরুয়াময়

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৪ মে ঃ রাজ্যের সাথে সাথে কোচবিহারে উঠল গেরুয়া ঝড়। গত বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহারের নটি বিধানসভা কেন্দ্রে সাতটিতে জয়লাভ করলেও সরকার গড়তে পারেনি

বিজেপি। এবার ঠিক তার ভিন্ন ছবি। কোচবিহারের আটটি আসনেই এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। কেবলমাত্র সিতাই আসনটিতে খুব অল্প ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে বিজেপি শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত। কোচবিহারের এই নটি আসনের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বা যাকে হেভিওয়েট আসন বলা হয় সেই আসন দুটি হল দিনহাটা এবং কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র। গত বিধানসভা নির্বাচনে দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক ৪৭ ভোটে জয়ী হন যদিও পরবর্তীতে তিনি বিধায়ক পথ থেকে ইস্তফা দেন এবং উপনির্বাচনে উদয়ন গুহ এক লক্ষ তিরিশ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। এরপর কেটে গেছে পাঁচ বছর তার মাঝে পৌরসভা নির্বাচন আর সেই নির্বাচনে বিরোধীরা অভিযোগ করেছিল ভোট লুট করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। অপরদিকে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রটি গতবার তিন হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হয় বিজেপি। এবার সেই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিল কোচবিহার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক।। ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে তার নেতৃত্বে এই কোচবিহার লোকসভা আসনটি ছিনিয়ে নেয় তৃণমূল কংগ্রেস পরাজিত হয় তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। এমতাবস্থায় নির্বাচন ঘোষণা হতেই একপ্রকার আধা জল খেয়ে প্রচারে নেমে পড়েন তৃণমূল প্রার্থী। বারংবার সন্ত্রাসের আঁতুড় ঘর নামে পরিচিত কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনের পরে সন্ত্রাসের ছবি সকলেরই জানা। গত বিধানসভা নির্বাচনের পর যে সন্ত্রাস হয়েছিল সেই সন্ত্রাসের ছবি দেখে রীতিমত ভয়ে বুক কেঁপে উঠেছিল সাধারণ মানুষের। এমত অবস্থায় এবার নির্বাচন কমিশন করা হাতে নির্বাচন সম্পন্ন করেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে কোচবিহারে এবং সবচাইতে উল্লেখযোগ্য সিতাই এর একটি ছোট্ট ঘটনা ছাড়া আর কোন রক্তপাতের ঘটনা ঘটেনি। মায়ের কোল খালি হওয়া তো দুরন্ত বুথ জ্যাম বা র‍্যাগিংয়ের কোন অভিযোগ পর্যন্ত সেভাবে জমা পড়েনি। ফলে দেশের মধ্যে সবচাইতে বেশি শতাংশ ভোট পরে কোচবিহারে ৯৬ শতাংশেরও বেশি। এমতাবস্থায় কোচবিহারের বেশিরভাগ আসন জয়লাভ করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস বলে তারা দাবি করেন। বিজেপির শক্ত ঘাঁটি মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার উত্তর এবং তুফানগঞ্জ। এবার মাথাভাঙ্গায় প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। তুফানগঞ্জের প্রার্থী মালতি রাভা রায় এবং কোচবিহার উত্তরে প্রার্থী সুকুমার রায়। গত নির্বাচনে কোচবিহার উত্তর এবং তুফানগঞ্জ বিধানসভার প্রার্থীদের পরিবর্তন না করে বাকি সব প্রার্থী পরিবর্তন করে বিজেপি। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত মেখলিগঞ্জ বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী দধিরাম রায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পরেশ চন্দ্র অধিকারীকে ২৯৫৮৪ ভোটে পরাজিত করেন। মাথাভাঙ্গা বিধানসভায় শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামানিক ৫০৮০৭ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। অপরদিকে কোচবিহার উত্তরের বিজেপি প্রার্থী সুকুমার রায় ৬২ হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোস ২১৮২২ ভোটে তৃণমূল প্রার্থী অভিজিত দে ভৌমিককে পরাজিত করেন। শীতলকুচি বিধানসভার বিজিবি প্রার্থী সাবিত্রী বর্মন ২৯ হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে। নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গিরিজা শংকর রায় ২৯ হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে। তুফানগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী মালতি রাভা রায় ৩২ হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে এবং দিনহাটা বিজেপি প্রার্থী অজয় রায় তৃণমূলের সবচাইতে হেভি ওয়েট প্রার্থী তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে ১৭৪৪৭ ভোটে পরাজিত করেন। কেবলমাত্র সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সঙ্গীতারায় বসুনিয়া ২০০০ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। সকাল ৮ টা থেকে গণনা শুরু হতে ট্রেন্ড আসতে থাকে জেলা জুড়ে আর তাতেই গেরুয়া ঝড়ের আভাস মেলে। সংখ্যা বাড়তেই আনন্দ উচ্ছাসে ফেটে পড়ে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা দুপুর পার হতেই যখন চিত্র একদম পরিস্কার হয়ে যায়। শুরু হয় বাঁধভাঙ্গা উল্লাস। সাথে সাথে থাকা হতে থাকে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের অস্থায়ী ক্যাম্প। যদিও কোচবিহার শহরের বেশ কিছু তৃণমূল কার্যালয় ভাঙচুর এবং দখল করার অভিযোগ রয়েছে বিজেপি কর্মীসমর্থকদের বিরুদ্ধে। যদিও খবর পাওয়ার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছে যায় সংশ্লিষ্ট ঘটনাস্থলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কোচবিহার জেলায় এখনো রয়েছে ৩২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। সকাল থেকেই গণনা কেন্দ্রগুলোকে যেন দুর্ভেধ্য করে তোলা হয়েছিল। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলায় পার করে তবেই গণনা কেন্দ্রে প্রবেশ করানো হচ্ছিল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই বাঁধভাঙ্গা উল্লাস আর গেরুয়াশিবিরে ভরে ওঠে কোচবিহারের রাজপথ। ২১ ব্যথা ভুলে আনন্দে আত্মহারা বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা।

বাঁকুড়ায় গণনা ঘিরে উত্তেজনা, বিজেপির অগ্রগতিতে উল্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৪ মে ঃ রাজ্যজুড়ে নির্বাচনী ফলাফলে বিজেপির অনুকূলে বড় পরিবর্তনের প্রভাব পড়ল বাঁকুড়াতেও। গণনার শুরু থেকেই জেলার বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গণনা কেন্দ্রের বাইরে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। গণনা যত এগোতে থাকে, ততই বিজেপির প্রাধান্য স্পষ্ট হতে শুরু করে। জেলার পাশাপাশি রাজ্যজুড়েও একই চিত্র দেখা যায়। দুপুরের পর থেকেই বিজেপির শিবিরে কর্মী-সমর্থকদের ভিড় বাড়তে থাকে, অন্যদিকে তৃণমূল শিবির ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে পড়ে। বিকেল গড়াতেই তৃণমূল শিবির কার্যত নিস্তব্ধ হয়ে যায়। বিজেপির অগ্রগতির খবর ছড়িয়ে পড়তেই দলের কর্মী-সমর্থকরা উল্লাসে রাস্তায় নেমে আসেন। পতাকা হাতে আনন্দ মিছিল, আলিঙ্গন ও আবির খেলা শুরু হয়। অনেক জায়গায় এলাকা হোলির মতো পরিবেশে তৈরি হয়। এই সময় গণনা কেন্দ্রের কাছে এক তৃণমূল কর্মীকে ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়। অভিযোগ, তাকে ধাওয়া করেন কয়েকজন বিজেপি কর্মী। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে ওই তৃণমূলকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যায়। একই সময়ে এক তৃণমূল নেতার গাড়ি এলাকায় প্রবেশ করলে কিছুক্ষণের জন্য আবারও উত্তেজনা ছড়ায়। তবে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিজেপির এই অগ্রগতিতে বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায় দলের কর্মী ও সমর্থকদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এই জয় আমাদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিল। মানুষের প্রত্যাশা পূরণে আমাদের আরও মনোযোগী হতে হবে। একইসঙ্গে তিনি সকলকে শান্ত ও সংযত থাকার আহ্বান জানিয়ে এলাকায় কোনো ধরনের অশান্তি না ছড়ানোর অনুরোধ করেন। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা ওন্দা বিধানসভার প্রার্থী সুব্রত দত্ত বলেন, মানুষ আমাদের বিপক্ষে রায় দিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

অসমের চাপরমুখ-শেনচোয়া সেকশনে নতুন সেতু নির্মাণের মাধ্যমে ট্রেনের গতিবেগ বৃদ্ধি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ৪ মে ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৩ মে ২০২৬ তারিখে একটি নতুন মেজর ব্রিজ নং. ৭ সফলভাবে চালু করে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। লামডিং

ডিভিশনের অধীনস্থ চাপরমুখ-শেনচোয়া সেকশনে একটি স্থায়ী ট্র্যাক ডাইভারশনসহ এই ব্রিজটি নির্মাণ করা হয়েছে। এই নতুন ব্রিজটি প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট স্ল্যাব ও ওপেন ওয়েব গার্ডারের সমন্বয়ে গঠিত-যা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য আধুনিকীকরণের উদাহরণ-এবং এটি উক্ত স্থানে বিদ্যমান পুরনো ব্রিজটিকে প্রতিস্থাপন করবে। পুরোনো সেতুটি-যা মূলত একটি মিটার গেজ কাঠামো ছিল যা পরবর্তীকালে শক্তিশালী ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছিল, ১৯৯৪ সালে মিটার গেজ থেকে ব্রড গেজে রূপান্তরের সময় কিছু পরিচালনগত সীমাবদ্ধতা ছিল এবং সেখানে ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটারের পারমানেন্ট স্পীড রেস্ট্রিকশন (পিএসআর) আরোপিত ছিল। আধুনিকীকরণ ও উন্নত সুরক্ষা কারিগরি প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে, এই ডিভিশন এই সেকশনে ট্রেন চলাচলকে আরও সুগম ও সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে, একটি স্থায়ী বিকল্প পথ নির্মাণের পাশাপাশি পুনর্নির্মাণ কাজ হাতে নিয়েছে। নতুন ব্রিজ এবং ডাইভারশন করা রেলপথটিকে, প্রায় ছয় ঘণ্টার একটি ট্রাফিক ব্লকের আওতায় সুসমন্বিত 'কাট-অ্যান্ড-কানেকশন' অভিযানের মাধ্যমে উভয় প্রান্তে বিদ্যমান সচল লাইনের সাথে সফলভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। পরিচালনগত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হয় এবং সেই দিনই ট্রেন চলাচলের জন্য সংশ্লিষ্ট সেকশনটি চালু করা হয় যা ইঞ্জিনিয়ারিং ও পরিচালন টিমের উদ্যমানের পরিকল্পনা, সমন্বয় এবং বাস্তবায়নের সক্ষমতারই পরিচায়ক। এই উন্নত পরিকাঠামো চালু হওয়ার ফলে, ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটারের পূর্ববর্তী গতিবেগ সীমাবদ্ধতা প্রত্যাহার করা হয়েছে যার ফলে এই সেকশনে পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সুরক্ষা মজবুত এবং ট্রেন চলাচল আরও সুগম হয়েছে। এই সাফল্য রেল পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং এই অঞ্চলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক অঙ্গীকারকেই তুলে ধরে।

পূর্ব বর্ধমানে গেরুয়া ঝড়ে উড়ে গেলেন দুই মন্ত্রী সহ ৫ হেভিওয়েট

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ মে ঃ ভয় আউট, ভরসা ইন--র এই স্লোগানকে সামনে রেখে রাজ্যের অন্যান্য জেলার মতো পূর্ব বর্ধমানেও গেরুয়া ঝড়ে কার্যত ভরাডুবি হল -এর। জেলায় ১৬ টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ১৩টিতেই জয় ছিনিয়ে নিল (বিজেপি)। দুই মন্ত্রী সহ একাধিক হেভিওয়েট নেতার পরাজয়ে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। সোমবার

সকাল থেকে বর্ধমানের ইউআইটি ও এমবিসি কলেজ, পাশাপাশি কালনা ও কাটোয়ায় নির্ধারিত সময়ে ভোট গণনা শুরু হয়। প্রথমে পোস্টাল ব্যালট গণনার পর ইভিএমে ভোট গণনা শুরু হতেই বিজেপির পক্ষে স্পষ্ট ট্রেন্ড ধরা পড়ে। রাউন্ড যত এগিয়েছে, ততই বিজেপি ও তৃণমূলের ভোটের ব্যবধান বাড়তে থাকে। এদিন জেলার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতা পরাজিত হয়েছেন। পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে পরাজিত হয়েছেন বিদায়ী মন্ত্রী , যিনি দীর্ঘদিন ধরে এই আসনে জয়ী হয়ে আসছিলেন। মন্তেশ্বর কেন্দ্র থেকে আরেক মন্ত্রী বিজেপি প্রার্থী সৈকত হাজরার কাছে বড় ব্যবধানে হেরে যান। মেমারি কেন্দ্র থেকে পরাজিত হয়েছেন তৃণমূলের যুব সভাপতি । এছাড়া জেলার বর্ষীয়ান নেতা ও তৃণমূলের জেলা সভাপতি -ও পরাজয়ের মুখ দেখেন। জামালপুরে পরাজিত হন যুব নেতা ভূতনাথ মালিক। প্রথমবার নির্বাচনে দাঁড়িয়ে হেরে যান তিনি এবং রাসবিহারী হালদার। বর্ধমান দক্ষিণে বিজেপির মহিলা প্রার্থীর কাছে হেরে যান প্রাক্তন বিধায়ক খোকন দাস। গলসি কেন্দ্রে বিজেপির রাজু পাত্রের কাছে পরাজিত হন বিধায়ক । দুই মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ও সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী যথাক্রমে প্রায় ১৬ হাজার ও ১৪ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত হয়েছেন। এছাড়া পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্র থেকে বসুন্ধরা গোস্বামী, ভাতার থেকে শান্তনু কোঁয়ার এবং আউশগ্রাম থেকে শ্যামা প্রসন্ন লোহার মতো নেতারাও পরাজিত হয়েছেন। ফলে জেলায় তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তিতে বড় ধাক্কা লাগল বলে মনে করা হচ্ছে। ফলাফল ঘোষণার আগেই বর্ধমান শহর সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ে। গেরুয়া আবির মেখে মিছিল, বাজনা এবং 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে দেখা যায় বহু জায়গায়। অভিযোগ উঠেছে, একাধিক এলাকায় তৃণমূলের পতাকা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। অন্যদিকে, কিছু এলাকায় অশান্তির ঘটনাও সামনে আসে। খন্ডঘোষে তৃণমূলের পার্টি অফিসে হামলার অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে, যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। বর্ধমানের ইউআইটি গণনা কেন্দ্রে তৃণমূলের এজেন্ট সৌভিক পানকে মারধরের অভিযোগও ওঠে। এছাড়া সকালবেলায় গণনা কেন্দ্রের ভিতরে সাংবাদিকদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর ধাক্কাধাক্কির ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়। পরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং মাইকে ফলাফল ঘোষণা শুরু হয়।

অস্তাচলে অধীরের রাজনৈতিক ক্যারিশমা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ৪ মে ঃ বহরমপুর মানেই 'অধীর', গত আড়াই দশকের এই রাজনৈতিক সমীকরণে এবার ব। ধাক্কা লাগলো। দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে দ্বিতীয়বার বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের মুখ দেখলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে বহরমপুর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্রের কাছে প্রায় ১৫ হাজার ভোটে পরাজিত হয়েছেন তিনি। অধীরের রাজনৈতিক গ্রাফে ছন্দপতনের শুরু হয়েছিল ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন থেকেই। টানা পাঁচবারের সাংসদ অধীরকে সেবার বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে হারিয়ে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের তারকা প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। লোকসভার সাংসদ পদ হাতছাড়া হওয়ার ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদও হারাতে হয় তাঁকে। পরপর দুই ধাক্কায় কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েন একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই নেতা। তবু হাল ছাড়েননি 'বহরমপুরের রবিনহুড'। ভোটের রাজনীতিতে পোড় খাওয়া এই নেতা আঁকড়ে পড়েছিলেন নিজের 'গড়', মুর্শিদাবাদ। তাঁর তিন দশকের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় ভরসা রেখে কংগ্রেস হাইকমান্ডও ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্রে থেকে তাঁকেই প্রার্থী করে। এর পাশাপাশি অধীরের উপরই জেলার বাকি ২১ টি কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীদের নাম ঠিক করার দায়িত্বও দিয়েছিলো কংগ্রেস হাইকমান্ড। কিন্তু লোকসভার পর এবার বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদে ডাহা ফেল করলো 'অধীর ম্যাজিক'। সোমবার বহরমপুর গার্লস কলেজে ভোট গণনা শুরুর পর থেকেই পিছিয়ে পড়েন অধীর। শেষ পর্যন্ত বিজেপির সুব্রত মৈত্রের কাছে প্রায় ১৫ হাজার ভোটে হার মানতে হয় তাঁকে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই হারের নেপথ্যে রয়েছে তীব্র ধর্মীয় মেরুকরণ। ২০২৪-এর লোকসভার পর ২০২৬-এর বিধানসভাতেও বহরমপুরে ভোট ভাগ হয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে। আর সেই মেরুকরণের অঙ্কেই কার্যত অচল হয়ে গিয়েছে একসময়ের 'অধীর ম্যাজিক'। হিন্দু ভোটার অধ্যুষিত বহরমপুর বিধানসভার সিংহভাগ ভোটই বিজেপি প্রার্থী ঝুলিতে গিয়েছে। অধীরবাবু নিজে যেমন বহরমপুর কেন্দ্র থেকে জিততে পারেননি, তেমনই তাঁর 'আশীর্বাদধন্য' প্রায় কোনও কংগ্রেস প্রার্থীই মুর্শিদাবাদ জেলায় খাতা খুলতে পারেননি। ব্যতিক্রম কেবল ফরাক্কা। সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী মাহাতাব শেখ প্রায় ৮ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছেন। ইতিহাস পাতা উল্টালে দেখা যায় অধীর চৌধুরীর 'সক্রিয়' রাজনৈতিক জীবনের পথচলা শুরু ১৯৯১ সালে। সেবার নবগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের টিকিটে প্রথমবার ভোটে দাঁড়ান তিনি। কিন্তু সেই নির্বাচনে পরাজিত হন। শুধু তাই নয়, সেবার ভোটের দিন নবগ্রামের বাঘিরা নামক এলাকায় বিরোধী বাম সমর্থকরা তাঁকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টাও করেছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এরপর দীর্ঘদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয় তাঁকে। পাঁচ বছর পর, ১৯৯৬ সালে সেই নবগ্রাম থেকেই ফের ভোটে লড়েন অধীর। নবগ্রামবাসীরা এখনও বলেন, ৯৬-এর ভোটে অধীরকে প্রচারই করতে দেওয়া হয়নি । পুলিশের খাতায় 'পলাতক' অবস্থায় বাধ্য হয়ে গ্রামে গ্রামে অধীরের বক্তব্য রেকর্ড করে ভোটারদের শোনাতেন অধীর ঘনিষ্ঠরা। কিন্তু সব বাধা টপকে সেবার জয় ছিনিয়ে নেন তিনি। প্রথমবার পা রাখেন বিধানসভায়। তবে বিধায়ক হিসেবে তাঁর ইনিংস ছিল মাত্র তিন বছরের। ১৯৯৯ সালে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে জিতে দিল্লির রাজনীতিতে পা রাখেন অধীর। তারপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। টানা ২৫ বছর বহরমপুরের সাংসদ, লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি - একের পর এক শিখর ছুঁয়েছেন অধীর চৌধুরী। ২০২৪-এ লোকসভা, ২০২৬-এ বিধানসভা, পরপর দু'বার বহরমপুরে হার। প্রায় ৪০ বছরের 'সক্রিয়' রাজনৈতিক জীবনে এই প্রথম এত বড় প্রশ্নের মুখে অধীর চৌধুরীর রাজনৈতিক 'ক্যারিশমা'। 'বহরমপুরের রবিনহুড' তকমা পাওয়া এই নেতা কি এবার রাজনীতির মূলস্রোত থেকে সরে দাঁড়াবেন? নাকি ফের ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবেন? উত্তরের অপেক্ষায় রইল বঙ্গবাসী। বহরমপুর কেন্দ্র থেকে জয়ের পর বিজেপির সুব্রত মৈত্র বলেন ,এই কেন্দ্রের ভোটাররা অধীরবাবুর মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছেন। এই জয় নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি কর্মীদের উৎসর্গ করছি। তবে পরাজয়ের খবর মেলার পর থেকে অধীরবাবু এখনও সংবাদমাধ্যমের অধরাই রয়ে গিয়েছেন।

ঝাড়গ্রামে বিজেপির ক্লিন সুইপ, চার আসনেই পদ্মশিবিরের জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৪ মে ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার চারটি বিধানসভা আসনেই বড় সাফল্য পেল বিজেপি। বিনপুর (তফশিলি উপজাতি সংরক্ষিত), ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর এবং নয়াগ্রাম-সব ক'টি আসনেই একচেটিয়া জয় পেল পদ্ম শিবির। ভোট গণনা শুরু থেকেই অধিকাংশ আসনে এগিয়ে ছিল বিজেপি প্রার্থীরা। শেষ পর্যন্ত বড় ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেন তাঁরা। ঝাড়গ্রাম বিধানসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী লক্ষীকান্ত সাউ তৃণমূল প্রার্থী মঙ্গল সোরেনকে ৩৮,১৪৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। নয়াগ্রামে বিজেপি প্রার্থী অমিয় কিস্কু তৃণমূলের দুলাল মুর্মুকে ৬,৪২৪ ভোটে হারান। বিনপুর আসনে প্রাক্তন মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদাকে ২২,৯৭৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডু। অন্যদিকে গোপীবল্লভপুরে বিজেপি প্রার্থী রাজেশ মাহাতো ২৬,৬৭৫ ভোটে জয়ী হন অজিত মাহাতকে হারিয়ে। গণনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূল শিবিরে হতাশা দেখা যায়। একাধিক কেন্দ্রেই পিছিয়ে পড়ার পর তৃণমূলের ক্যাম্প ফাঁকা হয়ে যায় এবং বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস শুরু হয়। তৃণমূল প্রার্থী বিরবাহা হাঁসদা সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে গণনা কেংদ্র ত্যাগ করেন। জেলা তৃণমূল সভাপতি দুলাল মুর্মু ইভিএম কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন। ফলাফল ঘোষণার আগেই চারটি আসনে বিজেপির জয় নিশ্চিত হওয়ায় জঙ্গলমহলে গেরুয়া শিবিরের উচ্ছ্বাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একাধিক জায়গায় তৃণমূলের কার্যালয়ে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার ও উত্তর দিনাজপুর, ৪ মে ঃ সোমবার আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায় তৃণমূলের একাধিক কার্যালয়ে হামলার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। আলিপুরদুয়ার জংশনেও তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের একটি কার্যালয়ে তৃণমূলের পতাকা সরিয়ে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বিজেপি নেতা দীপক বর্মণ বলেন, দলের কেউ এমন ঘটনায় যুক্ত থাকলে তা বরদাস্ত করা হবে না। ফল প্রকাশের পরেই সোমবার উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার তৃণমূলের কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। এদিন চোপড়ার তিনমাইল ও রবীন্দ্রনগর এলাকার ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ, এদিন রবীন্দ্রনগর ও তিন মাইল পার্টি অফিসে ঢুকে বিজেপি ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। যদিও চোপড়ার তৃণমূল নেতা এক্রামুল হক বলেন, পুলিশকে অবশ্যই জানাব। চোপড়ার বিজেপি নেতা ভবেশ কর বলেন, এমন কোনও ঘটনার কথা জানা নেই।

তৃণমূল ৫ আসনে জয়ী, সংঘর্ষে রামপুরহাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৪ মে ঃ ২৯৪ নম্বর মুরারই বিধানসভায় কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস-এর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। ফল ঘোষণায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মোশারফ হোসেন প্রায় ৩৬ হাজার ভোটে জয়ী হন। এদিন ভোট গণনা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জীবুর রহমান কর্মীদের নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় রামপুরহাট ডাকবাংলা মোড় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা স্লোগান দিতে শুরু করলে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে, যা পরে সংঘর্ষে রূপ নেয়। অভিযোগ অনুযায়ী, সংঘর্ষের সময় কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জীবুর রহমানের সমর্থকদের ওপর মারধর করা হয়। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামে রামপুরহাট থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। এই ঘটনায় একজনকেই আটক করা হয়েছে। কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা রামপুরহাট থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন এবং তারা নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাবেন বলে জানান। অন্যদিকে, নলহাটি ২৯৩ বিধান সভায় ১৬ হাজার ভোটে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রাজেন্দ্র প্রসাদ সিংহ। হাঁসনে জয়ী কাজল সেখ এবং বোলপুরে ৪৮ হাজারের বেশি ভোটে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। নানুরে ১০,১০০ ভোটে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী বিধান চন্দ্র মাঝি।

বাগুইআটিতে অটোচালকদের গেরুয়া আবির খেলা ও মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ মে ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘিরে উত্তেজনার আবহে এবার উচ্ছ্বাসে সামিল হলেন বাগুইআটির অটোচালকেরাও। প্রাথমিক ফলাফলে বিজেপির ভালো ফলাফলের ইঙ্গিত সামনে আসতেই সোমবার বাগুইআটি এলাকায় প্রায় সাড়ে চারশো অটোচালক গেরুয়া আবির খেলায় মেতে ওঠেন এবং মিছিল বের করেন। এদিন বহু অটোচালক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাট-আউট হাতে নিয়ে রাস্তায় নামেন। বিজেপির পতাকা ও দলীয় স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। অটোচালকদের একাংশের দাবি, রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে এবং বিজেপি সরকার গঠনের আশায়. তাঁরা উচ্ছ্বসিত। মিছিল চলাকালীন বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচলে কিছুটা প্রভাব পড়লেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন ছিল পুলিশ। শান্তিপূর্ণভাবেই কর্মসূচি সম্পন্ন হয় বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। অটোচালকদের বক্তব্য, দীর্ঘদিনের নানা সমস্যার সমাধান এবং পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির আশায় তাঁরা বিজেপির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। যদিও এখনও সম্পূর্ণ গণনা শেষ হয়নি, তবুও প্রাথমিক ফলাফলের প্রবণতা ঘিরে বাগুইআটিতে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে।

ডোমকলের বাতাসে উড়ছে লাল আবির! ১৫৩৫১ ভোটে জয়ী সিপিআইএম প্রার্থী মুস্তাফিজুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৪ মে ঃ মুর্শিদাবাদের মাটিতে রাজ্যে খাতা খুলতে সক্ষম হল বামফ্রন্ট। ডোমকল বিধানসভাতে এবার সিপিআইএম-এর প্রতীকে লড়াই করেছিলেন মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে রানা। তিনি ১৬,২৩২ ভোটে জয়ী হলেন। কলেজ জীবনে বাম ছাত্র সংগঠন দিয়ে রাজনীতির শুরু। তারপর ধীরে ধীরে

ডোমকলে আঁতুরঘর করে তোলা বামেদের। একটা সময় এই আসন থেকেই জয়ী হতেই তৎকালীন মন্ত্রী আনিসুর রহমান। তবে পালাবদলের কারণে এই আসন দখল আসে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। মুস্তাফিজুর রহমান ১৬,২৩২ ভোটে জয়ী হতেই উচ্ছাসে ফেটে পড়েন বাম কর্মী সমর্থকরা। আগামী দিনে মানুষের কাজ করা মুল মন্ত্র জানিয়েছেন সিপিআইএম জয়ী প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান রানা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ওই সময় হঠাৎ করেই দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়, যা দ্রুতই বিশৃঙ্খলার রূপ নেয়। উত্তেজনা বাড়তে থাকায় এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে। অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা কেন্দ্রের বাইরে হঠাৎ করেই চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হুমায়ুন কবীর গণনা কেন্দ্র থেকে বেরোনোর সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হুমায়ুন কবীরকে দেখেই বাম কংগ্রেস সমর্থক চোর চোর স্লোগান দিতে থাকে। অবশেষে মুর্শিদাবাদের মাটিতে রাজ্যে খাতা খুলতে সক্ষম হল বামফ্রন্ট। ডোমকল বিধানসভাতে এবার সিপিআইএম প্রতিকে লড়াই করেছিলেন মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে রানা। তিনি ১৬,২৩২ ভোটে জয়ী হলেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে বাধ্য হয়ে পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করে বলে খবর। ফলে ঘটনাস্থলে কিছুক্ষণের জন্য আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন উপস্থিত জনতা। পরে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ঘটনার পর পুরো এলাকা জুড়ে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে, যাতে নতুন করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। ডোমকল বিধানসভাতে সিপিআইএম পেয়েছে ১,০৭ ৫৭৫ ভোট। কংগ্রেসের সাহানাজ বেগমের প্রাপ্ত ভোট ৩০,৩৮১। তৃণমূল প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস পুলিশ কর্তা হুমায়ুন কবীরের ঝুলিতে ভোট পড়ে ৯১,৩৪৩।

সম্প্রীতি বজায় রেখে বিজয় উৎসব করার বার্তা নবদ্বীপের জয়ী প্রার্থী শ্রুতি শেখর গোস্বামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ৪ মে ঃ মহাপ্রভুর চরণে উৎসর্গ করলেন নিজের জয়! গণনাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এমনটাই বক্তব্য নবদ্বীপের বিজয়ী প্রার্থী শ্রুতি শেখর গোস্বামীর। পাঁচ বারের বিধায়ক তৃণমূলের প্রার্থী পুন্ডরীকাক্ষ সাহাকে হারিয়ে অবশেষে নবদ্বীপে গেরুয়া ঝড় তুললেন তিনি। এদিন গণনা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এসে তিনি জানান, মহাপ্রভুর চরণে এই জয় উৎসর্গ করে সেই প্রসাদি জয় আমরা যত আমাদের কার্যকর্তা আছে, জনগণ আছে সবাইকে উৎসর্গ করবো। এছাড়াও পার্টির কার্যকর্তা থেকে বিরোধী সকলের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এতদিন যে কালচারটা পরিণত হয়েছে সেটা আর যেন কেউ জয় হলে অপরদলের বাড়ি ভাঙচুর করা তাদের মাথা ফাটানো হাত পা ভাঙা অত্যাচার এগুলো যেন আর কোনদিন না হয়। রাজনীতি করবেন সবাই যে যার মত, কিন্তু একটা আন্তরিকতা যেন থাকে। সবার সঙ্গে সবার সামাজিক সম্পর্কটা যেন নষ্ট না হয়। মানুষের মধ্যে এতদিন অত্যাচারের চাপা ক্ষোভ রয়েছে, তবে আমরা তৃণমূলের মত জিতলে পরে অত্যাচার হিংসা এতে বিশ্বাসী নই আমরা সামাজিক সম্পর্ক রক্ষায় বিশ্বাসী। এমনকি অন্যান্য দলের

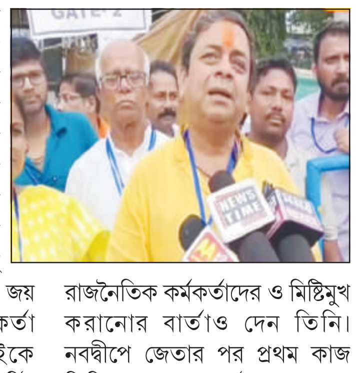

রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের ও মিষ্টিমুখ করানোর বার্তাও দেন তিনি। নবদ্বীপে জেতার পর প্রথম কাজ তিনি করতে চান কর্মসংস্থান, এবং নবদ্বীপ শহরকে হেরিটেজ সিটি বানানোর। যাতে পর্যটনের পাশাপাশি স্থানীয় যুবক-যুবতীদের কর্মসূত্রের বাইরে যেতে না হয় আর।

বিজেপির মিছিল লক্ষ্য করে গুলি! আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং, ৪ মে ঃ ভোট গণনার শেষে গুলি চলল রাজ্যে। দুষ্কৃতীর গুলিতে আহত বিজেপিকর্মী। তাঁর হাতে গুলি লেগেছে। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের দীঘিরপার এলাকায়। ঘটনার পর পুরো এলাকা ঘিরে ফেলেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিজেপির অভিযোগ তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা গুলি চালিয়েছে। শুরু হয়েছে তল্লাশি। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আহত বিজেপিকর্মীর নাম অর্কদ্বীপ বোস। বয়স ২২ বছর। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার আনন্দে ক্যানিংয়ের দীঘিরপার এলাকায় মিছিল করছিলেন বিজেপি কর্মী- সমর্থকরা। সেই সময় তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ। বিজেপির কর্মী অর্কদ্বীপের হাতে গুলি লাগে। তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন। বিজেপির অভিযোগ তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা গুলি চালিয়েছে। ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। ঘিরে ফেলা হয়েছে গোটা এলাকা। চলছে তল্লাশি। এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। উল্লেখ্য, ক্যানিংয়ের দিঘিরপাড় ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার অন্তর্গত। এই বিধানসভায় জিতেছেন তৃণমূল প্রার্থী পরেশরাম দাস। তিনি ১২০৫৪৮ ভোট পেয়েছেন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বিজেপির প্রশান্ত বাইন। গুলি চলার ঘটনায় তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে এলাকায়।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ [**সিনি. ডিইএন/১/হাওড়া** -র অধিক্ষেত্রে] নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এসইবি/এসইএস অথবা কোন সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ কাজের অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্র.নং.-১। এনআইটি নং ঃ ০৬_২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ৩০.০৪.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনের অধীনে সিনি.ডিইএন/১/ হাওড়া ও সিনি. ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়া-র অধিক্ষেত্রে ট্রিম্বল গেডো ভর্সিজ ট্রলি সিস্টেম বা অনুরূপ ব্যবহার করে প্রি ও পোস্ট ট্যাম্পিং ট্র্যাক পরিমাপ জরিপ এবং আপডেট করা স্কেল ম্যাপ তৈরী করা। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৪৮,৮০,৭৩০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৯৭,৬০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৩ (তিন) মাস। **ক্র.নং.-২। এনআইটি নং ঃ ১৮_২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ৩০.০৪.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** এক (০১) বছর সময়কালের জন্য জয়রামবাটী থেকে বিষ্ণুপুর-এর মাঝে (কিমি.৭৯/০-১১৭/০) নবনিযুক্ত সেকশনেব জন্য এসএসই/পি.ওয়ে/তারকেশ্বর-এর অধীনে নিয়মিত ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্র্যাক ও অন্যান্য রেলওয়ে সামগ্রী বোঝাই, খালাস (৩ টন-৫টন ক্ষমতার ট্র্যাক/ভেইকল)। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২০,২৬,৫১৩.৯৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪০,৫০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০৫.২০২৬ তারিখে দুপুর ২.০০টা (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)।। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি ও টিডিসি বাবদ অর্থপ্রদান— ই-টেন্ডারিং-এর জন্য বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গৃহীত হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-43/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

দেশ-বিদেশ

মেরিটাইম উত্তেজনা বৃদ্ধি, হরমুজ প্রণালিতে ট্রানজিট ফি নিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞার হুঁশিয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের

নিউ ইয়র্ক ওয়াশিংটন, ৪ মেঃ হরমুজ প্রণালি দিয়ে নিরাপদে চলাচলের জন্য ইরানকে কোনো ধরনের অর্থ প্রদান করলে আন্তর্জাতিক শিপিং সংস্থাগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে-এমন কড়া সতর্কবার্তা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এর ফলে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহ ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে।যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টে র কর্মকর্তাদের মতে, শিপিং অপারেটরদের জন্য ট্রানজিট টোল বা সেফ প্যাসেজ ফি নামে ইরানকে কোনো অর্থ প্রদান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এই অর্থ নগদ, ডিজিটাল সম্পদ, পণ্য বিনিময়. কিংবা পরোক্ষ অনুদান-যে কোনো উপায়েই দেওয়া হোক না কেন, তা মার্কিন আইনের অধীনে নিষেধাজ্ঞাযোগ্য লেনদেন হিসেবে গণ্য হতে পারে। এই সতর্কতা এমন এক সময়ে.এসেছে যখন ওই অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়ছে। অভিযোগ রয়েছে, সাম্প্রতিক ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত ও শিপিং কার্যক্রমে বিঘ্নের প্রেক্ষিতে ইরান প্রণালি দিয়ে যাতায়াতকারী জাহাজগুলোর ওপর চার্জ আরোপের চেষ্টা করছে। হরমুজ প্রণালি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহন পথ, যেখানে স্বাভাবিক অবস্থায় বৈশ্বিক তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পরিবাহিত হয়। মার্কিন কর্তৃপক্ষের দাবি, ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার হারানো অন্তর্ভুক্ত। মার্কিন অফিস অফ ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল-কে এই বিষয়ে নজরদারি এবং সম্ভাব্য লঙ্ঘন শনাক্ত করার

ইরানের এই দাবিতে সাড়া দেওয়া হলে তা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেবে। ট্রেজারি কর্মকর্তারা সতর্ক করেছেন, এমন লেনদেনে জড়িত কোম্পানিগুলো কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে পারে, যার মধ্যে আর্থিক সীমাবদ্ধতা, সম্পদ জব্দ এবং মার্কিন আর্থিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

এই নির্দেশনা যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত ম্যাক্সিমাম প্রেসার কৌশলের অংশ, যার লক্ষ্য ইরানের আয়ের উৎস সীমিত করা এবং গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক রুটগুলিতে তার প্রভাব কমানো। মার্কিন কর্মকর্তারা মনে করেন, ইরানকে টোল আদায়ের সুযোগ দিলে তা একটি বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য আরও অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে, ইরান দাবি করেছে যে এই ধরনের চার্জ তাদের সার্বভৌম অধিকারের অংশ, যা তাদের কৌশলগত জলসীমায় নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং নিয়ন্ত্রিত চলাচল নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, হরমুজ প্রণালি একটি আন্তর্জাতিক নৌপথ এবং এটি কোনো একক দেশের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত নয়। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক শিপিং সংস্থাগুলো কঠিন অবস্থার মুখে পড়েছে- একদিকে নিরাপত্তা ঝুঁকি, অন্যদিকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের আশঙ্কা। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, এই অনিশ্চযতার ফলে বীমা খরচ বাড়তে পারে, জাহাজ চলাচলের রুট পরিবর্তন হতে পারে এবং জ্বালানির দামে অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। মেরিটাইম বিশ্লেষকদের মতে, হরমুজ প্রণালিতে চলাচল সীমিত হওয়ার আশঙ্কাই অতীতে তেলের বাজারে বড় ধরনের ওঠানামার কারণ হয়েছে। যদি এই পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে তা বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় বড় প্রভাব ফেলতে পারে, বিশেষ করে এশিয়া ও ইউরোপের জ্বালানি আমদানিনির্ভর দেশগুলোর ওপর। কূটনৈতিক উত্তেজনা অব্যাহত থাকায় আন্তর্জাতিক মহল পরিস্থিতির দিকে গভীর নজর রাখছে। অন্যদিকে, শিপিং কোম্পানিগুলো সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে আইনি পরামর্শ নিচ্ছে এবং তাদের কার্যক্রম নতুন করে মূল্যায়ন করছে।

ভারতে বীমা খাতে বড় উদারীকরণঃ অটোমেটিক রুটে ১০০ এফডিআই অনুমোদন, এলআইসি-র জন্য সীমা ২০ বহাল

নয়াদিল্লি, ৪ মেঃ ভারতের কেন্দ্রীয.সরকার বীমা খাতে বড় ধরনের উদারীকরণের ঘোষণা করেছে। নতুন নীতির অধীনে অটোমেটিক রুটের মাধ্যমে ১০০ শতাংশ বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) অনুমোদন করা হয়েছে। তবে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া-এর ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের সীমা ২০ শতাংশেই বহাল রাখা হযেছে।

এই সিদ্ধান্তকে সাম্প্রতিক সময়ে. বীমা খাতে সবচেযে. বড় সংস্কারের পদক্ষেপগুলির একটি হিসেবে দেখা হচ্ছে। সরকারের মতে, এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো দীর্ঘমেয়াদি বৈশ্বিক মূলধন আকর্ষণ করা, উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিয়ে আসা এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা। গত এক দশকে ধাপে ধাপে সংস্কারের মধ্য দিয়ে যাওয়া ভারতের বীমা ব্যবস্থায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। নতুন নিযম অনুযায়ী, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এখন বীমা সংস্থাগুলিতে ১০০ শতাংশ মালিকানা নিতে পারবেন, এবং এর জন্য আলাদা করে সরকারি অনুমতির প্রয়োজন হবে না। তবে তাদের ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া-এর নির্ধারিত নিযম ও শর্ত মেনে চলতে হবে। এর ফলে আগের সীমাবদ্ধতা ও কেস-বাই-কেস অনুমোদনের প্রক্রিয়া বাতিল হয়েছে। সরকারি সূত্রে উন্নত আন্ডাররাইটিং এবং শক্তিশালী মূলধন কাঠামোর মাধ্যমে এই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হবে। তবে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান বজায় রেখে পদক্ষেপ ভারতের বীমা বাজারের কাঠামোকে আগামী কযেক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করতে পারে। পূর্ণ বিদেশি মালিকানার সুযোগ পাওয়ায় বহু

জানানো হয়েছে, এই সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য হলো খাতে প্রতিযোগিতা বাড়ানো, পরিষেবার মান উন্নত করা এবং শহর ও গ্রাম উভয় এলাকায. বীমার প্রসার বৃদ্ধি করা। বিশ্বমানের তুলনায় ভারতে বীমার প্রসার এখনও কম, এবং নীতিনির্ধারকদের মতে, বিদেশি অংশগ্রহণ বাড়লে নতুন পণ্য, সরকার স্পষ্ট করেছে যে, এলআইসি-র মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে একই মাত্রার উদারীকরণ প্রযোজ্য হবে না। দেশের বৃহত্তম বীমা সংস্থা হিসেবে এলআইসি-র ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা ও আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এই সীমা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে, এই আন্তর্জাতিক বীমা সংস্থা, যারা আগে নিয়ন্ত্রক সীমাবদ্ধতার কারণে ভারতে প্রসার ঘটাতে পারেনি, তারা এখন নতুন করে বিনিয়োগে আগ্রহী হতে পারে। তবে বিশ্লেষকদের সতর্কবার্তা, এই সংস্কারের সাফল্য নির্ভর করবে নিয়ন্ত্রক স্বচ্ছতা, নীতিগত স্থিতিশীলতা এবং কার্যকর নজরদারির ওপর। প্রিমিযামের সাশ্রয়ীতা, দাবি নিষ্পত্তির দক্ষতা এবং গ্রামীণ এলাকায় পরিষেবা সম্প্রসারণের মতো বিষয়গুলো এখনও গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে যাবে। বাজারের প্রতিক্রিয়া মোটামুটি ইতিবাচক। আর্থিক খাতের পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ঘোষণার ফলে বীমা যৌথ উদ্যোগ এবং সম্পূর্ণ বিদেশি মালিকানাধীন সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ বাড়তে পারে। একই সঙ্গে, খাতে প্রতিযোগিতা বাড়ার ফলে ছোট সংস্থাগুলি টিকে থাকতে অংশীদারিত্ব বা একীভূতকরণের পথে যেতে পারে। সরকার আরও জানিয়েছে, মালিকানার নিয়ম শিথিল করা হলেও অপারেশনাল কমপ্লায়েন্স, সলভেন্সি প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রাহক সুরক্ষার মান কঠোরই থাকবে। এই ক্ষেত্রে IRDAI গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ভারত যখন নিজেকে একটি বৈশ্বিক আর্থিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পথে এগোচ্ছে, তখন বীমা খাতকে সম্পূর্ণ বিদেশি বিনিয়োগের জন্য খুলে দেওয়া একটি বৃহত্তর কৌশলের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। যদিও এই সংস্কার বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করছে, এলআইসি-র জন্য সীমা বজায় রাখা সরকারের ভারসাম্য রক্ষার প্রচেষ্টাকেই তুলে ধরে।

মরক্কোয় বৃহৎ সামরিক মহড়ায় রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ২ মার্কিন সেনা উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা মহলে

৪ মে ঃ উত্তর আফ্রিকার দেশ মরক্কো-তে চলমান বৃহ আন্তর্জাতিক সামরিক মহড়া চলাকালীন রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেছেন দুই মার্কিন সেনা সদস্য। ঘটনাটি সামনে আসতেই উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা মহলে। United States Africa Command (AFRICOM) জানিয়েছে, শনিবার রাত থেকে ওই দুই সেনার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি প্রকাশ্যে আনার পাশাপাশি দ্রুত ও ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়েছে। মার্কিন সামরিক সূত্রে জানা গেছে, নিখোঁজ সেনারা আফ্রিকার অন্যতম বৃহত্তম যৌথ সামরিক মহড়া African Lion-এ অংশ নিচ্ছিলেন। এই মহড়াটি প্রতি বছর আয়োজন করা হয় এবং এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি আফ্রিকার একাধিক দেশ অংশগ্রহণ করে। এবারের মহড়ায় ৩০টিরও বেশি দেশের ৭,০০০-এর বেশি সেনা সদস্য অংশ নিয়েছেন, যা এই অনুশীলনের ব্যাপ্তি ও গুরুত্বকে আরও স্পষ্ট করে। ঘটনাটি ঘটেছে মরক্কোর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের তান তান অঞ্চলের কাছে অবস্থিত ক্যাপ ড্রা প্রশিক্ষণ এলাকায়। আটলান্টি ক মহাসাগরের উপকূলবর্তী এই অঞ্চলটি পার্বত্য মরুভূমি ভূপ্রকৃতির জন্য পরিচিত, যেখানে কঠোর আবহাওয়া ও দুর্গম পরিবেশ সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য উপযোগী হলেও ঝুঁকিপূর্ণ। ঠিক এই এলাকাতেই মহড়া চলাকালীন হঠা করে নিখোঁজ হয়ে যান দুই মার্কিন সেনা সদস্য। মরক্কোর সেনাবাহিনী জানিয়েছে, নিখোঁজ হওয়ার সময় ওই সেনারা একটি নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন। তবে ঠিক কী পরিস্থিতিতে তারা নিখোঁজ হয়েছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত ওই দুই জওয়ানের পরিচয়, ইউনিট বা শাখার নাম প্রকাশ করেনি, যা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। নিখোঁজ সেনাদের খুঁজে বের করতে মার্কিন ও মরক্কো যৌথভাবে বৃহ পরিসরে অনুসন্ধান অভিযান শুরু করেছে। ড্রোন, হেলিকপ্টার, স্থল বাহিনী এবং বিশেষ অনুসন্ধান দল ব্যবহার করে গোটা এলাকা চষে ফেলা হচ্ছে। দুর্গম মরুভূমি অঞ্চল হওয়ায় তল্লাশি অভিযানে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে বলে জানা গেছে। তবুও সামরিক কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে যে, সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং দ্রুতই নিখোঁজ সেনাদের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে তারা আশাবাদী। মহড়াটি প্রথম শুরু হয় ২০০৪ সালে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি আফ্রিকা মহাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বার্ষিক সামরিক অনুশীলনে পরিণত হয়েছে। এই মহড়ার মূল উদ্দেশ্য হলো অংশগ্রহণকারী দেশগুলির

মধ্যে সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, যৌথ অপারেশন দক্ষতা উন্নত করা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা জোরদার করা। প্রতি বছর এই মহড়ায় আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি ইউরোপ এবং অন্যান্য অঞ্চলের দেশগুলিও অংশ নেয়। এ বছরের মহড়া গত এপ্রিল মাসে শুরু হয় এবং তিউনিসিয়া, ঘানা, সেনেগাল এবং মরক্কো-এর বিভিন্ন স্থানে একযোগে পরিচালিত হচ্ছে। এত বড় আকারের বহুজাতিক মহ।ায় এমন ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়িয়েছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের আন্তর্জাতিক সামরিক মহ।ায় দুর্ঘটনা বা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা একেবারে অস্বাভাবিক নয়, বিশেষ করে যখন তা দুর্গম ও কঠিন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। তবে সেনা নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা তুলনামূলকভাবে বিরল এবং তাৎক্ষণিকভাবে উচ্চস্তরের নজরদারির দাবি রাখে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এর আগেও এই মহড়ায় দুর্ঘটনার নজির রয়েছে। ২০১২ সালে মরক্কোতেই মহড়া চলাকালীন একটি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় দুই মার্কিন সেনার মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হলেও এবারের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা আবারও নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর এবং United States Africa Command অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সেনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় বজায় রেখে অনুসন্ধান অভিযান চালানো হচ্ছে।আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘটনা শুধু একটি সামরিক উদ্বেগ নয়, বরং বৃহত্তর কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আফ্রিকা অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে এই ধরনের যৌথ মহড়াগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেখানে এমন ঘটনা অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে আস্থা ও সমন্বয়ের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। এদিকে, নিখোঁজ সেনাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে এবং তাদের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে বলে মার্কিন সেনা সূত্রে জানা গেছে। সেনা কর্তৃপক্ষ আশা প্রকাশ করেছে যে দ্রুতই এই রহস্যের সমাধান হবে এবং নিখোঁজ সেনাদের খুঁজে পাওয়া যাবে। সব মিলিয়ে, মরক্কোর এই ঘটনা আন্তর্জাতিক সামরিক মহলে নতুন করে সতর্কতার বার্তা দিয়েছে। যতক্ষণ না নিখোঁজ সেনাদের খোঁজ মিলছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই উত্তেজনা ও উদ্বেগ অব্যাহত থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের উন্নত পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

গোরখপুর, ৪ মেঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের উন্নত পরিষেবা প্রদান এবং যাতায়াত আরও সহজতর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই লক্ষ্যেই ৪ মে, ২০২৬ তারিখে বিনোদ কুমার শুক্ল, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, গোরখপুর জংশন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর ৯-এ উপলব্ধ যাত্রী পরিষেবাগুলির একটি বিস্তারিত পরিদর্শন করেন।

এই পরিদর্শন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন লখনউ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেল ম্যানেজার গৌরব আগরওয়াল, অতিরিক্ত ডিভিশনাল রেল ম্যানেজার (অপারেশন) নীতু, পাশাপাশি সদর দফতর ও লখনউ বিভাগের একাধিক জ্যেষ্ঠ আধিকারিক, তত্ত্বাবধায়ক ও কর্মীরা। পরিদর্শনের সময় বিনোদ কুমার শুক্ল গোরখপুর জংশন স্টেশনের সামগ্রিক যাত্রী পরিষেবার মান মূল্যায়ন করেন এবং বিশেষ করে ড্রেনেজ ব্যবস্থার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি প্ল্যাটফর্ম নম্বর ১ ও ৯-এ উপলব্ধ বিভিন্ন পরিষেবা-যেমন ক্যাব-ওয়ে, পার্কিং এলাকা, পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং পে-অ্যান্ড-ইউজ শৌচাগার-বিশদভাবে পরিদর্শন করেন। এই সময় তিনি ভান্ডার ডিপোর নিকট প্ল্যাটফর্ম ৯-এর প্রবেশপথের পাশের ফাঁকা জমি সমতল করে সেখানে বৃক্ষরোপণ করার নির্দেশ দেন এবং গাছগুলিকে ট্রি গার্ড দিয়ে সুরক্ষিত করার কথাও বলেন। পাশাপাশি বড় গাছগুলিকে রং করে স্টেশনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেন। যাত্রীদের চলাচল আরও সহজ করার লক্ষ্যে তিনি প্ল্যাটফর্ম ৯-এর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে যানবাহনের প্রবেশের জন্য স্থাপিত ব্যারিকেডগুলি প্ল্যাটফর্মের আরও কাছে সরিয়ে আনার নির্দেশ দেন। এছাড়া রেলকর্মীদের জন্য নির্ধারিত পার্কিং এলাকায শেড নির্মাণের নির্দেশও দেন। তিনি আরও নির্দেশ দেন যে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলিতে পানীয় জলের ওয়াটার বুথের সংখ্যা বাড়াতে হবে, যাতে যাত্রীরা সহজেই জল পেতে পারেন। পরিদর্শনের শেষ পর্যাযে.তিনি প্ল্যাটফর্ম নম্বর ১-এ পে-অ্যান্ড-ইউজ শৌচাগারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা খতিয়ে দেখেন এবং স্টেশন চত্বরে সর্বদা পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ওপর জোর দেন, যাতে যাত্রীদের অভিজ্ঞতা আরামদায়ক হয়। বিনোদ কুমার শুক্ল বিশেষভাবে ড্রেনেজ ব্যবস্থার নিযমিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন, যাতে জল জমে থাকা বা দুর্গন্ধের মতো সমস্যা না হয়।পরিদর্শনের সময় তিনি গোরখপুর জংশন স্টেশনে চলমান বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পও পর্যবেক্ষণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন যেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং সর্বোচ্চ গুণমান বজায় রেখে কাজ সম্পন্ন করা হয়। পাশাপাশি পুনর্বিকাশ প্রকল্প চলাকালীন যাত্রীদের যেন কোনও অসুবিধা না হয়, সে বিষয়েও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। সব মিলিয়ে এই পরিদর্শনের মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে যাত্রী পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং স্টেশনের সার্বিক উন্নয়নে তাদের প্রতিশ্রুতি আরও একবার স্পষ্ট করেছে।

বিলাসবহুল ক্রুজে ইঁদুরবাহিত হান্তাভাইরাসের সংক্রমণ, একাধিক মৃত্যু

৪ মে ঃ মাঝসমুদ্রে ভাসমান এক বিলাসবহুল ক্রুজ জাহাজে হঠাৎ ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী ভাইরাসকে কেন্দ্র করে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। Hantavirus-এ আক্রান্ত হয়ে একাধিক যাত্রীর মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে, পাশাপাশি অসুস্থ হয়েছেন আরও অনেকেই। ঘটনাটি ঘটেছে আটলান্টি ক মহাসাগর-এ, যেখানে প্রায় ২০০ জন যাত্রী ও ক্রু সদস্য নিয়ে চলা একটি ক্রুজ জাহাজ বর্তমানে আফ্রিকার দ্বীপ রাষ্ট্র কেপ ভার্দে-তে নোঙর করে আছে। তবে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় কাউকেই জাহাজ থেকে নামার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এই ঘটনার তথ্য প্রকাশ করেছে World Health Organization-এর দক্ষিণ আফ্রিকা শাখা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে জাহাজটিকে কার্যত ভাসমান কোয়ারান্টি ন জোনে পরিণত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বিষয়টি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছেন। জানা গেছে, নেদারল্যান্ডসের পতাকাবাহী এই বিলাসবহুল ক্রুজটি গত ২০ মার্চ আর্জেন্টি না থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। পর্যটন উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া এই জাহাজটি দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি সমুদ্রপথ অতিক্রম করে আটলান্টি ক মহাসাগর পেরিয়ে ইউরোপের দিকে এগোচ্ছিল। এর চূড়ান্ত গন্তব্য ছিল স্পেন-এর নিকটবর্তী একটি জনপ্রিয় দ্বীপ পর্যটনকেন্দ্র। জাহাজটিতে ছিলেন প্রায় ১৭০ জন যাত্রী এবং ৭০-এর বেশি ক্রু সদস্য। সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই চলছিল, কিন্তু যাত্রাপথে আচমকাই এক অদ্ভুত অসুস্থতার উপসর্গ দেখা দিতে শুরু করে কয়েকজন যাত্রীর মধ্যে। পরে নিশ্চিত হওয়া যায় যে এটি Hantavirus সংক্রমণ। প্রথম আক্রান্ত হন প্রায় ৭০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধ যাত্রী। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তিনি। জাহাজেই তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি হয় এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃতদেহ দক্ষিণ আটলান্টি কের সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নামানো হয়।

বিজয়ের পর হাতে শংসাপত্র হাতে পুরসূরা বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী বিমান ঘোষ।

মুর্শিদাবাদ জিযাগঞ্জ ব্লক (নূতনগ্রাম জিপি ১৮৭ মধ্যপাড়া) রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপির ও অন্যদিকে হুমায়ুন কোবির জেতার পর নূতন গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তের ফটো। - ছবি সাবিরুল সেখ ও আলিফ সেখ।

আরিয়ানকুপ্পমে অল্প ব্যবধানে জয় এআইএনআরসি-র আইয়াপ্পনের

পুদুচেরি, ৪ মে (হি.স.) ঃ সোমবার আরিয়ানকুপ্পম বিধানসভা আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত জয় পেলেন অল ইন্ডিয়া এনআর কংগ্রেস (এআইএনআরসি) প্রার্থী সি আইয়াপ্পন। তিনি মাত্র ৬০৩ ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস প্রার্থী ডি বিজয়লক্ষ্মীকে পরাজিত করেন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, গণনার প্রতিটি রাউন্ডেই দুই প্রার্থীর মধ্যে ব্যবধান ওঠানামা করছিল, ফলে শেষ পর্যন্ত ফলাফল নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। শেষ রাউন্ডে গিয়ে আইয়াপ্পন সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে গিয়ে জয় নিশ্চিত করেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, আরিয়ানকুপ্পমের এই ফলাফল পুদুচেরির সামগ্রিক নির্বাচনী চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করছে। অল্প ব্যবধানের এই জয় এআইএনআরসি-র জন্য যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনই কংগ্রেসের জন্যও এটি বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে।

নাগাল্যান্ড ও গুজরাটের উপনির্বাচনে জয় বিজেপির

কোহিমা, আহমেদাবাদ ও বেঙ্গালুরু, ৪ মে (হি.স.)ঃ ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নাগাল্যান্ডের কোরিডাং বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জযলাভ করেছে। বিজেপি প্রার্থী তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে ৩ হাজার ১২৩ ভোটে পরাজিত করেছে। রাজ্যের শাসক দল ন্যাশনালিস্ট ডেমোক্রেটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি (এনডিপিপি) কোনও প্রার্থী দেয়নি। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিজেপি প্রার্থী দাওচিয়ার আই ইমচেন ৭ হাজার ৩১৭ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্ব ন্দ্বী তোশিকাবাকে পরাজিত করেছেন, তিনি ৪ হাজার ১৯৪টি ভোট পেয়েছেন। কংগ্রেস প্রার্থী পেয়েছেন মাত্র ১৪৪ ভোট। এদিকে, গুজরাটের আনন্দ জেলার উমরেথ বিধানসভা কেেন্দ্র উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী ৩০ হাজার ৭৪৩ ভোটে কংগ্রেসকে পরাজিত করেছে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিজেপি প্রার্থী হর্ষদভাই গোবিংদভাই পারমার ৮৫ হাজার ৫০০ ভোট পেয়েছেন। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী ভৃগুরাজ সিং চৌহানকে পরাজিত করেছেন, তিনি ৫৪ হাজার ৭৫৭ ভোট পেযেছেন। গুজরাট বিধানসভায় মোট ১৮২টি আসন রয়েছে। বিধায়ক গোবিন্দভাই রাইজিভাই পারমারের মৃত্যুর পর উমরেথ বিধানসভা আসনটি শূন্য হয়। তাতে জয়লাভ করলো বিজেপি। অন্যদিকে, কর্ণাটকের বাগলকোট এবং দাভনগেরে দক্ষিণ উভয. বিধানসভা কেন্দ্রেই কংগ্রেস তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছে।

NAME CHANGE

I, Abdul Jabbar Sk (Old Name) S/O–Arman Mondal resident of Vill-Shimuldanga , Po-Gudhia , Ps- Murshidabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742502 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Jabbar Sk to Abdul Jabbar Mondal and henceforth I shall be known as Abdul Jabbar Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Lalbagh court on 22/09/ 2025. My name Abdul Jabbar Mondal & Abdul Jabbar Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shakila Bibi (Old Name) W/O–Abdul Jabbar Mondal resident of Vill-Shimuldanga , Po-Gudhia , Ps- Murshidabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742502 do hereby declared that I have changed my name from Shakila Bibi to Sakila Bibi and henceforth I shall be known as Sakila Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary affidavit Lalbagh court on 22/09/ 2025. My name Sakila Bibi & Shakila Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Amod Ali (Old Name) S/O–Aulaad resident of Vill-Sarulia Mandalpara Po-Barua, Ps-Beldanga, Murshidabad, West Bengal 742189 do hereby declared that I have changed my name from Md Amod Ali to Amod Ali Sk and henceforth I shall be known as Amod Ali Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/04/2026. My name Amod Ali Sk & Md Amod Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdul Qaiyum Munshi , S/o Abdul Gaffar Munshi, Vill–Purba Belaria, P.O. & P.S.–Magrahat, Dist.–South 24 Parganas, PIN–743355, do hereby solemnly affirm and declare that my name and my father's name have been recorded differently in various documents as follows: Aadhaar Card—Abdul Qaiyum Munshi S/o Abdul Gaffar Munshi, Voter List 2002—Ah Qaiyum Munshi, S/o Gaffar Munshi (EPIC No. WB/16/121/510205); Daft List 2026 – Abdul Qaiyum Munshi S/O- Abdul Gaffar Munshi, Passport—Mohammed Abdul Qaium Munshi, S/o Md. Abdul Gaffar as per Affidavit No. 10643 dated 27/04/2026 sworn before the Ld. First Class Judicial Magistrate, Diamond Harbour, South 24 Parganas). Abdul Qaiyum Munshi Son of Abdul Gaffar Munshi, Abdul Qaiyummunshi Son of Md Abdul Gaffar & Mohammed Abdul Qaium Munshi son of Gaffar Munshi all refer both are same and one identical person.

ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত আর নয়! প্রকোপ ঠেকাতে এবার আগেভাগেই ময়দানে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৪ মে ঃ ভারী বৃষ্টির জেরে জমা জল থেকে যেন ডেঙ্গি না ছড়ায়! সেই লক্ষ্যে কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। মশাবাহিত রোগের প্রকোপ ঠেকাতে একগুচ্ছ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ। ডেঙ্গি প্রতিরোধে প্রস্তুতি তুঙ্গে চলছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। বেশ কয়েক দিনের ভারী বৃষ্টিতে বিভিন্ন এলাকায় জল জমেছে। ফলে এই জমা জল থেকে যাতে ডেঙ্গি না ছড়ায় সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এখন থেকেই ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত রুখতে মাঠে নেমে পড়েছেন প্রশাসন। মশাবাহিত রোগের প্রকোপ ঠেকাতে একাধিক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ এসেছে। জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বৃষ্টির সময় জমে থাকা জলই ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার মতো রোগের মূল প্রজননক্ষেত্র হয়ে ওঠে। সেই জন্য আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণে জোর দেওয়া হয়েছে। সরকারি জমি, ভবন ও অন্যান্য সম্পত্তিতে কোথাও যেন জল জমে না থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া যেখানে জল জমে থাকতে পারে এমন সব খোলা গর্ত দ্রুত ভরাট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গেই ব্যবহৃত হয় না এমন যন্ত্রাংশ, বিটুমেন ভ্যাট বা নির্মাণ সামগ্রীতে যাতে জল না জমে, সেই জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ বা ঢেকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি ভাঙা নির্মাণ সামগ্রী বা ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্র দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে এবং ব্রিজ ডেক, ছাদ ও অন্যান্য ড্রেনেজ পয়েন্ট নিয়মিত পরিষ্কার রাখার কথা বলা হয়েছে।

ভোট গণনার দিন রাজ্যজুড়ে লাড্ডুর আকাল, হিমশিম খাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ মে ঃ জেলা জুড়ে হঠাৎই লাড্ডুর আকাল, কারখানায় নতুন অর্ডারে হিমশিম খাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা! দ্রুত উৎপাদন

বাড়াতে অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে লাড্ডু তৈরি করে বাজারের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা চলছে। ভোট গণনার দিন জেলাজুড়ে লাড্ডুর চাহিদা তুঙ্গে। হঠাৎই চরম ব্যস্ততায় কারখানাগুলি! জেলাজুড়ে লাড্ডুর চাহিদা হু হু করে বাড়তে শুরু করেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ইতিমধ্যেই জেলার একাধিক লাড্ডু তৈরির কারখানায় জোরকদমে লাড্ডু তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। নতুন করে কড়াই বসানো, বাড়তি সরঞ্জাম জোগাড় করা... সব মিলিয়ে চরম ব্যস্ততার ছবি ধরা পড়ছে কারখানাগুলিতে। লাড্ডু ব্যবসায়ীদের মুখে ফুটেছে চওড়া হাসি। কারখানা মালিকদের দাবি, লাড্ডুর এতটা চাহিদা বাড়বে, তা তাঁরা অনুমান করতে পারেননি, আসছে একের পর এক বড় অর্ডার। বিভিন্ন এলাকায় দোকানে দোকানে ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে লাড্ডু কেনার জন্য।

ফলপ্রকাশের আগেই তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত আসানসোল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ৪ মে ঃ ২৬- এর নির্বাচনে রাজ্যে পরিবর্তনের ইঙ্গিত! আর এরপরেই বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল আসানসোল। তৃণমূল ক্যাম্প অফিসে হামলা এবং ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, ক্যাম্পে থাকা তৃণমূল নেতা কর্মীদেরও বেধড়ক মারধর করা হয়েছে অভিযোগ। ঘটনায় আহত বেশ কয়েকজন। এদিকে ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে বিশাল পুলিশ এবং কেন্দ্রীয়বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলেও অভিযোগ। যা নিয়ে পরিস্থিতি একেবারে রণক্ষেত্রের আকার নেয়। ইতিমধ্যে ঘটনার দিকে কড়া নজর রাখছে কমিশন। কড়া হাতে বাহিনীকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ এখনও পর্যন্ত যা ট্রেন্ড তাতে ১৯৩টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। তৃণমূল এগিয়ে রয়েছে ৯৫টি আসনে। বাম জোট ৩টে এবং অন্যান্য ২টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। তেমনই আসানসোল- সহ জেলার একাধিক আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। এই ট্রেন্ড সামনে আসতেই বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি কর্মীদের উচ্ছ্বাস সামনে আসছে। জানা যায়, এদিন বিজেপি কর্মীরা তৃণমূলের ক্যাম্প অফিসের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় জয় শ্রী রাম স্লোগানের নামে লাগাতার স্লোগান দেন। পালটা জয় বাংলা স্লোগান দেন তৃণমূল কর্মীরাও। স্লোগান পালটা স্লোগানকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক বচসার পরিস্থিতি তৈরি হয়। বচসা থেকে মারপিট, শুরু হয় ভাঙচুর। অভিযোগ, বিজেপির কর্মীরা ক্যাম্পে ঢুকে পড়ে। তৃণমূলের ওপর হামলা চালায়। ক্যাম্প ভাঙচুর হয়। এই অবস্থায় পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী এসে লাঠি চার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

নেতা থেকে কর্মী ভোটের উত্তাপ কাটাতে এবার কোল্ড ড্রিংক্স-আইসক্রিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ৪ মে ঃ তীব্র দাবদাহে চলছে ভোট গণনা। টান টান উত্তেজনার পরিবেশ। এরই মাঝে নিজেদের হাইড্রেট রাখতে আখের রস, আইসক্রিমে মজেছেন বিভিন্ন দলের কর্মী সমর্থকরা। সকাল থেকেই ভোট গণনা কেন্দ্রগুলির সামনে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক কর্মী সমর্থকদের। তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা সকাল থেকেই। তাঁদের দেখেই এলাকায় চলে এসেছেন আখের রস, আইসক্রিম বিক্রেতারা। তাঁদের বিক্রি হচ্ছে জমিয়ে বলে জানা যায়। তীব্র দাবদাহে চলছে ভোট গণনা। টান টান উত্তেজনার পরিবেশ। এরই মাঝে নিজেদের হাইড্রেট রাখতে আখের রস, আইসক্রিমে মজেছেন বিভিন্ন দলের কর্মী সমর্থকরা। এই গরমে নাজেহাল সকলে। তবুও উৎসাহ, উদ্দীপনা যথেষ্ট রয়েছে সকলের মধ্যে। কিন্তু ভোটের ফল শোনার মধ্যে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে সকলের। এই আইসক্রিম এবং আখের রসের ওপর ভরসা রাখতে হচ্ছে সকলকে। আইসক্রিম বিক্রেতা নিমাই পাল জানান, এবারে বিক্রি বেশি হবে জানতাম। সকাল থেকে যা রোদ। মানুষজন সকাল ৯ টা থেকেই আইসক্রিম নিয়ে খাচ্ছেন। কালবৈশাখীর আশঙ্কা উড়িয়ে সোমবার সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে আলিপুরদুয়ার জেলায় রোদ ঝলমলে আকাশ। গরমের দাপট সকাল থেকেই। আলিপুরদুয়ার জেলায় এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দেখা গেছে ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বাম বিদায়ের ছবি ফিরছে ২৬-এ? দুপুরেই দখল পার্টি অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৪ মে ঃ গণনা শেষ হয়নি। তবে জয়ের আশ্বাস বোধ হয় পেয়ে গিয়েছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। জায়গায়- জায়গা এখনই আবির মজুত করে রাখা হয়েছে। এমনকী, দিল্লির সদর দফতরেও উচ্ছ্বাস বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। এর মধ্যেই বাঁকুড়ার কোতুলপুরের খিরি গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস দখল করল বিজেপির। পার্টি অফিসের মাথায় উঠে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানা যাচ্ছে, কোতুলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের খিরি গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় দখল করল বিজেপি। তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের দেওয়ালে থাকা লেখা মুছে সেই কার্যালয়ের ওপর বিজেপির দলীয় পতাকা লাগিয়ে দিলেন বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা। পাশাপাশি গেরুয়া আবির খেলায় মেতে উঠেছেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে বামেরা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে পার্টি অফিস দখলের ছবি প্রায় সকলের দেখা। জেলায় -জেলায় এমন প্রচুর পার্টি অফিস সিপিএম-এর দখলের অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বছর ফেরের পর দেখা গেল সেই একই ছবি। কিন্তু পালা বদলে গেল। এখনও বিজেপি জেতেনি। তবে, তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল করা শুরু করেছে তাঁরা। অপরদিকে, বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের দূর্লভপুরে একের পর এক তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় এবং তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র কার্যালয়ে ভাঙচুর চালালো বিজেপি। একের পর এক দলীয় কার্যালয় ভেঙে দলীয় কার্যালয়ের সামনে টাঙানো তৃণমূলের পতাকা খুলে টাঙিয়ে দেওয়া হল বিজেপির পতাকা। ঘটনার খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও গঙ্গাজলঘাটি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উত্তেজিত বিজেপি কর্মীদের হঠিয়ে দেয়।

হাঁসন কেন্দ্রে শুরু থেকেই লিড হাঁসন কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কাজলের

দেবর্ষি মজুমদার, বীরভূম, ৪ মে ঃ হাঁসন কেন্দ্রে শুরু থেকেই লিড হাঁসন কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ফয়েজুল হক ওরফে কাজল সেখের। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর কাজল সেখ সকাল থেকেই গণনাকেন্দ্রে হাজির ছিলেন। তিনি বলেন, জয়ের মার্জিন আরও বাড়ার কথা ছিল। আমি ভেবেছিলাম ২৫০০০ তো হবেই। কিন্তু জেলা ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি কী করে নানুর দেখব আমাকে এসে হাঁসনে জয়লাভ করেছি। অন্যরা কেন পারবে না? এস আই আরে হাঁসনে আমার ২৫০০০ ভোটার বাদ গেছে। তবুও আমি জিতেছি। নানুর নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, আমি নানুরে বেশি সময় দিতে পারি নি। আমাকে সবটা দেখতে হয়েছে। দেখুন, তৃণমূলকে হারানোর ক্ষমতা বিজেপির কোনকালে থাকার কথা নয়। যদি না, তৃণমূল, তৃণমূলকে হারায়। বোলপুরের বেশ কিছু অংশ নানুর বিধানসভার মধ্যে পড়ে। সেখানে তৃণমূল ভোট পায়নি। ভোট পেয়েছে বিজেপি। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন, কে কার ভোট করেছে। নাম না করে কাজলের ইঙ্গিত কি কেষ্টর দিকে? নানুরের গণনা তখনো চলছে। কাজল সেখ বলেন, এখনও বলছি, নানুরে সামান্য হলেও তৃণমূল জিতবে। ওখানে বেশি এস সি এস টি তারা সবাই হিন্দু। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে হাঁসন কেন্দ্রে ১২ হাজার ৬১৯ ভোটে জয়ী হন কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রসিদ। তিনি পরাজিত করেন নিকটতম তৃণমূল প্রার্থী অসিত মালকে। ২০২১ সালে এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হন অশোক চট্টোপাধ্যায়। তিনি নিকটতম বিজেপি প্রার্থী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৫০,০৬৩ ভোটে পরাজিত করেন। এবার সেই কেন্দ্রে প্রার্থী হন নানুরের পাপুড়ির বাসিন্দা জেলাপরিষদের সভাধিপতি ফয়েজুল হক ওরফে কাজল সেখ। সরকারে এলে এখানে দু'দুটো সেতুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুটো সেতু হলে, রামপুরহাট -মাড়গ্রাম, মাড়গ্রাম তারাপীঠ ও মুর্শিদাবাদের সাথে যোগাযোগের উন্নতি হতো। সেই প্রকল্প আপাতত বিশ বাঁও জলে বলে মনে করছেন এলাকাবাসী।

কাঁথি আদালতের মুকুটে নতুন পালক! তৃতীয় সিভিল কোর্টের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁথি , ৪ মে ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বিচার বিভাগীয় পরিকাঠামোয় এক নতুন পালক যুক্ত হল। কাঁথি মহকুমা আদালত চত্বরে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) তৃতীয় আদালত বা থার্ড কোর্টের। মহকুমা আদালত চত্বরের মধ্যেই নতুন এই আদালতের কার্যক্রম শুরু হল। কাঁথি তথা জেলার ক্রমবর্ধমান বিচারপ্রার্থীদের আইনি পরিষেবা আরও দ্রুত দেওয়ার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ। দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকার আদালতে মামলার চাপ বা।ছিল। ফলে বিচার প্রক্রিয়া অনেক সময় বিলম্বিত হচ্ছিল। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতেই এই নতুন আদালত চালু করা হল। জেলাবাসীও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। এদিন এই কোর্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তথা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারক কৃষ্ণ রাও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা দায়রা বিচারক জীবনকুমার সাধু। এছাড়াও ছিলেন জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার এবং জেলা পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা। আদালতের অন্যান্য বিচারক ও আইনজীবীরাও উপস্থিত ছিলেন। বিচার ব্যবস্থাকে আরও দ্রুত ও কার্যকর করার ওপর জোর দেওয়া হয়। নতুন এই আদালত চালু হওয়ায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মত প্রকাশ করা হয়। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা যুক্ত করে

আদালত হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে। এখন সেখানে নিয়মিত বিচার কার্যক্রম চলবে। এই উদ্যোগের ফলে সাধারণ মানুষ দ্রুত ন্যায়বিচার পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। বিচারপ্রার্থীদের ভোগান্তি অনেকটাই কমবে। সামগ্রিকভাবে কাঁথি মহকুমার বিচার ব্যবস্থায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গেছে, এই তৃতীয় আদালতে মূলত সিভিল বা দেওয়ানি বিভাগের বিভিন্ন মামলার নিষ্পত্তি করা হবে। এতদিন এই বিভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় আদালত ছিল। কিন্তু তৃতীয় আদালতের অভাব অনুভূত হচ্ছিল। মামলার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ফলে বিচারপ্রার্থীদের দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। নতুন আদালত চালু হওয়ায় সেই চাপ অনেকটাই কমবে। বিচার প্রক্রিয়া আরও দ্রুত এগোবে বলে আশা করা হচ্ছে। আইনজীবীরাও এই পদক্ষেপকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন। উল্লেখ্য, আদালত চত্বরে যে ভবনটিতে এই নতুন কোর্ট চালু হল, সেটি দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। ভবনটি সংস্কার করে নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে।

আমার অপমানের বদলা নিলাম ঃ হুমায়ুন

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৪ মে ঃ মুর্শিদাবাদের দু'টি কেন্দ্রে নিজের জয় নিশ্চিত হতেই দলের কর্মী

সমর্থকদের সঙ্গে আনন্দে মাতলেন হুমায়ুন। গণনা কেন্দ্রে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তৃণমূলের কংগ্রেসের খারাপ ফলের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হুমায়ুন কবীর বলেন, এরা কিছু মানুষকে লক্ষ্মীর ভান্ডারের দেড় হাজার টাকা, ঘরের জন্য এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা, বার্ধক্য ভাতার কিছু টাকা দিয়ে মনে করেছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের মাথা কিনে নিয়েছে। আজ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের মান সম্মান রক্ষা করেছে। কে ক্ষমতায় এসেছে দেখার দরকার নেই। একটা স্বচ্ছ ভাবমূর্তির সরকার গঠন হোক। বাংলায় এরা যদি আবার ওদের রাস্তায় যায় তাহলে বাংলার মানুষ আবার তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে হুমায়ুন কবীর বলেন, মুসলমানরা এর পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের নাম পর্যন্ত নেবে না। রেড রোডে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যতই নামাজ পড়ুন আর মুসলমান সমাজকে দুধেল গাই বলুন মুসলমান আজ তাঁকে জোড়া পায় লাথি মেরেছে। হুমায়ুন আরও বলেন, গত ডিসেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রীর মুর্শিদাবাদের সভার দিন আমাকে দল থেকে বহিষ্কার করে যেভাবে অপমান করা হয়েছিল আজ তৃণমূল কংগ্রেসকে হারিয়ে, তার বদলা নিলাম। এর পাশাপাশি আজ হুমায়ুন আজ অভিষেক ব্যানার্জিকেও তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, রাজ্যে কোনও জেলায় পুলিশ সুপার বা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হতে গেলে অভিষেক ব্যানার্জিকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে হয়। আর তার ফলে সাধারণ মানুষকে বেশি টাকা দিয়ে বালি পাথর কিনতে হয়। হুমায়ুন বলেন, বিজেপি রাম মন্দিরের এজেন্ডা নিয়ে দেশের ক্ষমতায় এসেছে। এই রাজ্যে তারা আমার প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ করতে দেবে না বলে ক্ষমতায় এসেছে। তবে বিজেপি আমার মসজিদের ধারে কাছে ঘেঁষবে না। এরপরই মমতা ব্যানার্জির উদ্দেশ্যে হুমায়ুন বলেন, মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই এবার তাঁকে দীঘায় গিয়ে হরিনাম করতে হবে। তিনি যেভাবে আমার পেছনে পুলিশ প্রশাসনকে লাগিয়ে আমার মেয়ে -জামাই -বেয়ান এবং আমার স্ত্রীর নামে পর্যন্ত মামলা রুজু করেছেন তার বদলা আজ সাধারণ মানুষ নিয়েছে। হুমায়ুন আজ ভবিষ্যতবাণী করে বলেন, রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার সময় মুখ্যমন্ত্রী দলের বিধায়কদের সঙ্গে কথাই বলতেন না। আর এখন তো তিনি দীঘায় হরিনামে ব্যস্ত থাকবেন তাই দলের বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলার সময় থাকবে না। ধারণা তৃণমূলের মুসলিম বিধায়করা দল ত্যাগ না করলেও কিছুদিনের মধ্যেই হিন্দু বিধায়করা একে একে বিজেপির চাটার্ড বিমানে চাপবে।

গ্রীষ্মের শুরুতেই জল সঙ্কট! ঝাড়গ্রামে পানীয় জলের তীব্র আকাল, ভরসা সরকারি ট্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৪ মে ঃ বৈশাখের শুরু থেকেই তীব্র দাবদাহে পুড়ছে জঙ্গলমহল। গরমের দাপট বাড়ার সঙ্গেই ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে প্রকট হয়েছে পানীয় জলের হাহাকার। জেলার বিভিন্ন ব্লকে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে গেছে। যার ফলে টিউবওয়েল থেকে জল বেরোচ্ছে না। শুকিয়ে যাচ্ছে পাতকুয়ো। জলের সঙ্কটে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন হাজার হাজার মানুষ। পরিস্থিতির সামাল দিতে ঝাড়গ্রাম জেলা জনস্বাস্থ্য কারিগরী দফতরের তরফে গ্রামে গ্রামে জলের ট্যাঙ্ক পাঠানো হচ্ছে। ঝাড়গ্রাম মূলত একটি শুষ্ক এলাকা। প্রতি বছর গরম বাড়লেই এখানে জলের সঙ্কট দেখা দেয়। তবে এ বছর পরিস্থিতি বেশ উদ্বেগজনক। জেলার বেলপাহাড়ি, জামবনি, নয়াগ্রাম এবং গোপীবল্লভপুরের মতো এলাকাগুলিতে জলকষ্ট তীব্র আকার ধারণ করেছে। এই সমস্ত এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের একটি বড় অংশ টিউবওয়েলের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু জলস্তর নেমে যাওয়ায় পাম্প করেও কল থেকে জল উঠছে না। পানীয় জলের একমাত্র ভরসা সরকারি জলের ট্যাঙ্ক। পরিস্থিতি সামাল দিতে জেলা প্রশাসন ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের পক্ষ থেকে তৎপরতা শুরু হয়েছে। যেসব গ্রামে জলের উৎস পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে, সেখানে ভ্রাম্যমাণ ট্যাঙ্কের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। পানীয় জল সরবরাহের জন্য চারশোর উপর পাম্প হাউস রয়েছে।

প্রতিদিন জলের ৬ টি ট্যাঙ্ক দিনে দু'বার করে বেলপাহাড়ি ও জামবনি ব্লকে পাঠানো হচ্ছে। মোট ২৪ হাজার লিটার জল পৌঁছচ্ছে বাসিন্দাদের কাছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের আধিকারিক রাহুল মণ্ডলের কথায়, গরমে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যাওয়ায় কিছু এলাকায় পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। সমস্যা মেটাতে গ্রামে গ্রামে দিনে দু'বার করে পানীয় জলের ট্যাঙ্ক পাঠানো হচ্ছে। বর্ষা না আসা পর্যন্ত ট্যাঙ্ক করে জল পাঠানো হবে।

বাঁকুড়া ও নদীয়ায় তৃণমূলের কার্যালয়ে উড়ল বিজেপির পতাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া ও নদীয়া, ৪ মে ঃ বাঁকুড়ার কোতুলপুরের খিরি গ্রামে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে উড়ল বিজেপির পতাকা। জেলার ১২টি আসনেই এখনও পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। সূত্রের দাবি, সেই খবর পেতেই খিরি গ্রামের তৃণমূল কার্যালয়ে অ্যাসবেস্টসের চালের উপরে উঠে বিজেপির পতাকা ওড়ান এক ব্যক্তি। এই নিয়ে যদিও কোতুলপুরের ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব বক্তব্য দিতে রাজি হননি। এদিকে, ভোট গণনার মধ্যে কল্যাণী ও হরিণঘাটায় তৃণমূলের দফতরে হামলার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। অভিযোগ, এ দিন কল্যাণী মহকুমার তিনটি আসনে বিজেপি প্রার্থীদের এগিয়ে যাওয়ার খবর বের হতেই বিজেপি কর্মী সমর্থকরা কল্যাণী শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের মুরাতিপুকুর এলাকায় তৃণমূলের একটি দফতরে হামলা করে। সেখানে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি হরিণঘাটা শহরে হরিণঘাটা শহর তৃণমূলের দফতরে ভাঙচুর চালিয়ে সেখানে বিজেপির পতাকা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তৃণমূল।

মালদার রথবাড়িতে বিজেপি সমর্থকদের উচ্ছ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৪ মে ঃ রাজ্যজুড়ে বিজেপির সম্ভাব্য ভালো ফলাফলের ইঙ্গিত মিলতেই মালদা জেলাতেও উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন দলীয় কর্মী ও সমর্থকেরা। সোমবার বিভিন্ন আসনে বিজেপি প্রার্থীরা এগিয়ে থাকার খবর সামনে আসতেই ইংলিশবাজার শহরের

রথবাড়ি এলাকায় শুরু হয় উৎসবের আবহ। দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে রাস্তায় নামেন বহু কর্মী-সমর্থক। আতশবাজি ফাটানো, গেরুয়া আবির খেলায় মেতে ওঠেন তাঁরা। পাশাপাশি ভারত মাতা কি জয় ও দলীয় স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। বিজেপি সমর্থকদের দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মতো মালদাতেও সাধারণ মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিতে শুরু করেছেন। যদিও এখনও সম্পূর্ণ গণনা শেষ হয়নি এবং চূড়ান্ত ফল ঘোষণা বাকি, তবুও প্রাথমিকভাবে ফলাফলের প্রবণতায় বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীরা উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন বলে খবর। সেই আবহেই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন কর্মী-সমর্থকেরা।

ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে আরামবাগে সাজোয়া গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৪ মে ঃ সোমবার রাজ্যজুড়ে বিধানসভা নির্বাচনের গণনা চলছে। ফলাফল ঘিরে উত্তেজনার আবহে সম্ভাব্য ভোট-পরবর্তী হিংসা রুখতে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। সেই ছবিই দেখা গেল আরামবাগে। সকাল থেকেই শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনীর সাজোয়া গাড়ি। নিরাপত্তা বাহিনীর এই উপস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ও ভরসার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে যেকোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হবে। ভোট-পরবর্তী হিংসা রুখতে পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও সেনার যৌথ নজরদারি চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে টহল আরও বাড়ানো হয়েছে। প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানিয়েছেন, কোথাও কোনও অশান্তির খবর পেলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে গণনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করাই প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য বলে জানানো হয়েছে।

পুরুলিয়ার ৯টি আসনেই পদ্ম-ঝড়, দাবি জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৪ মে ঃ ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার প্রাথমিক ট্রেন্ড অনুযায়ী পুরুলিয়া জেলার চিত্রটি সম্পূর্ণ গেরুয়া অভিমুখে। সোমবার শেষ পাওয়া তথ্য অনুসারে, জেলার মোট ৯টি আসনেই এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। চূড়ান্ত ফল ঘোষণার আগেই এই ট্রেন্ডে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছেন জেলা বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা। এই ফলাফলকে 'মানুষের জয়' বলে অভিহিত করেছেন পুরুলিয়ার বিজেপির সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো গণনাকেন্দ্রের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে চলা অনুন্নয়নের পর এবার পশ্চিমবঙ্গ প্রকৃত উন্নয়নের পথে হাঁটবে। মানুষ জঙ্গলমহল থেকে যে বার্তা দিয়েছেন, তা পরিবর্তনেরই প্রতিফলন। জয়ের আভাস পেয়েও দলের নেতা-কর্মীদের অতি-উসাহে মেতে না ওঠার এবং সংযত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পুরুলিয়া জেলার ৯টি আসনের মধ্যে ৬টিতে জয়লাভ করেছিল বিজেপি। বাকি ৩টি আসন- বান্দোয়ান, মানবাজার এবং কাশীপুর গিয়েছিল তৃণমূলের দখলে। তবে এবারের প্রাথমিক ট্রেন্ড বজায় থাকলে তৃণমূলের হাত থেকে ওই ৩ টি আসনও ছিনিয়ে নিতে চলেছে গেরুয়া শিবির। জেলা জুড়ে কড়া নিরাপত্তার পাশাপাশি বিজেপির জয়োল্লাস রুখতে প্রশাসন সতর্ক রয়েছে।

পৌরনিগম থেকে মহকুমা পরিষদ... শিলিগুড়িতে চড়ছে রাজনৈতিক পারদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ মে ঃ অঙ্গ-কলিঙ্গের পর বঙ্গেও পদ্ম ফোটাল বিজেপি। বিজেপির বঙ্গ বিজয় সম্পূর্ণ। ১৫ বছর পর পশ্চিমবঙ্গে পালাবদল। বাংলার মসনদে বিজেপি। শুধু রাজনৈতিক বার্তাই নয়, কটাক্ষের সুরেও সরব ছিলেন কর্মীরা। তাদের একাংশ বলেন, খুব শীঘ্রই তৃণমূল কংগ্রেসে আর কেউ থাকবে না। 'মাছ-ভাত' খাওয়ানোর আয়োজন করে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের আমন্ত্রণ জানানো হবে বলেও দাবি করেন তারা।

'মাছ-ভাত খাইয়ে হজমির গলি দেওয়া হবে'-এমন মন্তব্যও শোনা যায়। ভোট গণনা এখনও শেষ হয়নি, কিন্তু তার আগেই জোরাল আত্মবিশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। গণনার মাঝেই বিপুল সংখ্যক কর্মী সমর্থক শিলিগুড়ি পৌরনিগম চত্বরে জমায়েত হয়ে দলীয় পতাকা লাগিয়ে আগাম জয়ের বার্তা দিতে দেখা যায় তাদের। গেরুয়া আবিরে মেতে ওঠা এবং স্লোগানে মুখর পরিবেশে কার্যত উৎসবের আবহ তৈরি হয়। এদিন ঝালমুড়ি নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিজেপি কর্মীরা। মেয়র ও মহকুমা পরিষদের সভাধিপতিকে উদ্দেশ্য করে ঝালমুড়ি খাওয়ার স্লোগান তোলা হয়। পাশাপাশি শহরের নীল-সাদা রঙের সরকারি বিল্ডিংগুলির রং বদলে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন একাংশ কর্মী। সব মিলিয়ে ফল ঘোষণার আগেই শিলিগুড়িতে চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। পৌরনিগমের পর সেই একই ছবি ধরা পড়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ চত্বরে। সেখানেও জড়ো হয়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা দলীয় পতাকা লাগিয়ে নিজেদের শক্তিপ্রদর্শন করেন। ফল ঘোষণা বাকি থাকলেও এদিনের ঘটনায় শহরের রাজনৈতিক উত্তেজনা নতুন মাত্রা পায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত কর্মীদের দাবি, এভাবেই একে একে সমস্ত প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান দখল করবে বিজেপি। উত্তরকন্যাতেও একইভাবে দখল নেওয়া হবে বলে স্লোগান ওঠে। এমনকি নবান্ন ইতিমধ্যেই দখল হয়ে গেছে বলেও দাবি করেন একাংশ সমর্থক, যা ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা।

অর্পিতাদির টিকিট কেটে নেওয়া উচিত, বালুরঘাটের লিড দেখে কটাক্ষ সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ৪ মে ঃ ভোট গণনার প্রাথমিক ট্রেন্ড সামনে আসতেই রাজ্যে সরকার গড়া নিয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাস ধরা পড়ল বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের গলায়। সোমবার গণনাকেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি দাবি করেন, দক্ষিণ দিনাজপুরের ৫ টি আসনেই বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। এমনকি তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত কুমারগঞ্জেও পদ্ম শিবিরের ফলাফল আশাব্যঞ্জক বলে তিনি মনে করেন। সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বলেন, গণনা এখন একদম শুরুর দিকে থাকলেও ছবিটা পরিষ্কার। দক্ষিণ দিনাজপুরে আমরা ৫টি আসনেই এগিয়ে আছি। কুমারগঞ্জে তৃণমূল যেখানে ১০ হাজার ভোটের লিড পাবে বলে ভেবেছিল, সেখানে মাত্র ৬ হাজার লিড পেয়েছে। রাউন্ড বাড়লে ওটাও আমরাই জিতব। বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অর্পিতা ঘোষকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে সুকান্ত বলেন, বালুরঘাটে দ্বিতীয় রাউন্ডের গণনার পর আমরা ১৬ হাজার ভোটে এগিয়ে আছি। অর্পিতা দিদির এবার ট্রেনের বা বাসের টিকিট কেটে নেওয়া উচিত। কারণ, আর এখানে থেকে কোনও লাভ নেই। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে এখনই হাল ছাড়তে নারাজ নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, গ্রামীণ এলাকার ভোট গণনা শুরু হলে এই ব্যবধান কমবে। তবে প্রাথমিক ট্রেন্ডে দক্ষিণ দিনাজপুরে বিজেপির দাপট স্পষ্ট।

ভগবানগোলায় ৫৬ হাজারেরও বেশি ভোটে জিতলেন তৃণমূলের রেয়াত হোসেন সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৪ মে ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রে বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করে নিজেদের গড় রক্ষা করল তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার ভোট গণনার শেষে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে তৃণমূল প্রার্থী রেয়াত হোসেন সরকারকে সরকারিভাবে জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বামফ্রন্ট (সিপিএম) প্রার্থী মহামুদল হাসানকে (মিঠু) ৫৬ হাজার ৪০৭ ভোটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। গণনার শুরু থেকেই ভগবানগোলায় দাপট বজায় রেখেছিলেন রেয়াত হোসেন সরকার। রাউন্ড যত বেড়েছে, ব্যবধান তত আকাশছোঁয়া হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, তৃণমূল প্রার্থী পেয়েছেন ১ লক্ষ ৫ হাজার ৯৯৭টি ভোট। অন্যদিকে, সিপিএম প্রার্থী মহামুদল হাসান পেয়েছেন ৪৯ হাজার ৫৯০টি ভোট। কংগ্রেসের অঞ্জু বেগম ২৯ হাজার ৪৪০ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন এবং বিজেপির ভাস্কর সরকার পেয়েছেন ২৩ হাজার ১০৪ ভোট। উল্লেখ্য, ২০২৪-এর উপনির্বাচনেও এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন রেয়াত হোসেন সরকার। এবার তাঁর জয়ের ব্যবধান পূর্বের সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেল। এই জয় জেলা তৃণমূলের সংগঠনকে যেমন অক্সিজেন দিল, তেমনই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই এলাকায় শাসক দলের প্রভাব আরও একবার স্পষ্ট করল। শংসাপত্র হাতে পাওয়ার পরেই রেয়াত হোসেন সরকার এই জয়কে ভগবানগোলার সাধারণ মানুষের জয় বলে উৎসর্গ করেছেন। ফল ঘোষণার পর এলাকায় সবুজ আবির মেখে উৎসবে মেতে উঠেছেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা। অন্যদিকে, ভোটের প্রচারে বার বার করে উঠে এসেছে বুলডোজার তত্ত্ব। এ বার সেই বুলডোজারে করেই ভোটের বিজয় উল্লাসে মাতলেন বিজেপির কর্মী, সমর্থকেরা। সোমবার বিকালে ইংরেজবাজার শহরে মালদা কলেজের গণনা কেন্দ্রের বাইরে বুলডোজারে চড়ে ডিজে তালে উল্লাসে মাতেন কর্মী, সমর্থকেরা। জয়ের উল্লাসে বুলডোজার নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে মালদার রাজনীতিতে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ক্যারেজ ওয়ার্কস), খড়্গপুর ওয়ার্কশপ, খড়্গপুর, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ রিফারবিশিংআইসিএফ২৫০-১-আর, তারিখঃ ৩০.০৪.২০২৬।** **কাজের নাম ঃ** রেলওয়ে কোচগুলির সংস্কার (সংযোজিত বিস্তারিত কাজের পরিধি ও চুক্তির বিশেষ শর্তাবলী অনুযায়ী কোচগুলির ক্ষয় মেরামতি, পিওএইচ চলাকালীন আইসিএফ কোচগুলির পিভিসি খুলে ফলা ও বিছানো সহ সাজিয়ে তোলার কাজ, পিওএইচ চলাকালীন কোচের দরজা খুলে ফেলা, মেরামতি ও লাগানো, বাফার অ্যাসেম্বলি খুলে ফেলা ও স্থানান্তর (যাওয়া-আসা সংক্রান্ত চলাচল অর্থাৎ অংশবিশেষ খুলে ফেলার পর নির্দিষ্ট কোচ থেকে সংশ্লিষ্ট শপে এবং সংশ্লিষ্ট শপ থেকে নির্দিষ্ট কোচে এবং রেলওয়ে কর্তৃক সম্পূর্ণ করা পরীক্ষা ও মেরামতির কাজের পরে পুনরায়) এবং আইসিএফ কোচের স্ক্রু কাপলিং সহ ড্র গিয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট স্ট্রিপিং, ডিসম্যান্টলিং ও স্থানান্তর এবং সংশ্লিষ্ট সেকশনে হস্তান্তর)। **কাজের অবস্থানঃ** খড়্গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, পোস্ট-খড়্গপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০১। **পরিমানঃ** ২৫০ আইসিএফ কোচ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২,০২,৪৭,০২৫.৫০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৪,০৫,০০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৫.২০২৬, দুপুর ৩টা। **টেন্ডারপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **বিডিং প্রণালীঃ** সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেম। **চুক্তির প্রকারঃ** ওয়ার্কস-জেনারেল। **টেন্ডার প্রকারঃ** ওপেন। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথির বিবরণ ই-পোর্টাল ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ প্রদত্ত আছে।
(PR-113)

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নং ঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭৪৯০৪৫৫ তারিখ ৩০.০৪.২০২৬। ডে. চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এলএইচবি, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হচ্ছে। **আইটেম ক্যাটাগরি ঃ** ব্যবহৃত পণ্যের জন্য কাস্টমাইজড এএমসি/সিএমসি; লিলুয়া-এর সিঅ্যান্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে রেলনেট ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের সিএএমসি; পণ্যের যন্ত্রাংশ সংক্রান্ত বিবরণে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী; ব্যাপক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (সিএমসি); কাজের পরিধিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে; হ্যাঁ। **অফিসের নাম ঃ** ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ লিলুয়া। **বিড জমার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টায়। **বিড খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **বিড অফারের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে) ঃ** ৯০ (দিন)। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ২ বছর ১ দিন। **বিডারের ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য) ঃ** ৮ লাখ। **একই/অনুরূপ পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বছর ঃ** ১ বছর। **অনুরূপ পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজন ঃ** হ্যাঁ। **এমএসই-এর জন্য বছরের অভিজ্ঞতা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ** না; **স্টার্টআপ-এর জন্য বছরের অভিজ্ঞতা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ** না; **বিডের ধরণ ঃ** একক প্যাকেট বিড; **বিক্রয়কারী থেকে প্রয়োজনীয় নথি ঃ** অভিজ্ঞতার মানদণ্ড, বিডার টার্নওভার, অতিরিক্ত নথি ১ (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে)। *যদি কোন বিডার অভিজ্ঞতার/ টার্নওভারের মানদণ্ড থেকে অব্যাহতি পেতে চান, তাহলে ছাড়ের জন্য তার যোগ্যতা প্রমাণবিশিষ্ট নথিগুলি ক্রেতার দ্বারা মূল্যায়নের জন্য আপলোড করতে হবে। **প্রযুক্তিগত মূল্যায়নের সময় প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যার জন্য অনুমোদিত সময় ঃ** ২ দিন; **আনুমানিক টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ১৫,১১,০৪২.৪০; **ইএমডির বিবরণ ঃ অ্যাডভাইসরী ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া; **ইএমডির পরিমাণ ঃ** ₹ ৩০,২২০; **ইপিবিজি-এর বিবরণ ঃ অ্যাডভাইসরী ব্যাংক ঃ** স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া; **ইপিবিজি-এর হার (%) ঃ** ৫.০০; **প্রয়োজনীয় ইপিবিজি-এর মেয়াদ (মাস) ঃ** ২৬।
MISC-30/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

আঙুলের চোটেই কাল হল!

সিজনের মাঝপথে দেশে ফিরলেন সল্ট

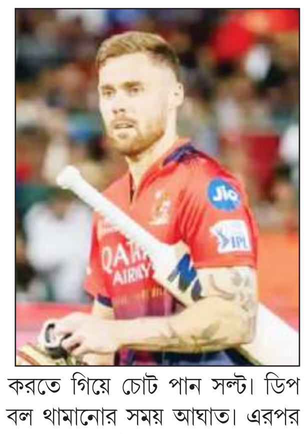

বেঙ্গালুরু, ৪ মেঃ জার্নি শেষ। সিজনের মাঝপথে দেশে ফিরতে হচ্ছে ফিল সল্টকে। আঙুলের চোটের স্ক্যান করাতে ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডে উড়ে গিয়েছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিদেশি তারকা। টানা তিন ম্যাচে না খেলার পর এবার পরিস্কার-কামব্যাকের সময় আরও পিছতে পারে। এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে চোটের বিস্তারিত কিছু জানায়নি আরসিবি। তবে রিপোর্ট বলছে, বাঁ-হাতের আঙুলে সমস্যা। ১৮ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ফিল্ডিং করতে গিয়ে চোট পান সল্ট। ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগে ডাইভ দিয়ে বল থামানোর সময় আঘাত। এরপর থেকে বাইরে। টানা তিনটি ম্যাচ মিস করেছেন। চোটের ধরন বোঝার জন্য দেশে ফিরে স্ক্যান করানোর সিদ্ধান্ত। দ্রুত ফিরে আসার নিশ্চয়তা নেই। চোটের আগে ফর্মে ছিলেন সল্ট। ছয় ইনিংসে ২০২ রান, স্ট্রাইক রেট ১৬৮.৩৩-ওপেনিংয়ে দলকে নিয়মিত ঝোড়ো ওপেনিং দিচ্ছিলেন। এই ধারাবাহিকতা মাঝপথে থেমে গেল। তাঁর জায়গায় সুযোগ পাচ্ছেন জ্যাকব বেথেল। সল্ট না থাকায় আপাতত তিনিই শুরু করছেন ইনিংস। দলও সেই বিকল্প মেনে এগচ্ছে। যদিও সল্ট ফিরলে জায়গা আবার বদলাবে)। রিপোর্ট অনুযায়ী, সল্ট ও দল দু'পক্ষই আশাবাদী-চলতি মাসের মধ্যে তিনি ভারতে ফিরতে পারেন। তবে সেটা পুরোপুরি নির্ভর করছে চোটের রিপোর্ট ও রিকভারি টাইমলাইনের ওপর। সময়টা সল্টের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ম্লান পারফরম্যান্সের পর আইপিএলে ছন্দে ফিরেছিলেন। দলের পরিবেশ নিয়েও সন্তুষ্ট ছিলেন-ক্রিকেট ডিরেক্টর মো ববাট, কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার ও ব্যাটিং মেন্টর দীনেশ কার্তিকের সঙ্গে কাজ করে নতুন ছন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন। গুজরাত টাইটান্সের কাছে পরাজয়ের পর আপাতত ছ'দিনের বিরতিতে বেঙ্গালুরু। এই সময় দলের কয়েকজন ক্রিকেটার মালদ্বীপে ছোট সফরেও গিয়েছেন। পরের ম্যাচ লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে। অধিনায়ক রজত পাটিদারের দল গতবারের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে। তার জন্য ওপেনিং জুটির স্থিরতা গুরুত্বপূর্ণ। সল্টের চোট তাই শুধু ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, দলের ব্যালান্সেও প্রভাব ফেলতে পারে।

স্বচ্ছ কোচ নিয়োগ সিএবি

দৌড়ে ঋদ্ধিমান সাহা-মনোজসহ বহু তারকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ মেঃ বাংলা ক্রিকেটে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল বা সিএবি। প্রথমবারের মতো সংস্থাটি কোচ নিয়োগর জন্য প্রকাশ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করে আবেদনপত্র আহ্বান করেছে। এতদিন পর্যন্ত এই ধরনের পদে নিয়োগ সাধারণত অভ্যন্তরীণ আলোচনা বা সুপারিশের ভিত্তিতে হতো, কিন্তু এবার সেই প্রচলিত প্রথা ভেঙে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে সিএবি। ১ মে ছিল আবেদন জমা দেওয়ার শেষ দিন, আর তার মধ্যেই প্রায় আশিজন প্রার্থী বিভিন্ন পদে আবেদন করেছেন বলে জানা গেছে। শুধু সিনিয়র বাংলা দল নয়, অনূর্ধ্ব তেইশ, অনূর্ধ্ব উনিশ, অনূর্ধ্ব ষোল এবং মহিলা দলের কোচিং স্টাফ, ফিজিও ও প্রশিক্ষকের পদেও আবেদন চাওয়া হয়েছিল। এত বিপুল সংখ্যক আবেদন জমা পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই চমক তৈরি হয়েছে ক্রিকেট মহলে। বিশেষ করে শোনা যাচ্ছে, আবেদনকারীদের তালিকায় কিছু বিদেশি কোচের নামও রয়েছে, যা বাংলা ক্রিকেটে একেবারেই নতুন ঘটনা। যদিও সিএবি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও নাম প্রকাশ করেনি, তবে সূত্রের ইঙ্গিত অনুযায়ী উপমহাদেশের বাইরের কয়েকজন কোচ আবেদন করেছেন। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড বা দক্ষিণ আফ্রিকার কোচদের নাম থাকলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। এর আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ভিশন ২০২০ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলার ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক মানের কোচদের আনা হয়েছিল, তবে তা ছিল স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য। এবার কিন্তু পূর্ণসময়ের কোচ হিসেবে বিদেশি প্রার্থীদের আবেদন করাই বড় চমক হিসেবে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের বহু পরিচিত নামও এই দৌড়ে রয়েছেন। বর্তমান কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লও পুনরায় এই পদের জন্য আবেদন করেছেন। গত চার বছর ধরে তিনি বাংলা দলের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতার কারণে তাঁকেই এখনও পর্যন্ত অন্যতম শক্তিশালী দাবিদার হিসেবে ধরা হচ্ছে।

পাশাপাশি প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ঋদ্ধিমান সাহা ও মনোজ তিওয়ারির মতো তারকারাও কোচ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে আবেদন করেছেন বলে জানা গেছে। এছাড়াও বোর্ডের অধীনে কাজ করা অভিজ্ঞ কোচ রাজীব দত্তও আবেদনকারীদের তালিকায় রয়েছেন। এই বিপুল আবেদন থেকে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করতে সিএবি একটি তিন সদস্যের বিশেষ কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটিতে রয়েছেন অরুণ লাল, দেবাঙ্গ গান্ধী এবং কল্যাণ চৌধুরী। তাঁরা আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে তাঁদের পরিকল্পনা ও ভাবনা বিচার করবেন। ৮ ও ৯ মে এই সাক্ষাৎকার পর্ব অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা, যা সম্ভবত অনলাইনে হবে। প্রার্থীরা কীভাবে বাংলা ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, সেই নীলনকশা শুনেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সব মিলিয়ে, কোচ নিয়োগ স্বচ্ছতা এবং পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে সিএবির এই উদ্যোগ বাংলা ক্রিকেটে এক নতুন যুগের সূচনা করতে পারে বলেই মনে করছেন অনেকে।

লিভারপুলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ক্যারিকের ইউনাইটেড

সংবাদ সংস্থা, ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, ৪ মেঃ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে রবিবার প্রিমিয়ার লিগের জমজমাট লড়াইয়ে ৩-২ গোলে জিতেছে মাইকেল ক্যারিকের দল। মাথেউস কুইয়া ও বেনিয়ামিন শেশকোর গোলে পিছিয়ে পড়ার পর, দমিনিক সোবোসলাই ও কোডি হাকপোর গোলে সমতায় ফেরে লিভারপুল। পরে দারুণ এক গোলে ব্যবধান গড়ে দেন কবি মেইনু। দুই মরসুম পর দলটির চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফেরাও নিশ্চিত হয়ে গেছে। হুবেন অ্যামুরির কোচিংয়ে যে দল জয়ের পথ হারিয়ে ফেলেছিল, সেই ইউনাইটেডই ক্যারিকের হাত ধরে ধারাবাহিক সাফল্যে ফিরেছে। অন্তর্বর্তীকালীন এই কোচের সময়ে লিগে ১৪ ম্যাচ খেলে টানা তৃতীয় ও মোট ১০টি জয় পেল তারা। ৩৫ ম্যাচে ১৮ জয় ও ১০ ড্রয়ে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে ইউনাইটেড। তাদের চেয়ে ৬ পয়েন্ট কম নিয়ে চার নম্বরে লিভারপুল। কিছুটা সৌভাগ্যের ছোঁয়ায় ম্যাচের শুরুটা দারুণ হয় ইউনাইটেডের। কর্নারে প্রতিপক্ষের দুটি প্রচেষ্টা আটকে দিলেও, পুরোপুরি বিপদমুক্ত করতে ব্যর্থ হয় লিভারপুল। তৃতীয় প্রচেষ্টায় ফাঁকায় বল পেয়ে জোরাল শট নেন মাথেউস কুইয়া এবং আলেক্সিস মাক আলিস্তেরের গায়ে লেগে দিক পাল্টে বল জালে জড়ায়। এবারের লিগে সেট পিস থেকে (পেনাল্টি বাদে) দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৭টি গোল হজম করল লিভারপুল। এভাবে সর্বোচ্চ ১৯টি গোল খেয়েছে বোর্নমাউথ। আর চলতি আসরে কর্নারের ফলশ্রুতিতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের (১৩) চেয়ে বেশি গোল করতে পেরেছে আর্সেনাল (১৭) ও টটেনহ্যাম হটস্পার (১৫)। চাপ ধরে রেখে খেলতে থাকে ইউনাইটেড এবং আট মিনিট পর আবার ভাগ্য সহায় হয় তাদের। ব্রুনো ফার্নান্দেজের হেড গোলরক্ষক উডম্যান ঠেকিয়ে দেন ঠিকই, কিন্তু সামনেই থাকা বেনিয়ামিন শেশকোর উরুতে লেগে তার ষষ্ঠ গোল। মরসুমে সব মিলিয়ে হাঙ্গেরির মিডফিল্ডারের গোল হলো ১৩টি। কিছুক্ষণ পর গোলরক্ষকের মারাত্মক ভুলে দ্বিতীয় গোলটি হজম করে ইউনাইটেড। ডি-বক্সের বাইরে কাসেমিরোকে পাস দিতে গিয়ে গড়বড় করেন সেন লামেন্স, ছুটে এসে মাক আলিস্তের বল ধরে ডি-বক্সে বাড়ান সোবোসলাইকে, আর তার পাস ধরে অনায়াসে প্লেসিং শটে সমতা টানেন হাকপো। মেইনুর নৈপুণ্যে ৭৭তম মিনিটে আবার এগিয়ে যায় ইউনাইটেড। ডি-বক্সের

বল গোললাইন পেরিয়ে যায়। শেষমুহূর্তে স্লোভেনিয়ার স্ট্রাইকার শেশকোর আঙুল বলে স্পর্শ করেছিল কিনা, জাগে সন্দেহ তবে ভিএআর অনেকটা সময় নিয়ে গোলের সিদ্ধান্ত জানায়। বিরতির পর খেলা শুরু হতেই নতুন মোড় নেয়। নিজেদের দোষেই ৯ মিনিটে দুটি গোল হজম করে আয়োজকরা। ৪৭তম মিনিটে মাঝমাঠে প্রতিপক্ষের ভুল পাস ধরে দ্রুত এগিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে কোনাকুনি শটে ব্যবধান কমান সোবোসলাই। এবারের লিগে এটা বাইরে থেকে জোরাল শটে গোলটি করেন তরুণ ইংলিশ মিডফিল্ডার। জায়গা থেকে নড়ার সুযোগ পাননি গোলরক্ষক। ম্যাচ সেরার পুরস্কারও জয় করেন ২১ বছর বয়সী মেইনু। বাকি সময়ে আর নতুন কোনো নাটকীয়তা জাগাতে পারেনি লিভারপুল। আসরে প্রথম দেখায় লিভারপুলের মাঠেও জিতেছিল ইউনাইটেড, ২-১ গোলে। এবার প্রতিশোধের আশা জাগালেও, পারল না দলটি। লিগে টানা তিন জয়ের পর আবার হারল আর্না স্লটের দল।

৫ বছর পর লিগে ফিরেই ১২৮ বছরের অপেক্ষা ঘুচিয়ে ট্রফি জয়

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ৪ মেঃ অবিশ্বাস্য, অভাবনীয় কিংবা অন্য কোনো বিশেষণই হয়তো যথেষ্ট নয় ক্লাবটির এই সাফল্য বর্ণনা করার জন্য। গত মরসুমেও তারা ছিল দ্বিতীয় বিভাগে। এই মরসুমে শীর্ষ লিগে ফেরে তারা দীর্ঘ পাঁচ বছর পর। সেই দলই ইউরোপিয়ান

ফুটবলে আরেকটি রূপকথার জন্ম দিয়ে শিরোপা জিতল তিন রাউন্ড বাকি থাকতে। আরও একটি কারণে তাদের এই অর্জন বিশেষ কিছু। ক্লাবটির ১২৮ বছরের ইতিহাসে প্রথম বড় শিরোপা যে এটিই! দ্বিতীয় স্থানে থাকা সেন্ট গ্যালেন রবিবার ঘরের মাঠে ৩-০ গোলে হেরে যায় সিওনের বিপক্ষে। এতে শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যায় তাদের চেয়ে ১১ পয়েন্টে এগিয়ে থাকা থুনের। ১৮৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্লাবটি মরসুমের শুরু থেকেই লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ছিল। কিন্তু সবশেষ পাঁচ ম্যাচের চারটিতেই হেরে যাওয়ায় আরে নদীর তীরে অবস্থিত এই ছোট শহরের উদযাপনের অপেক্ষা বেড়ে যায়। গত ২৫ এপ্রিল লুগানোর বিপক্ষে ঘরের মাঠে জিতলেই শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যেত থুনের। উল্টো ৯৭তম মিনিটের পেনাল্টি গোলে হেরে যায় তারা ১-০ ব্যবধানে। এই শনিবার তারা খেলতে যায় বাসেলের মাঠে। রূপকথার জন্ম দিয়ে লেস্টার সিটির ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জয়ের ১০ বছর পূর্তির দিনটিতে ছিল এই ম্যাচ। কিন্তু এগিয়ে গিয়েও থুন ৩-১ গোলে হেরে যায় এবং ম্যাচ শেষ করতে হয় তাদের ৯ জন নিয়ে। থুনের সমর্থকরা রবিবার বড় পর্দায় সেন্ট গ্যালেনের খেলা দেখতে উপস্থিত হয় নিজেদের মাঠে। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারে শুরু হয়ে যায় তাদের উৎসব, যা গভীর রাত পর্যন্ত চলবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। শিরোপা নিশ্চিত হওয়ার দিনটির জন্য বার ও রেস্তোরাঁগুলো সারারাত খোলা রাখার অনুমোদন আগেই দিয়ে রেখেছিল স্থানীয় কাউন্সিল। মিছিল করে টাউন হল স্কোয়ারের দিকে যাবে সমর্থকরা। এই মরসুমের আগে লিগে থুনের সেরা সাফল্য ছিল ২০০৪-০৫ মরসুমে দ্বিতীয় হওয়া, যা পরের মরসুমে তাদের সুযোগ করে দেয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার। আর্সেনাল, আযাক্স ও স্পার্তা প্রাহার মতো দল থাকা গ্রুপে সেবার তৃতীয় হয়েছিল থুন। হাইবারিতে আর্সেনালের বিপক্ষে নেলসন ফেরেইরার লবে করা সেই অসাধারণ গোলটি থুনের সমর্থকদের স্মৃতিতে চিরদিনের জন্য খোদাই হয়ে আছে। অসাধারণ এক গল্প লিখে এবার ঘরোয়া লিগ জেতায় আগামী মরসুমে আবার ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতায় খেলবে থুন।

টানা পাঁচটি মাস্টার্স জিতে ইতিহাস গড়লেন জানিক সিনার

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ৪ মেঃ ফরাসি ওপেনের আগে স্বপ্নের ছন্দে জানিক সিনার। মাদ্রিদ ওপেনে আলেকজান্ডার জেরেভকে হারিয়ে এক মরসুমে টানা পঞ্চম জয় ছিনিয়ে নিলেন বিশ্বের এক নম্বর পুরুষ টেনিস খেলোয়াড় সিনার। আর এর পাশাপাশি গড়লেন নতুন ইতিহাস। মাদ্রিদ ওপেনের ফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর তারকা সিনার, জার্মানির আলেকজান্ডার জেরেভকে মাত্র ৫৭ মিনিটে ৬-১, ৬-২ সেটে উড়িয়ে দিয়ে খেতাব অর্জন করেন। এর সঙ্গে সঙ্গে এক মরসুমে টানা পঞ্চম মাস্টার্স শিরোপা জিতে নতুন প্যারিস ওপেন, ইন্ডিয়ান ওয়েলস, মায়ামি ওপেন, মন্টে কার্লো জিতেছিলেন। এখন জিতলেন মাদ্রিদ ওপেনে। এই নিয়ে টানা মোট পাঁচটি খেতাব জয় করলেন টেনিসের এই মহাতারকা। জানিক সিনার গত ৪৭টি ম্যাচের মধ্যে ৪৫টিতেই জয়ী হয়ে নিজের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে রেখেছেন। মাত্র ২৪ বছর ২৫৬ দিন বয়সেই তিনি নয়টি ভিন্ন এটিপি মাস্টার্স টুর্নামেন্টেরই ফাইনালে পৌঁছানোর কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, যা আগে নোভাক জকোভিচ, রাফালে নাদাল এবং রজার ফেডেরার অধীনে ছিল। আগামী সপ্তাহে রোম

মাইলফলক স্পর্শ করলেন। টেনিস ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টানা পাঁচটি মাস্টার্স শিরোপা জয়ী ২৪ বছরের এই ইতালীয় তারকা। এর আগে এক ক্যালেন্ডারে সিনার মাস্টার্স। এই খেতাবটি জিততে পারলে জানিক নোভাক জকোভিচের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ক্যারিয়ারের নয়টি ভিন্ন মাস্টার্স খেতাব জেতার নজির গড়বেন।

ভিনিসিউসের জোড়া গোলে রিয়াল মাদ্রিদের জয়, অপেক্ষায় বার্সেলোনা

সংবাদ সংস্থা, বার্সেলোনা, ৪ মেঃ প্রতিপক্ষের মাঠে রবিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতেছে মাদ্রিদের দলটি। দুটি গোলই হয় দ্বিতীয়ার্ধে। ৩৪ ম্যাচে ২৪ জয় ও পাঁচ ড্রয়ে ৭৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। ১১ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। আগামী সপ্তাহে এই দুই দলের লড়াইয়ে হার এড়ালেই শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যাবে বার্সেলোনার। রিয়ালের জন্য এমনিতেই মরসুমটা ব্যর্থতায় ঠাসা। সাম্প্রতিক সময়টা কাটছে তাদের আরও যাচ্ছেতাই। দলটির হতাশার গল্পে এদিন ম্যাচের শুরুতে যোগ হয় নতুন আরেক পর্ব, চতুর্দশ মিনিটে আবারও চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন ফেরলঁদ মঁদি। বারবার চোটে পড়ায় চলতি মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে

কেবল ৯টি ম্যাচ খেলতে পেরেছেন এই ফরাসি লেফট-ব্যাক। ২৩তম মিনিটে এস্পানিওলের ডিফেন্ডার এল হিলালিকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন ভিনিসিউস জুনিয়র। দুই মিনিট পর তাকেই ফাউল করে প্রথমে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন এল হিলালি। পরে অবশ্য ভিএআরের সাহায্যে সিদ্ধান্ত বদলে তাকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। প্রথমার্ধে দুই দলই একের পর এক লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেয়। ৪৩তম মিনিটে ভালো একটা সুযোগ পায় রিয়াল। ডি-বক্সে প্রথম ছোঁয়ায় বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে জোরাল শট নেন ব্রাহিম দিয়াস, সেটাও ক্রসবারের একটু ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। বিরতির ঠিক আগের মুহূর্তে বেঁচে যায় রিয়াল। কর্নারে লেয়ান্দ্রো কাবরেরার হেড লাফিয়ে কোনোমতে আটকান গোলরক্ষক আন্দ্রি লুনিন। দ্বিতীয়ার্ধের দশম মিনিটে ভিনিসিউসের নৈপুণ্যে এগিয়ে যায় রিয়াল। গন্সালো গার্সিয়াকে বল বাড়িয়ে ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড, এরপর ফিরতি পাস পেয়ে প্রতিপক্ষের একাধিক খেলোয়াড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিচু শটে গোলটি করেন তিনি। ১১ মিনিট পর কিছুটা একইভাবে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ভিনিসিউস। জুড বেলিংহ্যামকে পাস দিয়ে দ্রুত ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন তিনি এবং সতীর্থের ব্যাকহিলে বাড়ানো ফিরতি বল পেয়ে জোরাল শটে আসরে নিজের ১৫তম গোলটি করেন ২০২৪ সালের ফিফা বর্ষসেরা ফুটবলার। ৭৯তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়তে পারতো কিন্তু ভিনিসিউসের পাস ধরে ফ্রাঙ্কো মাস্তাতুয়োনোর শট ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক। প্রতিপক্ষের চেয়ে গোলের জন্য বেশি শট নিয়েও কাজের কাজ করতে পারেনি এস্পানিওল। আসরে ১৫তম হারের স্বাদ পায় দলটি। ৩৪ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে ১৩ নম্বরে আছে এস্পানিওল।

৩ ম্যাচ হাতে রেখে পার্মাকে হারিয়ে ২১তম লিগ শিরোপা জিতল ইন্টার

ম্যাচ শুরুর আগে থেকে সান সিরোর বাইরে ছিল উৎসবের আবহ। শিরোপা নিশ্চিত করতে ইন্টার মিলানের প্রয়োজন ছিল কেবল এক পয়েন্ট। তবে পার্মাকে হারিয়েই এক মরসুম পর আবার সেরি আ চ্যাম্পিয়ন হলো দলটি।

সংবাদ সংস্থা, মিলান, ৪ মেঃ উৎসবের প্রস্তুতি নেওয়াই ছিল। বাকি ছিল আনুষ্ঠানিকতাটুকু। গতকাল রবিবার রাতে পার্মাকে ২-০ গোলে হারিয়ে সেই কাজটুকুও সেরে নিয়েছে ইন্টার মিলান। ঘরের মাঠ সান সিরোতে পাওয়া জয়ে ইন্টার নিশ্চিত করেছে সিরি 'আ'তে নিজেদের ২১তম শিরোপা, যা গত ছয় মরসুমের মধ্যে তৃতীয়। সিরি 'আ'তে ৩৬ শিরোপা নিয়ে সবার ওপরে আছে জুভেন্তাস। এরপরই ইন্টার, ১৯ শিরোপা নিয়ে তিনে এসি মিলান। এদিন শিরোপা নিশ্চিত হওয়ার পর সান সিরো স্টেডিয়াম থেকে পুরো মিলান শহরজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের আমেজ। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে মার্কাস থুরামের দারুণ সাইড-ফুট ফিনিশিংয়ে করা গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে ৮০তম হেনরিখ মেখিতারিয়ানের গোল শিরোপা নিশ্চিত করে দলটির। এই জয়ে তিন ম্যাচ হাতে রেখে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন নাপোলির চেয়ে ১২ পয়েন্টে এগিয়ে গেল ইন্টার। পরের তিন ম্যাচ ইন্টার হারলে আর নাপোলি জিতলেও শীর্ষে নড়চড় হবে না। শিরোপা পুনরুদ্ধার নিশ্চিত হওয়ার পর সান সিরো মুহূর্তের মধ্যে নীল-কালো রঙে ছেয়ে যায়। একই সময়ে মিলানের বিখ্যাত দুমো দি মিলানো ক্যাথেড্রালের সামনেও

জড়ো হয় ক্লাবটির হাজারো সমর্থক। যারা নাচ-গানের মধ্য দিয়ে মেতে উঠে শিরোপা উৎসবে। গত মরসুমের হতাশাজনক সমাপ্তির ধাক্কা সামলে শান্ত ও স্থির নেতৃত্বে দলকে সাফল্যের পথে ফিরিয়েছেন কোচ ক্রিস্টিয়ান চিভু। সর্বশেষ আসরে মাত্র ১ পয়েন্টের ব্যবধানে লিগ শিরোপা হাতছাড়া করে ইন্টার। আর চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে হারে পিএসজির সঙ্গে। এরপর দায়িত্ব নেন ২০০৭ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ইন্টারের হয়ে ১৬৮ ম্যাচ খেলা চিভু। প্রথমবারেই লিগ জেতানো এই রোমানিয়ান কোচ গত মরসুমে ছিলেন পার্মাতেই। দলের এই অর্জন নিয়ে ইন্টারের অধিনায়ক লাওতারো মার্তিনেজ বলেন, ''আজ আমরা সবাই আনন্দিত। তবে এই সাফল্যের পেছনের কঠোর পরিশ্রম ভুলে গেলে চলবে না। কারণ গত মরসুমের শেষটা ছিল খুবই কঠিন। আমরা যেসব প্রতিযোগিতায় শিরোপা জিততে পারতাম, সবগুলোতেই হতাশ হতে হয়েছিল। এরপর আবার নতুন করে শুরু করাটা সহজ ছিল না।'' লিগ জেতা ইন্টারের সামনে এখন ইতিহাস গড়ার সুযোগও আছে। ১৩ মে রোমের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে কোপা ইতালিয়ার ফাইনালে লাসিওকে হারাতে পারলে ক্লাব ইতিহাসে তৃতীয়বারের মতো লিগ ও কাপ-দুই শিরোপাই একসঙ্গে জিতবে ক্লাবটি। সবশেষ ২০১১ সালে জোসে মরিনিওর কোচিংয়ে একই মরসুমে সিরি 'আ' ও কোপা ইতালিয়া জিতেছিল ইন্টার। এই ম্যাচটা গোলদাতা থুরামের জন্য ছিল বিশেষ আবেগেরও। তাঁর জন্ম পার্মায়, আর তাঁর বাবা লিলিয়ান থুরাম একসময় খেলেছেন এই ইতালিয়ান ক্লাবটিতেই। সেই ক্লাবকে হারিয়ে শিরোপা জেতার অনুভূতি জানাতে গিয়ে থুরাম জুনিয়র বলেন, ''আমি ইন্টারে আসার পর থেকেই দেখছি, এটি এমন একটি দল যারা মাঠে ও মাঠের বাইরে সব সময় একসঙ্গে থাকতে ভালোবাসে। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।'' এদিকে সিরি আয়ে তৃতীয় স্থানে ওঠার সুযোগ হাতছাড়া করেছে জুভেন্তাস। এসি মিলানের হারের পরও নিজেদের মাঠে অবনমিত ভেরোনার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে তুরিনের দলটি। তবে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার লক্ষ্যে চতুর্থ স্থানে থাকার দৌড়ে কোমোর চেয়ে তিন পয়েন্টে এগিয়ে আছে জুভরা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com